অবরোবী

অবরোধ

বিজন ভট্টাচার্য

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩০ চৌরঙ্গী রোড : কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৫৪

প্রকাশক

সুনীলকুমার সিংহ

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

সুধাংশুরঞ্জন সেন

ট্রুথ প্রেস

৩ নন্দন রোড, কলিকাতা

অঙ্গসজ্জা

সূর্য রায়

ব্লক নির্মাণ

স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

কলিকাতা

দাম দু টাকা আট আনা

বজ্রমুঠ-কে

চরিত্র পরিচিতি

মিঃ সেন	...	...	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
কবি	...	...	মিঃ সেনের বন্ধু
রায় বাহাদুর	...	...	মিঃ সেনের বাবা
মিঃ সরকার	...	...	মিঃ সেনের বন্ধু
মিঃ মুখার্জি	...	...	উচ্চপদস্থ কর্মচারী
রেবতীবাবু	...	...	ম্যানেজার
নকড়ি	...	...	দালাল
ঈশ্বর পণ্ডিত	...	...	শ্রমিক নেতা
ঠিকাদার	...	...	
মঙ্গল মিস্ত্রী	...	...	দালাল
গজানন	...	...	দরোয়ান
মহাবীর	...	...	সান্ত্রী
ওসমান	...	...	শ্রমিক
কচি	...	...	”
নগিন	...	...	”
গিট্টু	...	...	”
সুচিত্রা	...	...	মিঃ সেনের স্ত্রী
সাবিত্রী	...	...	কবি পত্নী

আমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ,

এজেন্ট, শ্রমিক, দরোয়ান, সশস্ত্র সান্ত্রী ইত্যাদি ইত্যাদি...

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রার আবহ রণরণিয়ে উঠল মঞ্চের গহীনে। ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে কাজ চলেছে পুরোদমে।

ছায়াভিনয় আরম্ভ হয়। দৃশ্যপট অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে কলের চিমনি। চিমনির মুখ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে বেরুচ্ছে। একটু পরেই দেখা যায় কারখানার ভেতরটা—মেশিন চলেছে, চাকা ঘুরছে। মেশিনম্যান ও মেকানিক্‌রা ইতস্তত চলাফেরা করছে। ঘূর্ণায়মান চাকার আশপাশ দিয়ে ফুল্‌কি উড়ছে আগুনের। পরিশ্রান্ত যন্ত্র থেকে থেকে ধোঁয়া উগ্‌রে দিচ্ছে সশব্দে। মেশিনের সঙ্গে তাল ঠুকতে ঠুকতে মানুষগুলোও হাঁপিয়ে উঠছে যেন। সঘন শ্বাস প্রশ্বাসে পাঁজরাগুলো তাদের ফুলে ফুলে উঠছে।

পাশেই দেখা যায় উঁচু একটা জায়গায়, সাহেবী পোশাক পরা উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী কারখানার শ্রমিকদের ওপর খবরদারী করছেন তর্জনী উঁচিয়ে। তিরস্কৃত শ্রমিকরা মেশিনের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের জামার ওপর বড় বড় ইস্পাতের হরফে 'ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ' নামটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে।

একটু পরেই গোটা যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রাটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শুধু ঘড়ির কাঁটার আন্দোলনে একঘেয়ে একটা টক্‌টক্ শব্দে বাজতে থাকে। পেছনের আলোগুলো ইতিমধ্যে গুটিয়ে নিয়ে সামনের সমস্ত আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ সেনের আপিসঘর। ফাইল ফোন ও খাতাপত্রে ঠাসা টেবিল সমুখ করে বসে আছেন মিঃ সেন ডেক-চেয়ারে আর কোম্পানীর সব কাগজপত্তর দেখছেন। ডাইনে বামে দরজার পর্দা ঠেলে মাঝে মাঝে ঢুকছেন কোটপ্যাণ্ট পরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দরকারী কাগজ ও বিল দেখিয়ে সই নিয়ে যাচ্ছেন মালিকের।

মিঃ সেন। Hullo Miss, I have'nt got the connection yet. No. Cal 32500···thank you.

(বেয়ারার প্রবেশ। ঘাড় নেড়ে slip অনুমোদন করলে বেয়ারার প্রস্থান)

(মিঃ রেবতী ঘোষের প্রবেশ)

[কর্মচারী মিঃ ঘোষ এসে মিঃ সেনের হাতে বড় এক সিট কাগজ দিল]

মিঃ সেন। (কাগজ দেখে) এ quotation cancel করতে হবে immediately, নয়তো order secure করবার কোন সম্ভাবনা নেই।···কী আশ্চর্য···silly! ভাবলে বেশী করে quotation ফেললেই বুঝি কোম্পানীর খুব স্বার্থ দেখা হল। Cancel করে দিতে বলুন এটা immediately. আবার নতুন করে quotation পাঠাতে হবে। এ কে, করেছে কে এটা, নিশ্চয়ই মুখুজ্জ্যে···আচ্ছা আপনিই বলুন তো যে এটা quotation হয়েছে না তার গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে। Insufferable ব্যাপার ঘটছে সব আপিসে। কী যে সব আপনাদের···

[কাগজসহ মিঃ ঘোষের প্রস্থান]

(রিং বাজতেই) Hullo, yes speaking! কে সরকার! আরে ভাই সে এক কাণ্ড···কেন! না না না! হ্যাঁ, তবে কথা হচ্ছে···হ্যাঁ না সে তো ঠিকই···না কক্ষনো না···আরে তাই কি পারে নাকি!··· ঐ রকম···কিছু না কিছু না···বলছিল! উঁ···আচ্ছা বলে দেব, আচ্ছা. আচ্ছা। তারপর হ্যাঁ শোন, immediately আমায় সাড়ে চার হাজার piece কম্বল ভাই তোমায় ব্যবস্থা করে দিতে হবে— হ্যাঁ হ্যাঁ any damn stuff হলেই চলবে। কুলীরা বড্ড জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। Contractএর কাজ, কুলী ভাগতে আরম্ভ করলে তো···বুঝতেই পারছ। হ্যাঁ···হ্যাঁ আর শোন, আমার কিছু

লণ্ঠন চাই। I mean হ্যারিকেন! Can you manage? কে…তোমার জামাইবাবু…বেশ তো তা হলে তো ভালই হল।… ঐ সাড়ে চার হাজারের মতই…ও ও…তাই নাকি!…জানতুমই না। যাক ভালই হল। তা আসছো তো আজ, সন্ধ্যাবেলা! আচ্ছা আচ্ছা, সাবিত্রী দেবী!…কথা তো আছে। হ্যাঁ কবি তো থাকবেই… আচ্ছা আচ্ছা many thanks, চিয়ারিও।

(রিং বাজাতেই বেয়ারার প্রবেশ)

বোলা লেয়াও।

(বেয়ারার প্রস্থান এবং নকড়ির প্রবেশ)

মিঃ সেন। এই যে নকড়ি, বোস।…ত্যাখ অজ্ঞাতকুলশীল ঐ সব বাজে পার্টি…

নকড়ি। না সে আপনি আর তার কি বলবেন মানে…

মিঃ সেন। না না কথাটা বলতে দাও আমায়।

নকড়ি। না তা সে আপনি বলুন, বলুন।

মিঃ সেন। তোমার ধারণা যে তুমি খুব একটা চালাক লোক, কেমন!

নকড়ি। না মানে কথা…

মিঃ সেন। মানে কথাটথা না, তুমি নিজেকে তাই ভাব। ভাব না!…যা হোক শোন।

নকড়ি। বলুন, বলুন।

মিঃ সেন। ঐ সব অচেনা অজানা পার্টির সঙ্গে খবরদার আর কখনও কোন রকম transaction করতে যেও না। দেখ, তুমি বেশী দালালি মার, that I don't grudge, কিন্তু ব্যবসাটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। সামান্য তিন টন নারকেল তেলের transaction করতে গিয়ে তুমি যে দেখছি কোম্পানী ফাঁসিয়ে

দেবে। গবর্নমেণ্ট কি ঘাস খায়! তোমাকে তো জেলে যেতেই হবে, মায় কর্তাকে ধরে টানাটানি করবে। খবরদার ঐ ধরনের লোক আর এনো না। কী কাণ্ড!…হ্যাঁ, আর শোন, গ্লিসারিন আর ব্লিচিং পাউডার…পাঁচ, পাঁচ টন,—মালটা আমি তোমার কাছেই বিক্রী করতে চাই। তারপর তুমি সে কাকে দেবে কি করবে, সে তুমি বুঝে দেখবে।…মালটা একটু দূরে আছে জানলে, সেখানে স্থানীয় কোন party পাও তো ভাল, আর টানা-হেঁচড়া যদি একান্ত করতেই হয় তো freight-চার্জ বাবদ, জানবে এ শুধু তোমার খাতিরেই, কিছু টাকা আমি ছাড় দিয়ে নিতেও রাজী আছি। But I must get the money immediately. এখন বল, নিতে পারবে তুমি মালটা?

নকড়ি। এক্ষুনি নেব। বাবা, দেব-দুর্লভ ধন—বাজার একেবারে গরম হয়ে আছে।

মিঃ সেন। রিসিট টিসিট কিন্তু কিচ্ছু দিতে পারব না।

নকড়ি। কিচ্ছু দরকার নেই,…ও সে আপনি মুখে বলেছেন এই যথেষ্ট।

মিঃ সেন। টাকা কিন্তু আমার আগাম চাই।

নকড়ি। এখন বলেন তো এখুনই দিই।

মিঃ সেন। না এখন মানে, তোমাকে বলে রাখলুম আগে থেকে, কর্তার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে তো। তবে সে কিছু না, একবারটি শুধু বলে নেয়া।

নকড়ি। তা আমি আসব কখন?—ফাইনাল একটা তো কিছু হল না।

(রিং বেজে উঠল)

মিঃ সেন। হ্যাঁ, তুমি আসবে, Just a minute...Hullo, yes speaking...না তিনি এখনও আসেননি।··· ঠিক বলতে পারি না। তবে চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ আপনি একবার রিং করতে পারেন।...না, আজকাল একটু কমই আসেন। আছেন, ভালই আছেন। আচ্ছা, আচ্ছা নমস্কার। (ফোন রেখে) হ্যাঁ তা হলে তুমি আসবে···এই সাড়ে চারটে নাগাদ একবার এস। কর্তার সঙ্গে ইতিমধ্যে একটু কথা কয়ে রাখি।

নকড়ি। সাড়ে চারটে, আচ্ছা!...সন্ধ্যের পর বাড়ীতে সময় হয় না!

মিঃ সেন। সন্ধ্যের পর বাড়ীতে ··

নকড়ি। আচ্ছা আমি সাড়ে চারটে নাগাদই আসবোখন।

মিঃ সেন। হ্যাঁ সন্ধ্যের পর আবার—তুমি সাড়ে চারটে নাগাদই এস। Positively.

নকড়ি। Positively.

(নকড়ির প্রস্থান ও গোপালের প্রবেশ)

গোপাল দাশগুপ্ত মিঃ সেনের সহপাঠী বন্ধু। পরনে খদ্দর, বগলে ব্যাগ—
দেশী বিদেশী publicationএ ঠাসা।

মিঃ সেন। (ভাল করে আগন্তুককে দেখে কৌতুকভরে হেসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে) বলছি বলছি···তুমি,—তোমার নাম—আচ্ছা দাঁড়াও —তোমার নাম হৃষিকেশ, না?

গোপাল। আজ্ঞে না, আমার নাম গোপাল। গোপাল দাশগুপ্ত।

মিঃ সেন। গোপাল গোপাল। আমি হৃষিকেশ বলছি। যা হোক ঐ এক কথাই হল। বস···

গোপাল। হ্যাঁ হৃষিকেশও আমাদের সঙ্গে পড়ত। ঐ একসঙ্গেই আমরা ঘুরতাম টুরতাম!

মিঃ সেন। জানি জানি, চিনেছি আমি তোমায় ঠিকই তবে,...দেখ কত বচ্ছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

গোপাল। না খুব বেশী দিন আর কি এমন! তবে তোমার পক্ষে এখন ভুলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক...মস্ত বড় লোক হয়ে গেছ এখন... দেশেরই বড় বড় নেতাদের সঙ্গে খবরের কাগজে ছবি বেরুচ্ছে!

মিঃ সেন। কি রকম!

গোপাল। হ্যাঁ দেখলুম দিশি কাগজগুলো সব সেদিন বেশ ফলাও করে ছেপেছে। একেবারে পাশাপাশি কাঁধে হাত দিয়ে...

মিঃ সেন। কেন তোমার ভাল লাগেনি?

গোপাল। আরে ছি সেই কথাই তো বলছি, গর্বের কথা। খারাপ লাগবে তুমি বলছো কি হে! কজনের সে সৌভাগ্য হয়! টাকা তো অনেকেরই আছে!

মিঃ সেন। You did like it then!

গোপাল। Of course, সেই দেখেই তো এলাম।—কত বড় লোক হয়ে গেছ আজকাল...

মিঃ সেন। কত বড়লোক না,—যাকৃগে তারপর আছ কেমন? কলকাতাতেই থাক, না আর কোথাও···

গোপাল। না এখানেই আছি।

মিঃ সেন। কোথায়?

গোপাল। সেই মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, পিসিমার বাড়ী। মনে পড়ে তোমার পিসিমার কথা।—সেই ফরাসের ওপর বসে আম-তেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া—

মিঃ সেন। আম-তেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া?...বহুদিনের কথা হয়ে গেল কিন্তু...

গোপাল। না বহুদিন আর এমন কি, এই তো বছর তিন-চারেকের কথা।—আচ্ছা কমলার কথা মনে পড়ে? পিসিমার মেয়ে কমলা! উচ্ছ্বাসের মাথায় যাকে একদিন তুমি বলেছিলে ভালবাসি। মনে পড়ে?

মিঃ সেন। ভালবাসি! আমি বলেছিলাম?

গোপাল। জানি না এখন কি বলেছিলে তুমি তাকে। সে কিন্তু বিশ্বাস করেছিল। অনেক দিন অনেক ছলে সে আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে—কোথায় থাকে, কি করে,—একবারটি দেখা হয় না হেমেনদার সঙ্গে ইত্যাদি—মেয়েদের যা হয় আর কি! যাকগে সে সব কথা তোমার হয়ত আজ মনেও নেই। তা সম্প্রতি বিয়ে হয়ে গেল কমলার। সে কিছুতেই করবে না, শেষ কালে আমিই এক রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে...

মিঃ সেন। হ্যাঁ এইবার মনে পড়েছে, মনে পড়েছে,—কমলা, কমলা···that কমলা...

গোপাল। মনে পড়েছে।...ভাল, আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না যে এতক্ষণ তুমি ভুলেছিলে কি করে? যা হোক—

মিঃ সেন। না দেখ মানে কম দিনের কথা হল না তো! আর কত দিন out of touch—

গোপাল। যত দিনেরই কথা হোক, দেখ হেমেন—(সমঝে গিয়ে) কি বলছি!

মিঃ সেন। কি হল!

গোপাল। না মানে—তোমার সময় নষ্ট করছি না তো?

মিঃ সেন। আরে কিছু না কিছু না! কী আশ্চর্য। এত দিন পরে এলে। চা খাও?

গোপাল। তা খাই।

মিঃ সেন। খাও! (কলিং বেল টিপল)

(বেয়ারার প্রবেশ)

এক পট চা দিয়ে যেতে বল।

[বেয়ারার প্রস্থান]

সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট নিজে নিয়ে কেসটা গোপালের সামনে খুলে ধরল

হুঁ তারপর!

(জনৈক অফিসার উঁকি দেন। হাতে কতকগুলো বিল)

কে! কি, আসুন না!

অফিসার। এই কতকগুলো বিল পাশ করাবার ছিল।

মিঃ সেন। দেখি (বিলগুলো দেখে) আচ্ছা যান আপনি, আমি sign করে পাঠিয়ে দিচ্ছি—এ সবগুলো কি আজকেই পাশ করতে হবে? এটা?...Malcolm কোম্পানীর বিলটা? তারপর গুপ্ত দত্ত? আর পাটকেলওয়ালা খাণ্ডেলওয়ালা কোম্পানীর বিলগুলো? রেবতীবাবু কি বললেন, পাশ করতে হবে?

অফিসার। উনি তো আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

মিঃ সেন। আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আচ্ছা আমি রেবতীবাবুর সঙ্গে কথা কইছি।...আপনি যান আমি পাঠিয়ে দেবখন।

[অফিসারের প্রস্থান]

(বিলগুলো ভাল করে দেখে নম্বর টিপে ঘুরিয়ে phone তুললেন) রেবতীবাবু! যে বিলগুলো পাঠিয়েছেন তার সবগুলোই কি আজ পাশ করতে হবে, না, হ্যাঁ, due over হয়ে গেছে? (হাত ঘড়ি দেখে) না আজ তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে! ও—ও, আচ্ছা

Malcolm কোম্পানীর বিলটা আমি পাশ করে দিচ্ছি, কিন্তু গুপ্ত দত্তকে আপনি বলে দেবেন যে অত prompt আমরা আর হতে পারব না। They must wait more. আর খাণ্ডেলওয়ালা? এটাও দিতে বলছেন! ও, উ উ, I know, I know, বলেছেন! আচ্ছা এবারটা দিয়ে দিন তা হলে!...আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(ফোন রেখে sign করতে করতে)

তারপর গোপাল, চুপ করে রইলে বলো কিছু, কি হে!

(কলিং বেল বাজাতেই বেয়ারার প্রবেশ)

Accounts.

[বেয়ারার প্রস্থান]

গোপাল। Certainly I am disturbing you.

মিঃ সেন। কিছু না কিছু না। কী আশ্চর্য! আরে এ রকম ব্যস্ত আমায় থাকতেই হয়।

গোপাল। খুব কাজ, না?

মিঃ সেন! হ্যাঁ তা কাজ তো করতেই হয়।—কাজ না করলে...তা যাকগে এইবার তোমার কথা বল।

গোপাল। আমার কথা মানে—সংক্ষেপেই বলছি।

মিঃ সেন। বেশ।

গোপাল। জান না নিশ্চয়ই, আমি বইয়ের business করছি—mostly foreign publications, অবিশ্যি আরম্ভ করেছি এই কিছুদিন হল...

মিঃ সেন। আচ্ছা!

গোপাল। Modern foreign literature, I mean fiction

বলতে যা কিছু, তারপর তোমার books on criticism, up to date anthology, এ ছাড়া works of great literateurs—Shelley, Keats, Byron, Shakespeare, Ibsen, Shaw. তারপর Politics, Sociology, Popular Science, Economics ও Historyর ওপরেও আধুনিক নামকরা লেখকদের ভাল ভাল বই আমি রাখি।

মিঃ সেন। বটে!

গোপাল। দেখ না catalogueখানা। দেখলেই বুঝতে পারবে।

মিঃ সেন। (বইটা হাতে নিয়ে) That's all right কিন্তু what do you want me to do?

গোপাল। Well you can choose for yourself, দেশের সব গণ্যমান্য নেতাদের সঙ্গে মিশছ, নিশ্চয়ই অনেক up to-date information রাখতে হয় তোমাদের। You will need them.

মিঃ সেন। বই অবিশ্যি দেখলেই কেনবার সখ হয়, কিন্তু ভাই already যা কিনে ফেলেছি তাই তো পড়ে উঠতে পারছি না।

গোপাল। আজ না পড় দু দিন পরে পড়বে। বই যাদের কেনা regular অভ্যেস তারা আর পড়ে উঠতে পারে সত্যিকারের কখানা বই বলো! Mostly যে আন্দাজে কেনে লোকে বই, পড়ে তার চাইতে ঢের কম, এ তোমার হয়ই।

মিঃ সেন। দূর, এত পড়বার আমার এখন সময় কোথায়!

গোপাল। আহা পড়তে তো তোমাদের হয়ই, পড়বে, পরে পড়বে।

মিঃ সেন। আর তা ছাড়া I have a heap of such stuff in my study. Actually বাড়ীতে বই রাখবারই আমার আর জায়গা

নেই, believe me. আর তারপর শুধু শুধু কিনেই বা করব কি বলো ? পড়তে তো আর পারব না!

গোপাল। কেন ?

মিঃ সেন। সময় কোথায় ভাই, মোটে সময় পাই না।...অবিশ্যি তুমি এসেছ, I must not dishearten you, তবে তোমাকে ভাই একটা অনুরোধ করব।

গোপাল। কি রকম ?

মিঃ সেন। Of course you must not mind for taking that trouble.

গোপাল। না mind মানে কি বলছ আমি একদম বুঝতে পারছি না।

মিঃ সেন। বলছি, আচ্ছা কম পক্ষে কত টাকার বই আমি কিনব তুমি expect করে এসেছ, বলো।

গোপাল। Expect মানে...

মিঃ সেন। না মোটামুটি একটা ভেবে এসেছ তো তুমি, যে এই বইগুলো হেমেনকে গছাতে হবে। বলো না, frankly বলো না!

গোপাল। সে তুমি যেমন select করবে তেমনি তার...

মিঃ সেন। আরে দুত্তোর কলা নিকুচি করেছে তোমার selection-এর, সময় কোথায়! বললুম না তোমায় ?

গোপাল। তা হলে—

মিঃ সেন। তা হলে এসেছ যখন য়্যাদ্দিন পর তখন শুধু হাতে নিশ্চয়ই আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব না। (চেক কেটে) এই নাও,—খুশি তো ?

গোপাল। তুমি আমায় অপমান করছ হেমেন।

মিঃ সেন। আরে কী আশ্চর্য!

গোপাল। আমি তো তোমার কাছে সাহায্য চাইতে আসিনি।

মিঃ সেন। কী মুশকিল, সাহায্য বলে কি আমিই তোমায় টাকা দিচ্ছি! ...বেশ তো, বই দেবে তো আমার নাম করে তুমি যে কোন একটা Public Libraryতে দুশো টাকার বই দিয়ে দিও। হল তো?

গোপাল। থাক ভাই, যথেষ্ট হয়েছে। আমার ভুল হয়েছে তোমার কাছে বই বিক্রী করতে আসা।

মিঃ সেন। তুমি আমায় ভুল বুঝছ গোপাল।

গোপাল। ভুল বুঝছি, না! সবাই তোমায় ভুলই বুঝে গেল। চমৎকার যুক্তি!

মিঃ সেন। মেয়েদের মত অভিমান করে বেশ তো কথা বলতে পার তুমি গোপাল।

গোপাল। হেমেন!

মিঃ সেন। চেকটা না নিয়ে খুব ভুল করলে গোপাল।

গোপাল। তোমার চেক্...

মিঃ সেন। খুব রাগ হচ্ছে, না! হুঁঃ...ঐ রকম হয়। চেক যারা কাটে, তাদের ওপর চেক যারা কাটতে পারে না—তাদের খুব রাগ।...দুর তুমি দেখছি কিচ্ছু শেখনি। বই বুঝি শুধু বেচই, পড় না একখানাও।

গোপাল। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেব না।

মিঃ সেন। মিথ্যে ঐ দেমাকটুকু না থাকলে বাঁচবে কিসের জোরে। I appreciate your indignation Gopal!

গোপাল। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

মিঃ সেন। Oh, so kind of you.

গোপাল। তুমি যে এতটা ইতর...

মিঃ সেন। চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না! ঐ রকম হয়, কিন্তু দাঁত কটাই যে ভাই তোমার ভেঙে যাবে কড়মড়িতে।

গোপাল। থাক আর বাকবৈদগ্ধ দেখাতে হবে না তোমায়। তোমার মত...

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায় মিঃ সেন। চেকটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে।

[গোপালের প্রস্থান]

(সিগারেট ধরিয়ে একটু ঝিম ধরে বসে থেকে নম্বর ঘুরিয়ে ফোন তোলে মিঃ সেন) Accounts, রেবতীবাবু। শুনুন, নকড়ির টাকাটা আপনি Loan Accountsএ জমা করে নেবেন as usual, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ—হ্যাঁ—কত? ত্রিশ হাজার? হ্যাঁ, ম্যানোয়ারী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন,...আচ্ছা that's all right then. আচ্ছা... আচ্ছা।

সাহেবী পোশাক পরা জনৈক এজেণ্টের প্রবেশ।

হাতে পোর্ট ফোলিও

মিঃ সেন। এই যে, আসুন, আসুন, বসুন।

এজেণ্ট। ভাল আছেন?

মিঃ সেন। এই, তারপর বম্বে থেকে ফিরলেন কবে?

এজেণ্ট। পরশু। আবার দিল্লী যেতে হল।

মিঃ সেন। আবার দিল্লী কেন?

এজেণ্ট। গোলমাল তো এখনও মেটেনি।

মিঃ সেন। এখনও চলছে গোলমাল?

এজেণ্ট। এবারে মিটবে মনে হয়। Deputy Director of Taxation Officeএ খুব তো একচোট হৈ-চৈ করে এলাম। আশা করি হয়ে যাবে এবার।...আর হয়েছে সব গদাইলস্করি ব্যাপার!

মিঃ সেন। তা যা বলেছেন!

এজেণ্ট। (কতকগুলো টাইপ-করা ও ছাপা কাগজ এগিয়ে দিল)—দেখেছেন নাকি ?

মিঃ সেন। কি ব্যাপার···(কাগজগুলো দেখে) এ তো আমি নিইছি already.

এজেণ্ট। নিয়েছেন! বেশ ভাল···একেবারে নতুন স্কীম।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, আর experiment না করলে চলবে কি করে এখন। ঐ জন্যেই তো নিলুম। তা সয়াবাবু আবার এখন আমায় ডিরেক্টরস্ বোর্ডে যেতে বলছেন···ঐটেই আমার ইচ্ছে নেই।

এজেণ্ট। কেন, ঢুকে পড়ুন না। আপনারা না ঢুকলে···

মিঃ সেন। বুঝি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারব কি? আপনি তো জানেন নামকা-ওয়াস্তে আমি ডিরেক্টরস্ বোর্ডে থাকতে পারব না, থাকলে ভীষণ হৈ-চৈ করব। এখন এদিক ওদিক সব সামলে আবার নতুন একটা ব্যাপারে মাথা গলাব—পেরে উঠব কি? সেই কথাই ভাবছি।

এজেণ্ট। ও খুব পারবেন, খুব হবে। তেমন একটা কিছু না করতে পারেন, অন্তত মিটিঙগুলোতে attend করলেও তো জিনিসটা হাতে থাকে; নয়তো সব যে ভাটিয়া পার্শী আর সিন্ধীদের হাতে চলে গেল; বুঝতে পারছেন না?

মিঃ সেন। তা ঠিক। আচ্ছা দেখি কি করি, এখনও ঠিক করে বলতে পারি না কিছু।

এজেণ্ট। (উঠে পড়ে) ঢুকুন ঢুকুন। আপনারা পাঁচজন ঢুকলে দেশেরও একটা ভবিষ্যৎ থাকে···

মিঃ সেন। আপনি উঠছেন?

এজেণ্ট। হ্যাঁ, একটু ঘোরাঘুরি আছে। ঐ জন্মেই এসেছিলাম। ভাবছিলুম···তা already নিয়ে ফেলেছেন, বেশ ভালই করেছেন।

মিঃ সেন। হ্যাঁ নিলুম···

এজেণ্ট। না, ভাল কাজ করেছেন···দর দেখেছেন এর মধ্যেই।

মিঃ সেন। বেশ ভাল দর উঠছে।

এজেণ্ট। আচ্ছা···

মিঃ সেন। আচ্ছা···তারপর চুনের খবর কি? আপনার চুন?

এজেণ্ট। চুন···নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

মিঃ সেন। Fiftytwo, I mean fiftytwo, two.

এজেণ্ট। আজকের দর?

মিঃ সেন। আজকের দর।

এজেণ্ট। একটু একটু করে আবার উঠতে আরম্ভ করেছে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ তা উঠছে, কিন্তু সে আপনার কোথায় সেভেনটি টু, আর কোথায় ফিফ্‌টি টু—heaven and hell difference.

এজেণ্ট। হ্যাঁ, সে দর উঠতে আপনার এখন···সয়াবাবু তো হাত কামড়াচ্ছেন।

মিঃ সেন। তা···কামড়াতেই পারেন। তবু বাঙালী brain, তাই এখনও চুপচাপ আছেন। পাটকেলওয়ালা তো হন্যে শ্যালের মত ছুটে বেড়াচ্ছে শহরময়। এসেছিল কাল আমার এখানে···বলে কি না বাবুজী আপ সব লে লিজিয়ে···বুঝুন কাণ্ড, হুঁঃ, আর সয়াবাবু তো··· বহুৎ জবরদস্ত লোক বলতে হবে সয়াবাবু।

এজেণ্ট। ওঃ, বহুৎ খুব! ···আচ্ছা চলি।

মিঃ সেন। আচ্ছা ভাই।

[এজেণ্টের প্রস্থান]

বন্ধু মিঃ সরকারের প্রবেশ

পরনে স্যুট—ফর্সা নাদুস নুদুস চেহারা—চোখে রিমলেশ্‌

মিঃ সেন। এই যে, এস এস, বস।

তারপর সরকার সাব… …খবর কি বল!

(সিগারেট কেস খুলে ধরে)

সরকার। আরে খবর তো সব তোমাদের। আমার আর খবর কি?

মিঃ সেন। কি রকম?

সরকার। (সুর ভাঁজে) ই-রি-রি-রি-রি! সাবিত্রী দেবী আসবেন না?

মিঃ সেন। উঃ, খুব যে…

সরকার। কেন?

মিঃ সেন। (ফোন তুলে) দেখি, একবার ring করি। দেরী করে কেন বুঝতে পারি না।

সরকার। ছটা তো বাজল।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, এসে তো…PK. 30990 please! Thank you! এর ভেতরে তো এসে যাওয়া উচিত।…বাড়ীতে আবার ring করা মানে, বুঝতেই পাচ্ছ—সুচিত্রার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতেই হবে।…Hullo, yes, কে সুচিত্রা, তারপর……কে আমি, কটার মধ্যে যাচ্ছ…সাতটা, না তা হলে তুমি একাই যাও। আমি, আমার পক্ষে সাতটার মধ্যে manage করা অসম্ভব! বুঝলাম কিন্তু, সুচিত্রা!—শোন, কবিকে একবার ডেকে দিও তো!… সরকারকে বললাম, বাপের বাড়ী যাচ্ছেন, এখন চল আর কি সঙ্গে সঙ্গে। Insufferable ব্যাপার সব।

সরকার। তা কি, বিয়ে করা বউ, বলতেই পারে।

মিঃ সেন। বলতেই পারে!

সরকার। তবে! আর তারপর সবে Rangoon থেকে ফিরেছে, এখন তো হবেই একটু বাপের বাড়ীমুখো…

মিঃ সেন। না, তা হোক, বাপের বাড়ীই যাক, আর যে চুলোয়ই যাক—আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন!…Hullo, কে কবি! বাঃ, বাজলো কটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি!…কে, সাবিত্রী দেবী…তুমি বল সাবিত্রী দেবীকে। পৌনে ছটার মধ্যে তোমাদের এখানে আসবার কথা নয়!…কি, গাড়ী, সুচিত্রা তো সাতটা নাগাদ যাবে শুনলুম। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, তা বেশ তো…শোন, যদি অসুবিধে বোঝ তো I can send you my car, কি! দরকার হবে না! Any way try to come immediately. We are waiting for you. কি, সে এসে দেখবে…আছেন, অনেকেই আছেন…চট্‌পট্‌ এস, কেমন! (ফোন রেখে দেয়)

বেচারী, ঐ স্ত্রীকে manage করা কি কবির মত লোকের সাধ্যি।

সরকার। স্ত্রী মাত্রেই, I mean স্ত্রীলোক, দেখবে unmanageable. This is the conscientious report that I have ever gathered from persons who have been married upto June, 1947. আমার অবিশ্যি ব্যক্তিগত কোন experience নেই।

মিঃ সেন। বেঁচে গেছ ভাই। বেঁচে গেছ।

সরকার। ওঃ, বলে…

(মিঃ সেন calling bell টিপতেই বেয়ারা এল)

মিঃ সেন। দো গিলাশ লাও।

গ্লাশ ও বিয়ারের বোতল রেখে গেল। মিঃ সেন নিজের ও সরকারের গ্লাশে ঢেলে দিলেন

সরকার। কবি কিন্তু যাই বল husband হিসেবে একটা failure...
They are so unlike in nature. বিয়েটা কি প্রেমিক ?

মিঃ সেন। শুনি তো! তবে এখন সে প্রেম ফ্রেম সব উবে গেছে। আর তা ছাড়া কবি হচ্ছে এক ঢঙের মানুষ—essentially a poet—ওঃ, রেঙ্গুনে যখন প্রথম দেখা হয়...

সরকার। রেঙ্গুনেই বুঝি প্রথম পরিচয় তোমার সঙ্গে !

মিঃ সেন। আরে না, কবি হচ্ছে আমার college life-এর বন্ধু, একসঙ্গে পড়তাম আমরা। সে আজ পনের বছর আগেকার কথা। তারপর যে যার মত ছিটকে পড়ি, দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এই পনের বছরের মধ্যে। হ্যাঁ, তবে কার মুখে যেন শুনেছিলাম কবি ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত গেছে—একখানা চিঠিও বুঝি লিখেছিল বিলেত থেকে—সাত আট বছর আগেকার কথা, ভাল করে আমার এখন মনেও নেই—এই, তারপর কেউ কারো হদিস রাখিনি। Practically we totally forgot each other...বুঝলে, তারপর হঠাৎ তোমার 'Forty one এর November'এ রেঙ্গুনে। রাত্তির দুটোর সময় হঠাৎ একদিন আমার চাকরটা ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললে, একজন বাঙালীবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমি তো শুনে বেশ একটু আশ্চর্যই হলাম। রাত দুটোর সময় বাঙালীবাবু—ডাকাত টাকাত নয় তো! এদিকে কৌতুহলেরও অন্ত নেই। যাই হোক, বাঙালীবাবুর কথা শুনে পরিণাম না ভেবেই আমি তো ডেকে নিয়ে আসতে বললুম ভেতরে—কে আর ওঠে শীতের মধ্যে।—অপেক্ষা করছি, এখন একটু পরেই দেখি স্যুটপরা এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত, সঙ্গে অনিন্দ্যসুন্দরী একটি স্ত্রীলোক—I mean this Savitri—she was looking so exqui-

site then. লোকটা বললে, আমি আরাকান যাচ্ছি—তা মেয়েটিকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই—এখানে তো বাঙালী এখন তেমন নেই, আর তা ছাড়া হাজার খানেক টাকা আমায় আপনি দেবেন এক্ষুনি—she will pay you back by next week. And this in one breath—হুড় হুড় করে বলে গেল লোকটা। শুনে আমি তো একটু ঘাবড়েই গেলুম, এ আবার কী নতুন ফ্যাসাদে পড়লুম রে বাবা—blackmail করছে না তো! মেয়েটা থাকবে, আবার হাজার খানেক টাকা ধার—সমস্ত জিনিসটাই খুব conspiring মনে হতে লাগল আমার কাছে।—কি করি!—উঠলাম, বললুম, বড্ড শীত, আগে একটু কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন—এখনি তো আর আপনি আরাকান যাচ্ছেন না! এই, এখন কফির নাম শুনতেই মেয়েটা দেখি খুশিতে টগ্‌বগিয়ে উঠল—বলল you can give us something to eat also, we are hungry—ছেলেটা মেয়েটার কথায় ঠিক ক্ষুণ্ণ হল কিনা বুঝতে পারলাম না। বললুম, তা বেশ তো, এর জন্যে আর···এতক্ষণে লোকটাকে আমার faintly চেনা চেনা মনে হতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, কোথায় যেন দেখে থাকতে পারি লোকটাকে।

সরকার। পাঠ্যজীবনের অত সৌহার্দ্য সত্ত্বেও মনেই এল না তোমার লোকটাকে?

মিঃ সেন। কি করে হবে, একগাল দাঁড়ি গোঁফ, sea-pirateদের মত চোস্ত চেহারা—তারপর কতদিন কেটেছে, এখন সেইই কবি যে এই কবি—এ একেবারে অসম্ভব কল্পনা করা—

কথাবার্তা, চালচলন সবই তো বদ্‌লে গেছে কি না?

সরকার। Any way, তারপর।

মিঃ সেন। তারপর খাওয়া দাওয়ার পর ওদের তো বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিলাম। রাত্তিরে আর বিশেষ কোন কথাবার্তাই হল না। পরদিন···সকালবেলা চায়ের টেবিলে·· কথায় কথায় সব কথা উঠে পড়ল—চেনা পরিচয় সবই হল—জানলাম কবি বিয়ে করেছে মেয়েটিকে—Burma domiciled Hindu Bengali girl, fairly educated—সিঙ্গাপুরে বাপের কাঠের কারবার ছিল—কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে পারেননি বলে—They have been the victims of Scorched Earth Policy. আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায়নি তাদের সেই থেকে! কবি তখন সিঙ্গাপুরে —মেয়েটিকে কোনমতে উদ্ধার করে রেঙ্গুনে নিয়ে আসে। Then the story gets an easy run—they loved and lived.

সরকার। এখনও কি সম্বন্ধটা তেমনি sacred আছে।

মিঃ সেন। Oh yes, they are husband and wife.

সরকার। Minus the love between them.

মিঃ সেন। How do you know that?

সরকার। আরে বাবা, যাকগে···any way, Savitri is fine. আচ্ছা—সেদিন টাকা নেওয়াটা কি অন্যায় হয়েছে আমার পক্ষে।

মিঃ সেন। না, টাকা ধার দিয়েছিলে, টাকা ফেরৎ নেবে—এর ভেতরে অন্যায়টা কি আছে।···অবিশ্যি ওদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ··· Practically I had to pay for her.

সরকার। তাই নাকি! কৈ বলনি তো তুমি একথা আমায়!

মিঃ সেন। আমার কি বলবার থাকতে পারে।

সরকার। ছি ছি ছি ছি, আগে জানলে চাইতাম না আমি টাকা সাবিত্রী দেবীর কাছে।

মিঃ সেন। যাগগে যা হয়েছে হয়েছে—এই নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না—জিনিসটা মোটেই ভাল দেখায় না—

সরকার। না সত্যি, সেদিন যেমন টাকাগুলো টিপে টিপে গুনে দিলেন সাবিত্রী দেবী আমাকে···আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম !

মিঃ সেন। যা করেছ ভালই করেছ। সাবিত্রীকে oblige করবার আরও খানিকটা scope দিলে তুমি আমায়।

সরকার। আর আমার সম্পর্কে সাবিত্রী দেবী কি ভাবলেন বল তো !

মিঃ সেন। যাই ভাবুন না কেন—You have got back the money you love.

সরকার। মানে !

(সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করতে করতে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে)

মিঃ সেন। আরে, চললে কোথায়—

সরকার। দাঁড়াও আসছি। Just a few minutes !

[প্রস্থান]

(কর্মচারী ঈশ্বর পণ্ডিতের প্রবেশ)

মিঃ সেন। (খাতা থেকে মুখ তুলে) হুঁ, তারপর এই যে পণ্ডিত।

ঈশ্বর। আজ্ঞে—

মিঃ সেন। আজ্ঞে না, বস তোমার সঙ্গে আমার মোকাবিলা করতে হবে কয়েকটা বিষয়ে।

ঈশ্বর। আমার সঙ্গে !

মিঃ সেন। হ্যাঁ বস, আপত্তি আছে ?

ঈশ্বর। কি যে বলেন।

মিঃ সেন। না যা আজকাল শুনতে পাচ্ছি সব তোমার নামে !

ঈশ্বর। মন্দ লোক অনেক কথা বলে।

মিঃ সেন। মন্দ লোকে, না! জগতশুদ্ধ লোক মন্দ হয়ে গেছে আর তুমিই যা আছ একমাত্র সাচ্চা লোক, কেমন?

ঈশ্বর। জগতশুদ্ধ লোক আমায় মন্দ বলছে! তা যদি বলে তো নিশ্চয়ই আমি মন্দ, কিন্তু ঠিক ঠিক বলছে কি!

মিঃ সেন। তোমার কি ধারণা!

ঈশ্বর। আমি তো জানি, অবিশ্যি জগতশুদ্ধ লোকের কথা বলতে পারব না, বহু লোকের আমার সম্বন্ধে মোটামুটি ভাল ধারণাই আছে। অনেক সময় এই পোড়া কানেই তারা বলছে শুনি পণ্ডিতের মত লোক হয় না। তা···বেশী কথা কি, আপনিই বলুন না···লোক কি আমি খারাপ?

মিঃ সেন। খারাপ তুমি ছিলে না,···হচ্চো।

ঈশ্বর। হচ্চো, হইনি তো এখনও।

মিঃ সেন। বড় বাকীও নেই।

ঈশ্বর। আপনি বলছেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ বলছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি।

ঈশ্বর। বলতে পাবেন। আপনি মালিক।

মিঃ সেন। না ও মালিক টালিকের কথা নয় পণ্ডিত। বড়কর্তার মত কর্মচারীদের ওপর আমি সে মালিকানার দেমাক দেখাই না। আসল কথা হচ্ছে কোম্পানী। কোম্পানীর চাইতে আমার কাছে কেউই বড় নয়। কারণ তুমি মালিকই বল আর শ্রমিকই বল— কোম্পানী না টিঁকলে কেউই টিঁকতে পারে না।

ঈশ্বর। সে তো অবশ্যই।

মিঃ সেন। কি অবশ্যই। এখন তো বলছ অবশ্যই কিন্তু কথাটা হয়ত একটু রূঢ়ই শোনাবে, সত্যি করে বল তো কজন কর্মচারী এই কোম্পানীর মঙ্গল চায়?

ঈশ্বর। কেন, আমি তো জানি প্রত্যেকেই চায়। চায়, কারণ রুজীর সম্বন্ধ রয়েছে যে।

মিঃ সেন। প্রত্যেকেই চায়, না! আর সেই জন্যেই বুঝি কোম্পানীর এই দুর্দিনে মায় মাগ্‌গী ভাতার টাকাটা পর্যন্ত মাইনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার জন্যে তোমরা জেদ্ ধরেছ? হুঁঃ! আরে বাবা কোম্পানীর যদি সেই অবস্থাই থাকত তো বলতে হত না তোমাদের, এমনিই পেতে। কেন, পাওনি? পঞ্চাশ সনের মন্বন্তরে এক এই বাংলা দেশেই কমসে কম তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরে গেছে। কেউ বলতে পারে ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর একটা মুদ্দাফরাস, মরে যাওয়া তো দূরের কথা, এক বেলা না খেয়ে থেকেছে? দিয়েছে কোম্পানী তোমাদের সেই দুর্দিনে, দেয়নি! চাল বল, ডাল বল, নুন বল, তেল বল, এমন কি অনেক ভদ্দরলোক পর্যন্ত মাথা কোটাকুটি করে যে সব জিনিসের হদিস্ পায়নি, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী না চাইতেই সেই সব দুর্মূল্য জিনিস কোম্পানীর প্রত্যেকটি মজুরের হাতে খুঁশি হয়ে তুলে দিয়েছে। নাকি বল দেয়নি?

ঈশ্বর। না সে তো বলছিই বলি—

মিঃ সেন। কই বলছ, 'বলছি'! তাই যদি বলবে তো এই বুঝি তার প্রতিদান। চোখ রাঙিয়ে বলছ ভাতার টাকা মাইনের সঙ্গে যোগ দিলে কি থাকলাম, আর নয় তো দিলাম তুড়ে তোমার কোম্পানী, ছিঃ! দেখ নুন খাবার পরও যে গুণ গায় না, তাকে এক কথায় নেমকহারামই বলে। তোমরা সব নেমক্‌হারাম।

ঈশ্বর। তা আমাকে এখানে একলা ডেকে এনে এসব কথা শোনাচ্ছেন কেন! ইউনিয়নকে বলুন না!

মিঃ সেন। কিসের ইউনিয়ন? মানি না আমি তোমাদের ঐ ইউনিয়ন। ইউনিয়ন! Cheek!

ঈশ্বর। আপনি মিথ্যেমিথ্যি চটছেন।

মিঃ সেন। মিথ্যে কি সত্যি—আমি পারি সব তোমাদের একবার দেখিয়ে দিতে, জানলে পণ্ডিত! শুধু…নিজের কথাটাই ভাব না কেন। দু বছর আগে, মনে পড়ে! মরতে তো বসেছিলে মাগ-ছেলেপুলে নিয়ে,…কী খেয়ে বাঁচতে য়্যাদ্দিন যদি এই কোম্পানী না থাকত। আজ বলছ তুমি ইউনিয়ন, শ্রমিক-স্বার্থ, সব বড় বড় কথা।

ঈশ্বর। তা সে কোম্পানী তো বাঁচিয়েছেই আমি বলছি।

মিঃ সেন। বলছি আর এই বুঝি তার নমুনা! ছিঃ, শেষকালে ঈশ্বর তুমি আপনার লোক হয়ে যে এই রকম করবে…হেডমিস্ত্রী বলে সাধারণ কারিগরদের ওপর তুমি ইউনিয়নের কথা বলে হামলা কর।—

ঈশ্বর। ইউনিয়নের কথা বলে আমি হামলা করি?

মিঃ সেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কি কর আর না কর তার প্রত্যেকটা খবরই আমার কানে এসে পৌঁছয়, সে আর তোমায় বলতে হবে না; এখন কথা হচ্ছে যে কে তোমাকে এই কারখানার হেডমিস্ত্রী করে দিলে, ইউনিয়ন? না এই হেমেন সেন? তাই বলি এই যুগে লোকের কক্ষনো ভাল করতে নেই। কেউ তার মর্যাদা রাখে না। হ্যাঁ বুঝতাম খুব অসুবিধেয় রেখেছে কোম্পানী, নিজেরা টাকা করছে আর তোমাদের সব না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে, তখন বলতে পারতে।

ঈশ্বর। আমরা কিন্তু সত্যিই শুকিয়ে মরছি।

মিঃ সেন। কি শুকিয়ে মরছি, তুমি শুকোচ্ছো?

ঈশ্বর। হ্যাঁ তা কিছুটা তো—

মিঃ সেন। কই—এ কথা তো বলনি তুমি আমায় কস্মিন কালে।

ঈশ্বর। আমি তো একলাই নই, আমার মত আরো অনেকে··

মিঃ সেন। আাখ পণ্ডিত, মিথ্যেমিথ্যি ঐ শেখানো বুলিগুলো আর কপচো না—আমার মত অনেকেই। ভাবছো খুব একটা বিশ্ব-প্রেমের কথা বলছ। আরে বাবা সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে ঐ বৈষম্যটা রয়েছে। দুটো আঙুল পর্যন্ত কারো এক নয়। তুমি তো ভারী বলছ···আাখ বড় বড় কথা আউড়ো না বুঝলে পণ্ডিত!···আমার মত অনেকেই—কথা বলে বেশ। হুঁঃ, যাক গে, তারপর আছো কোথায় আজকাল?

ঈশ্বর। সেই গলির মধ্যেই।

মিঃ সেন। গলি,—ও সেই যে গিয়েছিলাম একদিন রাত করে! ওফস্! সে কী ঘিঞ্জি···

ঈশ্বর। হ্যাঁ তা একটু ঘিঞ্জিই বটে।

মিঃ সেন। থাক কি করে ওর ভেতরে?

ঈশ্বর। আমিও ভাবি মাঝে মাঝে কথাটা।

মিঃ সেন। কেন তুমি আমাদের কারখানার ভেতরের একটা ঘরে থাকতে পারো না! দু-চারখানা ঘর তো দেখি এমনিই খালি পড়ে থাকে। হয় না সুবিধে?

ঈশ্বর। না সে তো হয়ই, তবে আমি তো একলাই নই, আর পাঁচজনা—

মিঃ সেন। আঃ, দেখ ঈশ্বর, ঐ আর পাঁচজনার কথা ছাড়, বুঝলে! আর পাঁচজনা! দেখছ নিজেরই দাঁড়াবার জায়গা নেই। কী বিশ্বপ্রেম রে বাবা। কোন মানে হয়! যা বল্‌লাম তাই কর। আর অত advance নাও কেন! মাস গেলে তিন টাকা সাড়ে সাত আনা, এক টাকা ছ পয়সা মাইনে পাও, ব্যাপারটা কি?

ঈশ্বর। ব্যাপার খুব স্পষ্ট। যা রোজগার করি তাতে করে সংসার চলে না।

মিঃ সেন। কই সংসার চলে না, এ সব কথা তুমি তো কক্ষনো বলনি আমায় ?

ঈশ্বর। দরখাস্ত একখানা দিসলাম।

মিঃ সেন। দরখাস্ত, আরে দরখাস্ত ও-রকম রোজ হাজারখানা পড়ছে। দরখাস্ত দিলে কি হবে।...আর তুমি দরখাস্ত করবে কেন ? চাকরি করবার সময় তুমি কি দরখাস্ত করে চাকরি পেয়েছিলে ? এ ধরনের মনোভাব তোমার হল কি করে পণ্ডিত ?—দরখাস্ত, appeal, protest letter—যত সব ! ছাড় বুঝলে, ও-সব ছাড়। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাল মানুষের মত কাজ কর, তোমার কোন অসুবিধে হবে না—কোন অসুবিধে হবে না।

(কবির প্রবেশ)

কবির গায়ে একটা ওভার-কোট, পরনে যোধপুরী পায়জামা। মাথায় গান্ধী টুপি। সঙ্গে সাবিত্রী দেবী। ফর্সা চেহারা। টিকোলো নাক। কপালে লাল টিপ। কমলালেবু রংয়ের একখানা শাড়ী অাঁট করে জড়িয়ে পরা।

মিঃ সেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) আরে এস এস।—আসুন সাবিত্রী দেবী। What a fortune—আচ্ছা ঈশ্বর তা হলে তুমি এখন এস। আর—দেখছি আমি তোমার ব্যাপারটা। দেখছি।

(ঈশ্বরের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে তুমুল হট্টগোল কয়েক মুহূর্তের জন্য)

কবি। গোলমাল কিসের ?

সাবিত্রী। কান্না ?

মিঃ সেন। ও কিছু না, কারখানার একটা shiftএর বোধ হয় ছুটি হল। বসুন সাবিত্রী দেবী।

নিমেষের জন্যে একটু মুহ্যমান হয়ে পড়েন মিঃ সেন। একটু পরেই তৎপরতার সঙ্গে সিগারেট কেস্ খুলে ধরেন কবির সামনে)

Smoke, তারপর দেবীর দিকে যে আজ দেখি একেবারে চাওয়াই যাচ্ছে না, কবি!

সাবিত্রী। সত্যি!

মিঃ সেন। না কবি!

কবি। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। তবে নিজের বলাটা নেহাৎই একেবারে খারাপ দেখায় বলে চেপেছিলাম এতক্ষণ।... আহা মা কী হইয়াছেন!

সাবিত্রী। মুখে তোমার আজকাল কিচ্ছু আটকায় না।

কবি। খারাপ কিছু বলেছি মিঃ সেন?

মিঃ সেন। আরে দূর দূর, কথা হল। তুমি কবি, কথা বল্লেই যে অমৃত হয়ে যায়। খারাপ কি বলছ! Poetদের কথাই আলাদা—divine musicians.

কবি। বল ভাই, একটু বল আমার হয়ে।

মিঃ সেন। Of course, তবে এর চাইতে আর বেশী বলব না কিন্তু—over-acting হয়ে যাবে!

(মিঃ সরকারের পুনঃপ্রবেশ)

মিঃ সরকার। বেশ জমেছে দেখছি!

মিঃ সেন। আরে এই যে মালেক, এস এস। কী কাণ্ড!

সাবিত্রী। কী লোক বাবা, চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন তো!

মিঃ সরকার। শুনলেও over-acting তো হয়নি কারো! সুতরাং—না কি বল হে!

মিঃ সেন। Right Right, বড্ড জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ হে, নয় তো over-actingই হয়তো করে ফেলতুম 'ভদ্দরলোকদের' সামনে!

মিঃ সরকার। You will find Sircar always a saviour—ত্রাতা!

কবি। হ্যাঁ ভাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অনুবাদটা করে যেও। বড্ড মিষ্টি লাগে শুনতে।

মিঃ সেন। এটা কি অকবির মত একটা কথা বললে হে কবি, অনুবাদ মিষ্টি লাগে।

সাবিত্রী। দেখলেন তো, কথা বললেই অমৃত হয় না। Divine musicians even betray.

মিঃ সেন। Oh, ho, what a lawyer, a Daniel came to Judgement.

মিঃ সরকার। কি রকম হল, রসিকতাটা তো একেবারেই ধরতে পারলাম না।

সাবিত্রী। Look, a saviour could not save himself!

মিঃ সেন। (হাসি) হা হা হা হা, A saviour couldn't save himself. Right Right. What a wit, কবি? Oh! সাবিত্রী দেবীর আজকে যে দেখি একেবারে full form, sparing none.

মিঃ সরকার। It is definitely very bad to take some body unawares. This is not sportsmanlike.

সাবিত্রী। There can be no law in love and war.

মিঃ সেন। সরকার blush করছে, কবি দেখ সরকার blush করছে।

মিঃ সরকার। I presume none of us is encountering either of the feats—কবি। Help me.

কবি। I dunn'o I dunn'o.

(বয় কফি দিয়ে গেল)

সাবিত্রী দেবী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকলেন। সরকার কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

মিঃ সেন। A saviour couldn't save himself. সরকার, ছি ছি ছি ছি—এ লজ্জা তুমি রাখবে কোথায়!

সরকার। "আহা এ কি মোর দুস্তর লজ্জা, আ"।—(হাসি চেপে) সত্যি মিঃ সেন আমি নির্লজ্জ হয়ে বসতে পারছিনে।

(সাবিত্রী দেবী সরকারের দিকে কফি এগিয়ে দিলেন এক কাপ)

সাবিত্রী। কফি খান গরম গরম, দেখবেন লজ্জা ভেঙে যাবে। চিনি দেব ক-চামচে, বলুন!

সরকার। সোয়া দুই। তার চাইতে একটা দানা যেন কম বেশী না পড়ে।

সাবিত্রী। চিনি তো আর গুনে নিতে পারবেন না!

মিঃ সেন। You never know.

সাবিত্রী। No, I would believe it, if it was possible for a son of man.

সরকার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, ছুঁড়ে ফেলে দেয় কাপ। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মিঃ সেন। সরকার!

সরকার। Shut up you bloody hound.

মিঃ সেন। What the devil do you mean.

সরকার। (ঘুরে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীকে) And I will prove it.

[সরকারের প্রস্থান]

কবি। Wait Sircar, I will come with you, Sircar.

(সাবিত্রী দেবী faint হয়ে পড়েন)

মিঃ সেন। কবি, শোন। কবি, কি হচ্ছে কি সব!…নাঃ……

ছুটে এসে টেবিলের ওপরকার গ্লাশ থেকে বার কয়েক ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারল সাবিত্রী দেবীর চোখে মুখে। সোফার ওপর সাবিত্রী দেবীকে যুত করে শুইয়ে

দিয়ে একটা বালিশ টেনে দিল সাবিত্রীর মাথার নীচে। ঠাণ্ডা জলের হাত দিয়ে ঘাড়টা মুছিয়ে দিল। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকার দরজার কাছে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

মঞ্চ অন্ধকার। সাবিত্রীর জ্ঞান ফিরে আসেনি। জ্বলন্ত সিগারেটের আনাগোনায় সেন সাহেবের গতিবিধি অস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিত্তের অস্থির অবস্থা বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে সুস্পষ্ট।

কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু কারখানার ভেতরকার ঘূর্ণায়মান চাকার একটানা শব্দ ভীমরুলের মত গান করে চলেছে।

কাল ও অবস্থার সঙ্গে থাপ খাইয়ে নেপথ্যে এতক্ষণ যে করুণ একটা সুর বিলাপের মত কাঁপছিল এখন সেই সুরটা পর্যায়ক্রমে বেড়ে বেড়ে বিরাট একটা যান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি করে। এই আবহটা চূড়ান্তভাবে বেড়ে বেড়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে গিয়ে পড়ে। তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে অভিনয় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে।

২য় দৃশ্য

কারখানা—ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপে রাত্রেও কাজ চলছে কারখানায় পুরোদমে। সামনে টানা চওড়া করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় বিরাট একটা থিলেন। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় গেটের লোহার দুটো দরজা লোহার পাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। থিলেনের পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে করগেটের টিনের বিরাটকায় একপাল্লার দরজা—ওপর নীচে খানিকটা করে ফাঁক—ভেজানো রয়েছে। দপ্—সির্-র্-র্-র্—একটা যান্ত্রিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নীচের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে অবিরাম ফুলকি উড়ছে আগুনের। আর কানে আসছে একটা চাপা গোঙানির শব্দ। যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রা বাজছে—ঘট্—ঘটাং—ঘটাং—ঘট্, ঘট্—ঘটাং—ঘটাং ঘট্, ঘট্—ঘটাং—ঘট্…

লোহার গেটের ডান দিকটায় দেওয়ালের কাছে একটা কাঠের টুলের ওপর বসে

ঝিমোচ্ছে বুড়ো দরোয়ান গজানন। মাথার ওপরকার আলোটা গোল হয়ে এসে পড়েছে গজাননকে কেন্দ্র করে। শূন্যে ঝুলন্ত আলোটাকে ঘিরে উড়ছে এক ঝাঁক দেয়ালী পোকা।...গজাননের ডান দিকে লিফ্ট্। লিফ্ট্-এর ডাইনে পাক দিয়ে উঠে গেছে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।...অস্পষ্ট আলোয় গোটা দৃশ্যটাই দেখাচ্ছে খোদাই করা উডকাটের আলো-আঁধারির ছবির মত ছম্‌ছমে।...সামনে টানা চওড়া বারান্দার ওপর দিয়ে বন্দুক ঘাড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে মহাবীর-সান্ত্রী ; ভূতের মত নড়ছে চড়ছে জুতো ঘষটে ঘষটে আর হঠাৎ থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছে অদৃশ্য শত্রুকে তাগ্ করে— আবার চলছে জুতো ঘষটে। ঘুরতে ঘুরতে লোহার গেটটার গায়ে হাত রেখে দাঁড়াতেই গেটটা যান্ত্রিক শব্দে কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দ করে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বুড়ো দারোয়ান গজাননের—কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

গজানন। চুহা বা।

মহাবীর। হুঁঞ্চ হোলা।

মুখে গাঁই গুঁই আর চাপ্ চুপ্ শব্দ করতে করতে ঝিমোতে থাকে গজানন।... মহাবীর জানে বুড়ো গজাননের এই দুর্বলতা, তাই দুষ্টুমি করে সে আবার গেটটা নাড়তে থাকে।...টনক নড়ে যায় বৃদ্ধের। প্যাট প্যাট করে বুড়ো মহাবীরকে একটু লক্ষ্য করে—এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখে ; তারপর একটু পরে আবার ঝিমোতে থাকে। কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দের কিন্তু বিরাম নেই—এবার একটু জোরেই আরম্ভ করেছে মহাবীর। ঘুম ভেঙে যায় আবার বুড়োর। নাটা নাটা দুটো চোখ তারিয়ে সে ঠিক কোনখানে শব্দটা হচ্ছে সেটা আঁচ করতে চেষ্টা করে। মহাবীর কিন্তু সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে ঠোঁট টিপে হাসছে আর মাঝে মাঝে গেটটা নাড়ছে তাল বুঝে।)

গজানন। আরে কেয়া হ্যায় রে।...খালি কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ কিঁচ্ কিঁচ্ !

মহাবীর। (কৃত্রিম রোষে) কাঁহা কিঁচ্ কিঁচ্ ?

গজানন। আরে শুনা তো শালা চুহা না কেয়া বা ইধর উধর হরদম কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কর্ রহা হ্যায়।

মহাবীর। কাঁহা চুহা? চুহা তো দিখতাহি নেহি।...চুহা চুহা চুহা, আরে বুঢ্ঢা তেরে শিরমে চুহা। স্বপ্নেমে সিরফ্ চুহাই দেখতে হো, হোগি! এস্তো ঠুল ঠুল মোটা মোটা চুহা, হোগি!

গজানন। আরে রাম রাম রাম রাম!...কাঁহা থা অউর কাঁহা আ গয়া। আরে রাম রাম রাম রাম।

মহাবীর। (একটু এগিয়ে যায়) কাঁহা থা!

গজানন। আরে কেয়া বাঁতাউ তোসে স্বপ্নেকি বাত। শালা চুহানে বিলকুল মাট্টি কর দিয়া। খালি কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্।... ফির কেয়া উ আবেগা! মাইনামে এক ইয়া দো বার তো বাস্, বহুৎ খুশি...শালা চুহা!

(মহাবীর অন্য দিকে মুখ ঘোরায়)

এ মহাবীর; ইয়ে চুহা না, শালা বহুৎ খারাপ হৈ। বাবাজীসে হাম শুনা কি ইয়ে চুহা জীন্‌কা বহুৎ পিয়ারা হৈ। ভগ্‌বান যিস্কো ভালা চাহাতে হ্যাঁয় তো জীন্ উস্কে উস্কো পাশ তুরন্ত ভেজ দেতে-হৈঁ। দেখতেহি উস্কি জিন্দিগি খতম কর দেনাহি ধরম হ্যায়। তো কেঁও নেই তু উস্কো মারডালা!...আব্‌সে ঠিক করলে যে এক চুহে কো দেখা কি ব্যস, একদম খতম কর দে জানসে। তব তেরা ধরম কদম কদম বাঢ় যায়েগা। য়্যাসা শও চুহা খতম করনেপর জীন তুঝে ছুঁ নেহি সকেগা। সমঝা!

মহাবীর। কেযা বোলতা হ্যায় রে বুঢঢা। রাতমে সারাব পিয়া হৈ খুব, হোগি!

গজানন। আরে রাম রাম রাম রাম।

মহাবীর। তো কেয়া বোলতেহো! বাতাও!

গজানন। আরে বিটিয়া আ রহি হৈ স্বপ্নেমে। মেরি বিটিয়া। উস্কি

মা ভি আ রহি হৈ। থোড়িসি বাতচিত ভি হোনে লাগিথী মেরা সাথ হাঁসতে হাঁসতে, ইস্‌বখত কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ কিঁচ কিঁচ্‌, শালা চুহা··· ·

মহাবীর। (হেসে) এত্‌না বুঢ্‌ঢা হো গয়া তব ভি স্বপ্নেমে আওরৎ দেখতে হো।···মেরী ভি এক সুন্দর পিয়ারী হৈ দার্জিলিং মে, এক রাতভি উস্কো নেই দেখতা। আর শালা রাতভর টহল দেগা তো আবেগা ক্যায়সে আওরৎ স্বপ্নেমে ?

গজানন। চুহা মার দশ বিশ, আ যায়েগী।

মহাবীর। য়্যায়সে, শোনেকি কোই জরুরত্‌ নেহি হ্যায় !

গজানন। আরে তু তো খাড়ে খাড়ে হি শো সকতা হ্যায়।

মহাবীর। মৈঁ কেয়া ঘোড়া হুঁ······লঃ, কাল সে হাম রাতমে শোত্‌ রহেগা, লঃ !

মহাবীর সরে যেতেই গজানন আবার বসে বসে ঝিমোতে আরম্ভ করে। পেছনে কারখানায় তেমনি কাজ চলছে। কখন কখন ফোরম্যানের হাঁক শোনা যায় দুরাগত সাইরেনের মত। একটু পরে গজাননকে তন্দ্রাহত দেখে মহাবীর কৌতুকভরে এগিয়ে আসে। চোখের পাতার কাছে আঙুল নেড়ে গজাননের ঘুম পরীক্ষা করে। তারপর বন্দুকটা পাশে রেখে লঘু ত্রস্ত পায়ে আশপাশ থেকে একখানা আধময়লা শাদা চাদর ও গজাননের পায়ের কাছে গোটো করা রঙীন আলোয়ানটা নিয়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর গায়ের কোর্তার ওপরেই চাদরটা শাড়ী করে কোমরে জড়িয়ে আর রঙীন আলোয়ানটা মাথায় ওড়না করে পরে গজাননের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে ঘুমোতে ঘুমোতে ঝুল খেয়ে টনক নড়ে ওঠে গজাননের—মনে হয় সামনে যেন কোন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে বেঁকে ভেঙে। হক্‌চকিয়ে যায় বুড়ো গজানন। চোখ তারিয়ে সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে অপরিচিতার। একবার মনে হয় ভূত নাকি ! ভয়ে ভয়ে মহাবীরকে ডাকে।

গজানন। এ মহাবীর। কাঁহা গৈল বা…রাম রাম রাম রাম…তুম কোন্ হো!

(সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপে মহাবীরের হাসিতে)

আরে এ মহাবীর!…কেয়া জানে কোন বা। মহাবীর হো!

কোন সাড়া নেই। একটু ইতস্তত করে গজানন ভাল করে নিরীক্ষণ করে নারী মূর্তিটাকে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে রঙীন আলোয়ানটা উধাও হয়েছে। একটু পরে মহাবীরের জুতোটা সে যেন আন্দাজ করতে পারে। এতক্ষণে একটু হৃষ্ট হয়ে ওঠে বুড়ো। ঠিক ধরেছে এইবার। তবুও রহস্য সে ভাঙতে চায় না। না বোঝার ভান করে অভিনয় শুরু করে।

আব মৈঁ কেয়া করু।…এ মহাবীর, মহাবীর হো!…কেয়া জানে বাবা।…স্বপ্নেমে আওরৎ আ রহী থী, আব কেয়া উ সাচমুচ্ আ গয়ী হৈ। মগর ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা! কাঁহা দারভাঙ্গা ঔর কাঁহা কলকাত্তা। কেয়া মালুম!…আচ্ছা পুছঁ দেখে একদফা, কেয়া হোগা উসমে।…ইয়ে…তুম কোন্ হো বা! কোন্ হো বা তোম।…কেয়া দেবীকো শুনাই নেহি পড়তা।…আরে বাতাও না মুঝে পিয়ারী, কেঁও ঘাবড়াতি! তুম কোন্ হো!

মহাবীর। মৈ আওরৎ হুঁ।

গজানন! আওরৎ হুঁ!

মহাবীর। হা জী।

গজানন! হাঁ হাঁ আরে উ তো য়্যাসাই মালুম হোতা মুঝে, মগর মেরা সওয়াল কেয়া তুম কৌন হো, কাঁহা সে আয়ি বা, বাতাও।…কেয়া সরম আতি হৈ! আরে মুঝে কেয়া সরম! মৈঁ তো বুঢঢা হুঁ, আঁ!…ঘুঙট পটকো খোল দিয়া যায় দেবী, মৈঁ আরজ করতা হুঁ তুঝে।

মহাবীর। ঘুঙট্ পট কেয়া খোলা যাতা হ্যায়, খোলনা পড়তা হ্যায়।

গজানন। ইয়ে বাত সাচ।…নেহি নেহি, ছলনা করতি হ্যায়।

মহাবীর। আওরৎ কভি ছলনা নেহি করতি।

গজানন। আরে হাঁ হাঁ ইয়ে তো ঠিক বাতই হ্যায়—আওরৎ কভি ছলনা জান্তী নেহি। হামরা ভুল হুয়ী, ভুল হুয়ী। আচ্ছা দেখব তো; দেখব তো কাঁহাকা আওরৎ!…অঁ—বহুৎ খুপ্‌সুরৎ মালুম হোতা।

ঘোমটা খুলে দেখে মহাবীর স্ত্রীলোকের সরম মুখে টেনে চোখ বুজে আছে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারে না। হেসে ফেলে ভারী গলায়। সঙ্গে সঙ্গে গজাননও নিজমূর্তি ধরে কৃত্রিম রোষে মহাবীরকে মারতে থাকে লাথি ঘুষি।

তব্‌ রে শা-লা…(লাথি মারবে বলে পা তোলে)

এমন সময় ছুটির সিটি বেজে ওঠে। সকাল হয়ে এসেছে প্রায়। মহাবীর দৌড়ে গিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে যথারীতি গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়, অন্য দিকে দাঁড়ায় গজানন।

একটু পরেই কারখানায় ঢোকবার টিনের বড় পাল্লাটা যান্ত্রিক শব্দে খুলে যেতেই কারখানার ভেতর থেকে এক রাশ ঘন ধোঁয়া মঞ্চের ওপর এসে পড়ে। আর সেই ঘনকালো ধূমকুণ্ডলীর ভেতর থেকে মজুরদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ঘামে ভেজা শরীরগুলো তাদের সব জঙ্গী সমারোহে চক্‌ চক্‌ করে ওঠে দিনের আলোয়।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

মিঃ সেনের ড্রয়িংরুম। মিসেস্ সেন নিবিষ্ট মনে সাবিত্রী দেবীর মুখোমুখি বসে উল্ বুনছেন। সর্বাঙ্গে তাঁর প্রচুর গহনা। মিঃ সেনের পরনে একটা গাউন—ঘরের এক কোণে ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর কবি খবরের কাগজ পড়ছে সোফার ওপর পা তুলে বসে।

মিঃ সেন। (ফোনে) তাই নাকি! বেশ বেশ বেশ। কিন্তু আজকে তো ভাই আমি পারব না। কি, পাগল নাকি, মরবার ফুরসৎ পাব না আমি আজ। আচ্ছা কি করে যাব বল?...হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বুধবার তো—নিশ্চয়ই, আমি কথা দিচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা ছেড়ে দিলুম।

কবি। গ্রীসের ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই পোল্যাণ্ডের মত জটিল হয়ে উঠছে।

মিঃ সেন। পোল্যাণ্ডের মত, তার চাইতে বল না কেন আমার কারখানার মত!

সুচিত্রা। তোমার তো কেবল ঐ কারখানা। Business যেন আর কেউ করে না।...দেশ-বিদেশের কথা হচ্ছে শুনছ...

মিঃ সেন। কেন আমার কারখানাটা কি সৃষ্টিছাড়া নাকি! দেশ-বিদেশের ভেতর পড়ে না? কবি!

কবি। উঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—

সুচিত্রা। কারখানা কারখানা আর কারখানা। বিশ্ব-সংসারটাই যেন···

মিঃ সেন। আজ্ঞে হ্যাঁ একটা কারখানা !

সুচিত্রা। (হেসে) তাই আর না, খুব retort করতে ওস্তাদ হয়েছ।

মিঃ সেন। তুমি কিছুতেই contradict করতে পার না সুচিত্রা, বললে কি হবে।

সুচিত্রা। আমার ভারী বয়েই গেছে, (কবিকে) দেখুন না কি রকম কথা ফিরোচ্ছে।

মিঃ সেন। তবে, এই কথার jugglery করেই টিঁকে আছি বাবা দুনিয়ায় ; নইলে আমার মত একটা অর্বাচীনকে...

সাবিত্রী। যবন হরিদাসের চাইতেও যে বেশী বিনয়ী হয়ে যাচ্ছেন মিঃ সেন !

মিঃ সেন। চেপে যেতে বলছেন ?

সাবিত্রী। না চেপে যাবেন কেন।

সুচিত্রা। এত বাজে কথা বলতে পার তুমি।

মিঃ সেন। বাজে কথা !

সুচিত্রা। তা নয় তো কি ! শুধু irrelevant juxtaposition of words—লোককে কথা বলে হয়রান করতেই যদি ভাল লাগে তো উকিল ব্যারিস্টার হলেই পারতে—scope ছিল। Businessman হতে গেলে কেন ?

মিঃ সেন। কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়।

কবি। Really, how you talk সুচিত্রা দেবী—scopeটা তো দেখছি আপনারও কম ছিল না।

সুচিত্রা। (হেসে) Scope হয়ত ছিল, কিন্তু opportunity পেলাম কৈ !

মিঃ সেন। বেশ তো, কারখানার কাজে আমায় তুমি সাহায্য করবে চল না—free scope and opportunity পাবে।

সুচিত্রা। মুখেই, বাইরে একটু বেড়াতে যাব বললে যাদের মুখ শুকিয়ে যায়··· (কবিকে) ওপরটা এদের জানলেন খুব চটকদার, এমন ভাব দেখাবে যেন কতই না up-to-date, কিন্তু বেশ একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করুন, দেখবেন এদের প্রত্যেকে এক-একজন Tory number one.

কবি। কেন মিঃ সেনকে দেখলে তো তা মনে হয় না।

সুচিত্রা। দেখলে, বলছি তো ওপরটা এদের...

কবি। হ্যাঁ, হয়ত আপনার মত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিনি, কিন্তু মিঃ সেনকে তো আমি ভাল করেই জানি, তাতে করে···

সাবিত্রী। No leg pulling please. (কবি blush করে)

কবি। কি রকম !

সুচিত্রা। অত কথা কি ! আমার দিকেই ভাল করে তাকিয়ে দেখুন না। এদের সত্যিকারের মানসিক গঠনটা কি ভাবে সালংকারে ফুটে উঠছে আমার প্রতিটি অঙ্গে। এই দেখুন কঙ্কণ, তাবিজ, চুড়ি, রুলি, দু হাতে দুটো দুটো চারটে আংটি, গলায় লকেটওলা দায়মল-কাটা হার। আরও তো পরি না বলে কত কথা কাটাকাটি হয়। আচ্ছা বলুন তো, এই অবস্থায় দেখলে আমায় কেউ আধুনিক কালের একজন শিক্ষিতা মহিলা বলবে ? অথচ দেখুন, অবিশ্যি তর্কের খাতিরেই বলছি, নইলে আমার নিজের কোন illusion নেই—আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—passed successfully with honours in philosophy, মানে হয় ?

মিঃ সেন। মানে হওয়ালেই হয়। গ্রাজুয়েট হয়েছ বলেই যে রাস্তায়

রাস্তায় ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াতে হবে তার কি কোন যুক্তি আছে? কথায় বলে লক্ষ্মীরূপিণী, মেয়েরা থাকবে ঘরে—বললেই হল? দু পাতা philosophy পড়ে তুমি দেশের গোটা tradi-tionটাকে উল্‌টে দিতে পার না। চালাকি করলেই হল!

সুচিত্রা। তাও যদি বুঝতে! Tradition বলতে তো বোঝো আমি তোমার ঠাকুমা হয়ে থাকব।

মিঃ সেন। What! ঠাকুমা (অট্টহাসি) হো-হো-হো-হো।

কবি। By jove, what a tradition! (তিনজনেই হাসতে থাকে)

সুচিত্রা। (হেসে) খুব humour হল, না!

মিঃ সেন। (হাসতে হাসতে) কী কাণ্ড, তুমি কি শেষ কালে আমায়…

সুচিত্রা। ঐ তো, seriously কোন কিছু বললেই তুমি হেসে উড়িয়ে দেবে—তোমার politics কি আর আমি বুঝি না। (হেসে) বা রে খুব হাসির কথা হল না, আমি চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

কবি। আরে শুনুন, চলে যাবেন না রাগ করে সুচিত্রা দেবী, সুচিত্রা দেবী!

সাবিত্রী দেবী। দেখি আমিও যাই।

মিঃ সেন। সে কি, আপনি বসুন, ও এক্ষুনি আবার আসবে।

সাবিত্রী দেবী। I leave this hall in protest.

মিঃ সেন। আরে এখানেও যে দেখছি trade union, কবি!

কবি। সর্বত্র।

মিঃ সেন। (সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে) দেখবেন আস্তে আস্তে যাবেন, আবার মাথা-টাথা না ঘোরে।

(আবৃত্তি)

কবি। "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।
এ নহে মুখর বন-মর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

কি রকম লাগল ?

মিঃ সেন। Wonderful, প্লেনে করে Calcutta to Karachi যাবার কথা মনে হচ্ছিল। সে তোমায় বলব কি কবি, একটা ethereal existence, নীচের দিকে চেয়ে থাকলে গোটা পৃথিবীটা মনে হয় যেন কোন engineer-এর হাতে আঁকা plan—সুতোর মত বয়ে গেছে বড় বড় নদ-নদীগুলো, পাহাড়-পর্বতগুলো মনে হয় যেন so many dots on a canvas—আর মানুষগুলো দেখতে

তোমার গিয়ে এই ঠিক ক্ষুদে লাল পিঁপড়েগুলোর মত—নড়ছে চড়ছে—এমন funny লাগে।

কবি। Funny লাগে!

মিঃ সেন। হ্যাঁ মানে তোমার সে গিয়ে বলব কি এমন একটা অদ্ভুত sensation হয়, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কত শহর, কত বন্দর, কত জনপদ—সব যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে আছে। এমন অনেক vast tracts of land চোখে পড়ে যে দেখলে মনে হবে মানুষের সেখানে কোনদিন বসতি ছিল না। Creamy bluish একটা tint—অনেকটা মনে হবে তোমার এই, আরে কি যে বলে ওর নামটা—এই তোমার গিয়ে শেওলার মত—miles after miles চলে গেছে…ওপরটায় পাতলা ধোঁয়ার একটা আস্তরণ—দেশটা মনে হয় as sombre and dull like a dead man's coffin. তোমার আবৃত্তি শুনতে শুনতে সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা… বাস্তবিক।

কবি। বেশ একটা sense of resignation আসে, না!

মিঃ সেন। হ্যাঁ, and that is inevitably infectious—সমস্ত দেহ মনটাকে আস্তে আস্তে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, at times you feel like a sinking man—going down and down and down.

কবি। খুব deeply enjoy করেছ তো। চমৎকার লাগল। না মিঃ সেন you are really great, নইলে প্লেনে তো কত লোকেই চড়ে কিন্তু এই ধরনের কাব্যিক ব্যাখ্যা তো আমি কারো মুখ থেকে শুনিনি।

মিঃ সেন। বলছ!

কবি। না sincerely.

মিঃ সেন। ছিল ভাই, অন্তরের সম্পদ অধমের ভেতরেও কিছু কিছু ছিল, কিন্তু কেউ দাম দিলে না। সবাই জানল Mr. Sen is essentially a typical businessman—খচ্চর লোক। স্ত্রী পর্যন্ত মনে করে যে আমি তাকে একটা পণ্য দ্রব্য বই আর কিছু মনে করি না। See...

কবি। না, এ কী বলছ!

মিঃ সেন। বলতে আমারও খুব ভাল লাগছে না ভাই কিন্তু…আর বলব কি, শুনলে তো কিছুটা নিজের কানে একটু আগেই।

কবি। ও কিছু না, তর্কের খাতিরে ও-রকম অনেক স্ত্রীই বলে থাকে।

মিঃ সেন। তর্কের খাতিরে! …But even when in love—how can you explain that, দেখ কবি, may be I am not a psycho-analyst, but certainly not a fool. যাক গে, I have no illusion about it—আছি, থাকতে হয়; this much...

(সুচিত্রার প্রবেশ)

য়্যাঃ, নাও সিগারেট খাও। তার পর কল্যাণী…দেবী, নিজ গুণেই এলেন না…

সুচিত্রা। কেন, disturb করলাম?

মিঃ সেন। না—া—া…

সুচিত্রা। I am sorry. যাচ্ছি…

কবি। আরে কী আশ্চর্য, বসুন, সুচিত্রা দেবী…না, এ রকম করলে আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাব।

সুচিত্রা। না আমার কাজ আছে, উল্‌টা দিতে এসেছিলাম।

মিঃ সেন। Let her, let her, জোর করে বসতে বললে আবার বলবে civil libertyতে হস্তক্ষেপ করছে।...চালাকি, সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলবে, বুঝলে কবি...আমি বাবা হুঁশিয়ার হয়ে গেছি এখন।

সুচিত্রা। তা আর জানি না! আইন চেন আর নাই চেন, আইনের ফাঁকগুলো বেশ ভাল করেই রপ্ত করে রেখেছ...তুমি কি কম লোক!

মিঃ সেন। দেখলে, দেখলে কবি!

সুচিত্রা। আহা, ভয় খাবারই লোক কি না তুমি! (গমনোদ্যত)

মিঃ সেন। তুমি চলে যাচ্ছ!

সুচিত্রা। হ্যাঁ, কেন, আড্ডা মারব বলে তো আমি এখন আসিনি। সংসারের কাজ-কর্ম নেই?

মিঃ সেন। ও, তাহলে রাগ করে যাচ্ছ না, বেশ! তা if you don't mind দু বাটি চা দিয়ে যেতে বলো তো। লক্ষ্মীটি!

সুচিত্রা। আহা, ঢং।

মিঃ সেন। কি হল!

সুচিত্রা। (হেসে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ সেন। Thanks...(কবিকে) আর একটু চা খাওয়া যাক, কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছি।

কবি। আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা।

মিঃ সেন। ও, তুমি তো মিইয়েই থাক চা ছাড়া। তা বেশ, কিন্তু কটা বাজল! (ঘড়ি দেখে) এগারোটা, বারোটা, সাড়ে বারোটা, একটা, that's all right,—ঠিক আছে।

কবি। (উদাত্ত স্বরে) ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন

ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।

ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,

ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ রচনা।

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন

ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

মিঃ সেন। তা বিহঙ্গ না হয় পাখা বন্ধ করল কিন্তু এদিকে আমার কারখানাও যে সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়ছে।

কবি। কেন গোলমাল এখনও মেটেনি ?

মিঃ সেন। কোথায় আর মিটছে বলো, সব ব্যাটা গোঁ ধরে বসে আছে। কম ঝামেলা···

কবি। কেন নতুন করে আবার কী চাইছে ?

মিঃ সেন। কী আবার চাইবে,—টাকা দাও, ভাতা দাও, কাপড় দাও—এই সব। হা-ভাতের দেশ! লোকগুলোও হয়েছে তেমনি—যত দেবে তত চাইবে। হারামি হারামি!

কবি। তা অনেক দিন ধরে তো চলছে, মিটিয়ে ফেল এইবার যা হয় একটা রফা করে। এই রকম ভাবে চলতে থাকলে তো business দারুণ hamper করবে। করবে না ?

মিঃ সেন। Hamper মানে ডুবিয়ে দেবে সব কিছু। এই তো আর কটা দিন মাত্তর বাকী আছে—এর ভেতরে যদি governmentএর জরুরী অর্ডারটা supply করতে না পারি তো লাটে উঠে যাবে business। ষোল লাখ টাকার contract, চাড্ডিখানি কথা না!

কবি। তা হলে মিটিয়ে ফেল যে করে হোক। টাকা চায় তো তাই দাও না—risk নিচ্ছ কেন? কত আর তোমার লাগবে?

মিঃ সেন। উঁ, না, ব্যাপারটা ভাই এখন একটু অন্য রকম দাঁড়িয়েছে কিনা! নইলে টাকা সে আমি দিয়ে দিতে পেছ-পা হতুম না। কিন্তু একবার দেব না বলে ফেলেছি কিনা, এখন কথার খেলাপ করতে পারি না।···বুঝতে পারছ না তুমি যে এখন surrender করার মানেই হচ্ছে সব মাথায় তুলে দেওয়া। ব্যাটারা ভাববে strikeএর হুমকি দিয়ে জব্দ করে দিলুম। কী বিশ্রী একটা scandal বলতো! আর একবার যদি এই সুবিধে পেল তো regular unbearable করে তুলবে তোমার জীবন ভবিষ্যতে—তখন কথায় কথায় strikeএর হুমকি! মাথায় তুলতে আছে কখনও!

কবি। তা বলে মিটমাট তো তোমায় একটা করতেই হবে। ষোল লাখ টাকা তো আর তুমি তাই বলে risk করতে পার না।

মিঃ সেন। মিটমাট মানে একটু কায়দা করে করতে হবে আর কি। দেব, ঐ টাকাই দেব, তবে অন্য ভাবে—যে ভাবে দাবীটা উঠেছে ঠিক ও ভাবে নয়, বুঝতে পারলে?

কবি। কি রকম?

মিঃ সেন। ধর এই extra profit taxএর কিছুটা অংশ, ও তো গিয়েই আছে বুঝতে পারলে না, আমি dividend হিসেবে declare করলুম। কোম্পানীর কোন একটা functionএর ব্যাপারে··· gestureটাও বেশ ভাল হয়, কেমন না! কিন্তু দাবী হিসাবে কখনই মেনে নেব না।

কবি। ঘুরিয়ে নাক দেখানোর tactics.

মিঃ সেন। হ্যাঁ, তার আর উপায় কি বল। Businessএর ব্যাপারে

এসব একটুখানি করতেই হয়, particularly when you are dealing with the workers, who are always under the peculiar impression that they are being constantly exploited.

কবি। ধারণাটা সত্যিও তো বটে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, তা সে সত্যি, কিন্তু তোমার businessটা তো বাঁচিয়ে কাজ করতে হবে। লাভের কিছুটা অংশই তুমি তাদের দিতে পার, তার বাইরে তো আর নয়। আর তারপর business করতে গেলে সব সময় যে তোমার লাভই হবে এমন কথা তুমি জোর করে বলতে পার না।···এই যে গতবার আমি some দেড় লাখ টাকার মত loss দিলুম, কৈ সেটা তো আমি আমার কর্মচারী বা সাধারণ মজুরদের ঘাড় ভেঙে উশুল করিনি। সেই পূজোর সময় bonusও দিলুম, দু মাসের করে ভাতাও দিলুম। বলতে গেলে তো আমার একটা পয়সাও দেয়া উচিত ছিল না, কারণ company loss খেয়েছে। শুনবে সে কথা! তা লোকসানের ঝুঁকি যদি না নাও তো লাভের অংশই বা পাও কি করে তুমি।...তা সে ভাই অনেক ব্যাপার, business করতে গেলে! সাধারণ লোকে জানে না, বোঝে না, ভাবে বেড়ে লাভ খাচ্ছে বসে বসে কারবার ফেঁদে।...এই তো যুদ্ধ, আর কদিনই বা আছে, দেখ না ফেটে সব দরজা হয়ে যাবে businessmanদের। এই যে দেখছ inflated currency, ফেটে একেবারে চুপসে যাবে তখন বেলুনের মত।

কবি। যা হোক মিটিয়ে ফেল ঝামেলা।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, মিটোতেই হবে, উপায় কি! ষোল লাখ টাকার contract. মাত্তর কটা দিন বাকী আছে—কী বিশ্রী position বল

তো। ...হত না, কক্ষনো এতটা develop করত না যদি আমি কলকাতায় থাকতুম। কর্মচারীগুলোও হয়েছে তেমনি বুদ্ধু, করব কি। এদিকে মাসের ভেতর পাঁচ বার করে আমাকে ইল্লি-দিল্লি করতে হয়েছে।

কবি। খুব tour করতে হয় তো?

মিঃ সেন। Tour কি ভাই, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। কানের মধ্যে এখনও propeller ভোঁ ভোঁ করছে।

কবি। কি সব সময়ই planeএ?

মিঃ সেন। জরুরী সব war contracts—কত swiftly move করতে হয়! আর এ এক দিন দু দিন না, লেগেই আছে। ঐ চলছি, কোথায় দিল্লী, কোথায় বম্বে, কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় করাচী। ওপর দিয়ে আসি ওপর দিয়ে যাই। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

কবি। শুধু ধোঁয়া, আচ্ছা ধোঁয়ার ভেতরে মাঝে মাঝে আগুন দেখতে পাও না?

মিঃ সেন। আগুন!

কবি। হ্যাঁ।

মিঃ সেন। মানে you mean fire.

কবি। Yes yes.

মিঃ সেন। No...not even now, perhaps I don't like to.

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

২য় দৃশ্য

আধুনিক হালফ্যাশনের একখানি পরিচ্ছন্ন ড্রয়িংরুম। সুচিত্রা চুপটি করে বসে আছে এক কোণের একটি সোফায়। দূরে রেডিয়োগ্রামে জনৈক বিখ্যাত বিদেশী সুরকারের একখানি রেকর্ড বাজছে। ঘরটা ছায়াচ্ছন্ন—নিস্তব্ধ। নিবিষ্টমনে বাজনা শুনছে সুচিত্রা। যন্ত্রসংগীতের শেষ অনুরণন তখনও মিলিয়ে যায়নি। সুচিত্রা হাতের ওপর গালটা চেপে বুকের ভেতর মুখ গুটিয়ে বসল।

(হন্তদন্ত হয়ে মিঃ সেনের প্রবেশ)

মিঃ সেন। So you are here, খেতে গেলে না যে!

সুচিত্রা। শরীরটা ভাল নেই।

মিঃ সেন। আচ্ছা! উঁ, বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ তো ভালই ছিলে। তারপর হঠাৎ…টেবিলে গিয়ে একবার বসতেও তো পারতে।

সুচিত্রা। বললুম না!

মিঃ সেন। ও, শরীর খারাপ।…তা হঠাৎ এত কি খারাপ হল শরীর যে…

সুচিত্রা। এত অত বুঝি না। ভাল লাগল না, গেলুম না।

মিঃ সেন। Say that. স্পষ্ট করে বললেই পার সেটা ভাল লাগল না। মাঝখানে শরীর টরীর বলে কি সব বাজে excuse দেখাচ্ছ।

সুচিত্রা। হ্যাঁ, শরীর খারাপ বলেই ভাল লাগল না।—তুমি কি জেরা করছ আমায়—।

মিঃ সেন। ও শরীর টরীর সব বাজে কথা—আসলে মনটাই তোমার ঐ রকম। থাকে থাকে হঠাৎ আপনা থেকেই একটা vicious circle সৃষ্টি করে বসে। Get rid of that সুচিত্রা, I tell you honestly, এই রকম করতে করতে একটা অসুখ বিসুখ দাঁড়িয়ে যেতে পারে তুমি জান!

সুচিত্রা। সেই ভাবনায় তো আর তোমার ঘুম হচ্ছে না।

মিঃ সেন। না, ঘুম হলেও—মাঝে মাঝে ভাবি কথাটা।

সুচিত্রা। ধন্যবাদ।

মিঃ সেন। আহা, কুড়িয়েই বা কি আনন্দ এই স্তুতিবাদ! প্রত্যেকটা expression of appreciation যেন ক্রিকেট বলের মত spin করতে করতে আসে।...আচ্ছা, সুচিত্রা! আমার পিঠের চামড়া কতটা পুরু বলে তোমার ধারণা?

সুচিত্রা। যথেষ্ট স্থূল। এবং সেটা তুমি ভাল করেই জান।

মিঃ সেন। উঁ?

সুচিত্রা। জানো বলেই লাগবার chance আরও কম—প্রত্যেকটা জিনিসই rationalize করে নিতে তোমার অসুবিধে হয় না।

মিঃ সেন। এতটা ভেবেছ না কি আমার সম্বন্ধে! চমৎকার তো! সত্যি! কী অসাধারণ insight তোমার, মাঝে মাঝে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাই। আচ্ছা সুচিত্রা, তুমি একেবারে আমার অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাও, না?

সুচিত্রা। আমার দরকার!...আর, তোমার অন্তর দেখতে পাব আমি?

মিঃ সেন। কেন বড্ড অন্ধকার বুঝি? সব কালো কালো। নজর চলে না, না ঘেন্নায় তাকাতে পার না?

সুচিত্রা। যে কারণেই হোক। বিষয়টা কোনদিক থেকেই খুব একটা গৌরবের নয় তোমার পক্ষে।

মিঃ সেন। তোমার কাছে আমার আবার অগৌরবের ভয়।

সুচিত্রা। হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো আদৌ সৌজন্যবোধ থেকে নয়,—

মিঃ সেন। তবে কী থেকে?

সুচিত্রা। Utter callousness থেকে,—কেনা বাঁদীদের সম্পর্কে

slave ownerদের যে মনোভাব হয়, সেই থেকে। মানে তোমার সম্পর্কে আমি যাই ভাবি না কেন, তাতে করে তোমার এতটুকু এসে যায় না। আমার কাছে তুমি যে অগৌরবের ভয় কর না বলছ সেটাও এই কারণেই। Nothing else.

মিঃ সেন। As if it could have been otherwise! হুঁ, খিদেটা দেখছি তোমারও আমার কারখানার মজুরদের মত। আরে বাবা, first deserve it—ভিখিরীর মত শুধু 'পেলাম না,' 'পেলাম না,' করে কাঁদুনি গাইলে তো হয় না!

সুচিত্রা। দেখ, এতটুকু করুণা করবার অবকাশ তো আমি তোমাকে দিইনি! খামখা তুমি কার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছ? দানবীর মহত্ত্বের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তিই আমার কাছে ঔদ্ধত্য মনে হয়। Deserve it!

মিঃ সেন। ও, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছ বুঝি?

সুচিত্রা। না না—আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে কেন Mr. Sen.

মিঃ সেন। আভিজাত্যে ঘা পড়েছে বুঝি!

সুচিত্রা। হ্যাঁ রক্তের কৌলীন্য আমি দাবী করি না। কিন্তু তাই বলে মানসিক সংগঠনের অভাব ঘটবে কেন?

মিঃ সেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তো নিজে খাবে না বলে একটিবার টেবিলে গিয়ে বসতেও পারলে না। কী সংগঠন মনের! চমৎকৃত হতে হয়।···তুমি না Hostess?

সুচিত্রা। কক্ষনো না।

মিঃ সেন। এ তোমার দায়িত্ব এড়াবার কথা।

সুচিত্রা। একটা নরক পরিপোষণের দিকে থেকে দায়িত্ব কথাটা খাটে না।······আমার আর কথা বলতে ভাল লাগছে না!

(উঠে দাঁড়ায় সুচিত্রা)

মিঃ সেন। আচ্ছা, সাবিত্রীর ওপর তোমার এত হিংসে কেন বল তো?

সুচিত্রা। হিংসে! আমি হিংসে করব সাবিত্রীকে?

মিঃ সেন। তবে? Do you take her to be your rival?

সুচিত্রা। না। I don't think of her at all. আমি ভাবি তোমার কথা।···Resurrection and the life!

মিঃ সেন। Bible আওড়াচ্ছ না কি?

সুচিত্রা। You must live.

মিঃ সেন। I don't hope to die.

সুচিত্রা। Savitri must go. You must live······must I live!!

(স্বপ্নচালিতের মত বেরিয়ে গেল)

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

কারখানা সংলগ্ন একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে উনুনের ওপর বসানো প্রকাণ্ড একটি কলাই করা কেটলির মুখ দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অনর্গল। কর্মক্লান্ত শ্রমিকেরা সামনের একখানি ভাঙা বেঞ্চে বসে আসন্ন ধর্মঘটের কথা জোর গলায় আলোচনা করছে। মুখোমুখি প্রায় জন বারো শ্রমিক বসে কথা কাটাকাটি করছে। কেউ কথা বলছে, কেউ বা মাটির ভাঁড়ে করে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছে। কেউ বা চুমুক দিতে গিয়ে মুখ তুলে একটা পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়ছে না।

পেতলের বোতাম লাগানো একটা খাকি ছেঁড়া কোট পরে একটা রোগা বুড়ো মত লোক চা তৈরী করছে। আর হাফ প্যান্ট পরা নাদুস-নুদুস একটা কালো ছেলে চা সরবরাহ করছে হাতে হাতে, আর বার বার বুড়োর ধমক খাচ্ছে চটপটে না হওয়ার দায়ে।

নগিন। ডেকে লিয়ে রসের কথা···এ বাবা···

বুধাই। চা লায় রে এ বাচ্চা, জলদি। (নগিনকে,—দুটো আঙুল বিড়ি ধরার মত করে ধরে টান মেরে ইঙ্গিতে বিড়ি দিতে বলে)

নগিন। লেই রে ভাই, ডাঁরা, আনাই।

গিট্টু। পণ্ডিতের গর্দানাটা কত মোটা রে...দেখ্ তো শালা বেড়বে কি না!

ওসমান। এই যা যা থাম, খুব হয়েছে।

গিট্টু। কি বলছিস্ রে!

ওসমান। কি বলছিস্ রে,—তুই কি বলছিস্!

গিট্টু। যা কলা।

ওসমান। যা কোলা কি, যা কোলা কি? একটা কথা বললেই হ'ল! কি করেছে বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরে।

নগিন। আরে সে কি করেছে তোমায় কি আর দেখিয়ে করবে বড়বাবু! কি করেছে…কি বলছিস রে তুই ওসমান।

ওসমান। আলটপকা যার তার নামে ওসব কথা ঠিক না।

গিট্টু। আলটপকা, ও শালা এখনও আলটপকা দেখছে। শালা চোখের ওপরে গাড়ী নিয়ে এল, গাড়ী থেকে নামল, শালা পণ্ডিতের ঘরে ভি ঢুকল, তবু বলছে আলটপকা।

ওসমান। ঘরে ঢুকল তুই দেখিছিস্!

গিট্টু। আরে আমি দেখিনি পাড়ার বিলকুল লোক দেখেছে…ছোট কচির মাকে তো বিশ্বাস করবি, প্রেমলাল, নগিনের বউ…যা না শুধোবি। বাজে বাত্ বলছিস কেন!

নগিন। এমন দরদ দেখাচ্ছে যেন পণ্ডিতের ও মাগ—শালা আমরা যেন সব ঝুটমুট বকে মরছি।…আর বেশী কি কথা তুই পণ্ডিতকেই শুধোগে যা না।

গিট্টু। শেষকালে ঢুকবি তো ঢোক পণ্ডিতেরই ঘরে, যা শা·· লা।

নগিন। ঐ যে সেই একদিন আপিসে ডেকে নিয়ে গেসলো না, ব্যস, সেই দিনই বিগড়ে দিয়েছে মাথা।

গিট্টু। আরে হাঁ হাঁ ঐ হয়েছে, নইলে এত পীরিত যে শালা শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলে নেয়।

নগিন। মোটা হাতে মেরেছে বাবা মোটা হাতে মেরেছে। পীরিত কি আর এমনি হয়!

(ছোট কচি, বুধাই ও প্রেমলালের প্রবেশ)

গিট্টু। ঐ যে ছোট কচি আসছে।

নগিন। এই কচে!

ছোট কচি। কি বে।

নগিন। শোন শোন।

গিট্টু। হারিআপ ম্যান।

(ওসমান উঠে দাঁড়ায় যাবার মন করে)

উঠছিস্ কেন, বস বস। শুনে যা ছোট কচি কি বলে,—
এই কচে!

কচি। আরে বোল না।…এ বাবা, জলদি…বেশ কড়া করে দিও।
(চা দিতে ইঙ্গিত করে)

বুধাই। (নগিনকে) কই রে তোর বিড়ি, দুস শালা…(উঠে দাঁড়ায়)

নগিন। আরে বস না, এই বাচ্চা বিড়ি নিয়ে আয় না…প্রেম, পিলাও না দোস্ত…আছে! (ছোট কচি টিনের কৌটো খুলে সকলকে বিড়ি দেয়) এই যে, বাবু তো বাবু কচিবাবু। (বুধাইকে) লেঃ, শালা বিড়ি বিড়ি করে হামলে মলো।…ওসমান পেইছিস্।

গিট্টু। হ্যাঁ এইবার হয়ে যাক মোকাবিলা।

কচি। কি মোকাবিলা।

নগিন। আরে সেই বড়বাবুর ব্যাপারটা রে। ওসমান শালা বিশ্বাসই করছে না।

কচি। কেন, এয়েছেলো তো। ওসমান জানিস না!

গিট্টু। ও শালা খবরই রাখে না তার; আবার বললে বলে দুস ও মিথ্যে কথা, লাও।

ওসমান। না সে আসতে পারে, তবে পণ্ডিতকে নিয়ে যে কথাটা বলা হচ্ছিল সেটা ঠিক না!

গিট্টু। এখন বলছে আসতে পারে।

ওসমান। হ্যাঁ তা সে না হয় হল, কিন্তু ডেকে নিয়ে রসের কথা, শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলে নিয়েছে, তারপর মোটা হাতে মেরেছে—এই সব কথায় আমার আপত্তি আছে।

গিট্টু। আরে সে কে বলছে, তুই যে বলছিস বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরেই ঢোকেনি।

ওসমান। এই ঝুটমুট বলিসনি। তুই বলিছিস, নগিন বলেছে; এই তো বুধাই ছিল বলুক না, বুধাই!

বুধাই। আমি বাবা নেই এর মধ্যে।

ওসমান। বললেই হল একটা কথা। পণ্ডিত শালা খেটে মরছে তোদেরই ভালর জন্যে আর···খারাপই যদি লোক হবে পণ্ডিত তো ইউনিয়ন পাঠায় কেন পণ্ডিতকে?

নগিন। আরে ও ভি তো আমারও কথা, পাঠায় কেন ইউনিয়ন পণ্ডিতকে।

ছোট কচি। এ কি কথা বলছিস রে, ইউনিয়ন পাঠায় কি রে!

নগিন। ইউনিয়নই তো পাঠিয়েছে।

ছোট কচি। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, কপচাস্‌নি মেলা।···ইউনিয়ন পাঠিয়েছে··· কোন ইউনিয়ন···তোদেরই তো ইউনিয়ন!!

ওসমান। সে ইউনিয়নে তুই নেই, গিট্টু নেই?

নগিন। সে তো আছি।

ওসমান। তবে, ইউনিয়ন ইউনিয়ন করছিস। ইউনিয়ন কি তোদের বাদ দিয়ে না কি!···তো ছিলি তো তোরাও, পাঠালি কেন?

নগিন। সে তো তুইও ছিলি, ছোট কচি ছিল, বুধাই ছিল, শুধু কি আমরা?

ছোট কচি। সে কে না বলছে। তবে ঝুটমুট ইউনিয়ন পাঠিয়েছে

ইউনিয়ন পাঠিয়েছে বলছিস কেন!···এই রকম মগজ নিয়ে কথা বলবি তার ইউনিয়ন আর কত ভাল হবে!

ওসমান। বেশ তো এয়েছেলো বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরে মানলুম, কিন্তু পণ্ডিতের মুখ থেকে একবার শোন্ কি ব্যাপার—কি বলেছে বড়বাবু পণ্ডিতের কানে কানে। হ্যাঁ তারপর যদি বুঝিস যে না এমন সব কথা বলেছে পণ্ডিত বড়বাবুকে যে তাতে করে ইউনিয়নের বেইজ্জতি হয়েছে, তখন বলতে পারিস্।···তখন সে তুই পণ্ডিত কেন, পণ্ডিতের চোদ্দ পুরুষ তুলে গাল দে না, ওসমান কথা বলবে না। কিন্তু না শুনে মেলে খামখা একজনের নামে এই রকম হামলা করার কি কোন মানে হয়?

ছোট কচি। আরে সে বড়বাবু যে পণ্ডিতের ঘরে এয়েছেলো এ কথা ওসমান হয়তো জানে না, কিন্তু আর সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে পণ্ডিত যে বেফাঁস একটা কিছু কবুল করেছে বড়বাবুর কাছে এ কথা তো কেউই বলছে না। তুললে কে এ কথা?

ওসমান। আরে ভাই, কে তুললে কে জানে, আমি তো নগিনের মুখে এই প্রথম শুনলাম।

ছোট কচি। নগিনটা ঐ রকম।

নগিন। নগিন কি রে, গিট্টুই তো আমায় বললে।

গিট্টু। এই শালা, ডেকে লিয়ে রসের কথা কে বলেছে।

নগিন। যাগগে বাবা ঘাট হয়েছে।...সবাই চুপচাপ থাকে আর আমি শালা মুখ খুললেই মুস্কিলে পড়ি।···আজ ছোট কচি খুব এক হাত আমায় নিলে, লে বাবা লে, কিন্তু কাল রাতে মঙ্গল মিস্ত্রী যখন পণ্ডিতের নামে ওর কাছে কত কথা বললে সে বেলা কিছু হল না। আমি তো বাবা সেই কথাই বলিছি। মিথ্যেই যদি হবে তো ছোট কচি

তখন মঙ্গল মিস্ত্রীকে দু কথা শুনিয়ে দিলেই পারতো। আমরাও সমঝে যেতুম। তখন তো দেখি রা কাড়লে না ছোট কচি।

ছোট কচি। ছোট কচি কি বলবে তখন। আর মঙ্গল মিস্ত্রীকে কি তোকে নতুন করে চেনাতে হবে!

ওসমান। শালা একের নম্বর বিলাক্ লেগ্, ও শালা আসে কেন এখানে!

ছোট কচি। আসে কেন—কাজে আসে। সে বোঝ না! কিন্তু সে দু কথা বলে গেলেই শালা তোমার আমার যদি মাথা ঘুরে যায় তো ইউনিয়নে আছি কেন। সে তো বলবেই।

গিট্টু। নগিনটা বড্ড কানপাতলা।

নগিন। যা শালা তুইও তো সায় দিচ্ছিলি এতক্ষণ।

গিট্টু। সায় দিচ্ছিলি এতক্ষণ…ঐ জন্যেই ওসমান দেখি সব সময় শালা মুখ গোমড়া করে আছে।…যাক ভাই কিছু মনে করিসনি ওসমান।

ওসমান। যাক যাক ঢের হয়েছে, আমি ও-সব কথা শুনতে চাই না। ও সে কার কথায় কে কি ভাবল আর বললে,…আরে শালা এই যদি করবে তো লড়বে কখন! দিল্লাগির সময় এটা! আর দু রোজ বাদে কারখানায় ধর্মঘট করতে যাচ্ছিস তোরা! লজ্জা করে না!

নগিন। ধর্মঘট করবো তার আবার লজ্জা কিসের?

ওসমান। ধর্মঘট করবো, মুখে তো দেখি কিছুই আটকায় না।…শালা এই হিম্মত নিয়ে ধর্মঘট করবে! ভেসে যাবে, বুঝলে ভেসে যাবে। ঐ মঙ্গল মিস্ত্রী এসে একটি ভাঁওতা মারবে আর দেবে ফাঁসিয়ে বিলকুল।

গিট্টু। আরে রাখ রাখ ভাঁওতা মেরে ফাঁসিয়ে দেবে সব সম্বন্ধী!

ছোট কচি। দেবে কি দিয়েছে তো। এই গ্যাখ না কাল রাতে মঙ্গল মিস্ত্রী এসে একটা চাল মেরে গেল, আর অমনি তোরা তার কথামত

আজ ইউনিয়নের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস ; চাপাচ্ছিস কিনা উত্তর দে ! তো ফাঁসাবে না কি বলছিস !

গিট্টু। আরে ওটা তো কথার পিঠে কথা, তাই বলে কি আর সত্যি সত্যি বলিছি।

ওসমান। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা তুমি ঠিক করছো যাও, ঠিক করেছো। এই করে ধর্মঘট বানচাল হয়ে যাক, তারপর বলো আমরা কি আর সত্যি সত্যি বানচাল করিছি।

নগিন। ধর্মঘট বানচাল করার কথা ওঠে কিসে রে, খুব…ঐ পিসিমা পিসিমা ভাব দেখাসনি ওসমান বলছি। শালা ইউনিয়ন তোর, ইউনিয়ন আমারও আছে।

ওসমান। আরে হাঁ হাঁ রোয়াবী মারিস না বেশী নগিন। ইউনিয়ন তোর তো বেইজ্জতি করিস কেন ইউনিয়নের। মঙ্গল মিস্ত্রীর কথামত পণ্ডিতের নামে যা তা বলিস্ কেন ? পণ্ডিতের নামে একটা খারাপ কথা বললে যে ইউনিয়নেরই ইজ্জৎ চলে যায়, এই কথা বুঝিস না কেন ?…বাইরের লোক কে কি বলেছে সেই কথামত তুই ঘরের মা-বোনের ইজ্জৎ যাচাই করবি ! বোল !

নগিন। বড় বেশী বাড়াচ্ছিস ওসমান। এটা ঠিক না…নগিন বেইমান না।

ওসমান। তো করিস কেন বেইমানি !

নগিন। কে বেইমান, তুই চুপ কর। একদম চুপ…

ওসমান। হাঁ হাঁ তো লে লে (বড় একটা চাকু ফেলে দেয় নগিনের সামনে) লে, দেখা দে আব ইমান…লে, মার, মার (নিজের গলাটা এগিয়ে দেয়)

নগিন। বেইমান—ন—ন—ন। (কেঁদে ফেলে)

(ঈশ্বর পণ্ডিতের প্রবেশ। মাথায় পট্টি বাঁধা, হাত গলার সঙ্গে ঝোলান।
সঙ্গে দু-তিন জন সহকর্মী মজুর)

ছোট কচি। আরে পণ্ডিত তুমি…

ঈশ্বর। এই যে।

ছোট কচি। তুমি, এ কি, কি হল কি?

ঈশ্বর। (চা চায়) এ বাবা…থোড়াসে…উঁ, কি জানি বাবা কাল রাতে কারখানা থেকে বাড়ী ফেরবার পথে পেছন থেকে এসে কে যেন লাঠি চালালো, (মাথার পট্টি দেখিয়ে) এটা তেমন কিছু না, হাতটাই চোট খেয়েছে জোর! অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতেও পারলাম না—তা দুটো হাঁক ডাক করতেই দেখি দোড়ে পালিয়ে গেল লোকটা।…বাজে বদমাইস টদমাইস হবে…তারপর এখানে গোলমালটা কিসের?

ওসমান। বলছি, তারপর শুনি তোমার ঘরে না'কি কাল বড়বাবু এয়েছেলো?

ঈশ্বর। আরে হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলতে এলুম।…বড়বাবু এল,…শুধু এল, গাড়ী চড়িয়ে আবার কারখানায় নিয়ে গেল। তারপর কথায় কথায় সেখানে বাধল ঝগড়া, আমি রাগ করে বেরিয়ে এলুম… বাড়ী ফেরবার পথে তো এই কাণ্ড। এখন বোঝ ব্যাপার।

ছোট কচি। তবে ডেকে লিয়ে তো ভাল রসের কথা শুনিয়েছে দেখছি।

কচি। নগিন?

ওসমান। গিট্টু, নগিন, একবার মেপে দেখবি নাকি পণ্ডিতের গর্দানাটা!

ঈশ্বর। কি ব্যাপার কি, ওসমান? নগিন!

(নগিন, গিট্টু মাথা নিচু করে এক দিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য দিকে রইল ওসমান, ছোট কচি,—মাঝখানে ঈশ্বর পণ্ডিত)

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

২য় দৃশ্য

কারখানায় বিশ্বকর্মা পূজো হচ্ছে। এই উপলক্ষে মিঃ সেন ও মিঃ সেনের বাবা উদ্যোগী হয়ে শ্রমিকদের আনন্দ-বাসরে উপস্থিত হয়েছেন। দূরে ডায়াসের ওপর বসে আছেন মিসেস্ সেন। সাবিত্রী দেবীও উপস্থিত আছেন। আর আছেন কারখানার বড় বড় কর্মচারীরা। করগেটের টিনের খোলা দরজা দিয়ে ডায়াসটাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শ্রমিক সমাবেশ দেখা যাচ্ছে না। সামনেটা বেশ সাজানগোছানো—লোহার গেটটার দু পাশে দুটো জলপূর্ণ মেটে কলসী ডাবসহ ঠেসান দেওয়া রয়েছে দুটো কলাগাছের গায়ে। মাঝে মাঝে হৈ চৈ চেঁচামেচি হচ্ছে—বোঝা যাচ্ছে কারখানার ভেতরে অগণিত শ্রমিক মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে। স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে জাতীয় পতাকা গেটের মাথায় বেশ জাঁক-জমক সহকারে উড়িয়ে দিয়ে তার ওপর flashlight ফেলা হয়েছে। করিডরে পায়চারি করছে মহাবীর ও আরও কয়েকজন সশস্ত্র সান্ত্রী। মাঝে মাঝে বাইরে মোটর গাড়ীর হর্ন বেজে উঠছে, আর তার একটু পরেই হাতে হাত ধরে প্রবেশ করছেন দেশী বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ-পরা সমাজের হোমরা-চোমরারা। প্রথম থেকেই লাউড স্পীকারে কি যেন একটা গান বাজছিল। সভা আরম্ভ হতেই সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল।

পর্দা উঠতেই কবিকে আবৃত্তি করতে শোনা যেতে থাকে।

(আবৃত্তি)

কবি। দুনিয়ার ভাই পড়ে কি দেখেছ নতুন উইলখানা
কার ভাগে কত পড়েছে হিসেবে গড়পরতায় সোনা ;
দিন এসে গেছে বাহারী রঙীন সার্থক কামনার
চরাচরে আজ তারি পরোয়ানা সমান বাঁটোয়ারার।
বিষয়-আশয় মোহ-মদিরায় সোনার মূল্য ভাই
কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই বোঝ এই মজাটাই ;
হিসেবের কড়ি চিৎ হয়ে গেছে কাল-পুরুষের হাতে
হাঁড়ি-কুড়ি আর ছাতুর সরাটা ভাঙবে না এক লাথে।

পেয়েছে যে বহু চোখে তার লঘু মনের শান্তি নাই
ঠকা পড়েছে যে আজ সে হাসিছে কাঙ্গালেরই হল ঠাঁই ;
বড় যে বড়ই চিরদিনই বড় টাকা আছে কিবা নাই
কানা কড়ি নিয়ে টানাটানি করে কি ফল ফলিবে ভাই।

সোনার মূল্য দেব তো তবেই বিনিময়ে দিলে সুখ
সুখ তারে কই অনুখন যাহা দেয় নব নব দুখ ;
সোনা যার আছে দুখ তার নাই বৈভব হল মিছে
যার কিছু নাই সব তার আছে দাম মিলে গেছে পিছে।

শ্রমিক রাখুক মালিকের মান মালিকেও শ্রমিকের
হাত হেতেরের হয়ে যাক মিল বৈভবী ধনিকের ;
দুইখানা হাতে গড়ে তো উঠুক মাটিতে স্বর্গধাম
আমি কবি গাই শুধু জয়গানে অমৃতত্বের নাম।

মালিক-মজুরে রাজার-প্রজায় মিটে যাক সব গোল
দুনিয়াদারীর রঙ্গ-মেলায় ভেদাভেদ সব ভোল ;
বিরোধের আজ হল অবসান থেমে গেল সংগ্রাম
ঝুটা মানিকের মোহ গেল টুটি নেমে এল বিশ্রাম।

(আবৃত্তি শেষ হলে ডায়াসের লোকেরাই হাততালি দিল, শ্রমিকরা নয়)

সেন সাহেবের বাবা। অসুস্থ বিধায় আমি আর পূর্বের মত এখন কারখানায় আসতে পারি না ; কিন্তু তবু কারখানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় খোঁজ-খবর আমি এখনও রাখি এবং অবস্থা বিশেষে যতটুকু সম্ভব, কারখানার কাজে আমি এখনও সহায়তা করে থাকি।...একদিন এই কারখানা ছিল ছোট, আয়তনে ও ব্যবসায়ের দিক থেকে এর প্রসার ছিল নগণ্য, কিন্তু স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশের মধ্যে আজ ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী বলতে গেলে শীর্ষ-স্থান

লাভ করতে চলেছে (মাথা নাড়ানাড়ি)—এটা খুবই গৌরবের বিষয়। আজ এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশেও এর সুখ্যাতি অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে। এখন শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের এই ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী যে দিন স্বাধীন দেশের মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর সম-মর্যাদা দাবী করতে পারবে, সেই দিনই আমাদের আজীবন শ্রম-সাধনা সার্থক হবে বলে আমি মনে করব।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আজ এই ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর শ্রী ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বাগ্রে তাদেরকেই আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি বলছি সাধারণ কর্মচারী ও শ্রমিকদের কথা—যারা এই জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ। বিশেষ করে নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও যে দৃঢ়তার সঙ্গে, যে নিষ্ঠার সঙ্গে তারা কাজ করেছেন সে জন্য তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর সেই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে কোম্পানী খুশি হয়ে ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক কর্মীকে একযোগে দু মাসের বোনাস দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। (উল্লাস ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল) আগামী মাসের মাইনের সঙ্গেই তাঁরা এই পুরস্কার লাভ করবেন।

আশা করি, কোম্পানীর এই ঘোষণা আপনারা সকলে খুশি হয়ে মেনে নেবেন এবং আগামী বৎসরে এমন দিনে যাতে করে কোম্পানী আবার এই ঘোষণা করতে পারে তজ্জন্য কারখানাকে আপনারা সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে এল। এক দিক থেকে এটা সুখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের মত আমাদের দেশেও

অনিবার্যভাবে যে ব্যাপক সংকট দেখা দেবে সে সম্বন্ধেও আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। সম্মুখে বাধা অনেক—সমস্যা অসংখ্য, কিন্তু সমবেত সহাযোগিতার বলে আশা করি আমরা সে দুর্দিনও কাটিয়ে উঠতে পারবো। মালিক আসবে মালিক চলে যাবে, শ্রমিক আসবে শ্রমিক যাবে, কিন্তু ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—তবেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই মহৎ কাজে শ্রীভগবান্ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(ডায়াসের ওপর হাততালি পড়ল আর শ্রমিকরা বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি ও উল্লাস প্রকাশ করল—একযোগে নয়। উঠে দাঁড়াল এবার মঙ্গল মিস্ত্রী। গোলমাল শুরু হল)

মঙ্গল মিস্ত্রী। মাননীয় সরকার বাহাদুরের ঘোষণা আপনারা শুনলেন। আশা করি এতে আপনারা খুব সন্তুষ্টই হয়েছেন! কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে, এই বোনাসের দাবী আপনারা করবার আগেই কোম্পানী খুশি হয়ে আপনাদের দিয়েছেন। সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমি সরকার বাহাদুরকে এজন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অতীতেও আন্তরিকতার সঙ্গেই কাজ করেছি—বোমা ও দুর্ভিক্ষের সময়ও কাজে আমরা এতটুকু অবহেলা করিনি—সে কথা সরকার অবগত আছেন। ভবিষ্যতেও আমরা সে দায়িত্ব পালন করবো…শ্রমিকরা নেমকহারামী কখনই করবে না। শেষকালে আমি আবার বলি, যে সরকার বাহাদুর অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেও আজকে আমাদের এই উৎসবের দিনে যে ঘোষণা করে গেলেন তার জন্যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি বলবো সরকার বাহাদুর, আপনারা বলবেন জিন্দাবাদ। —সরকার বাহাদুর…

জিন্দাবাদ (মুর্দাবাদও শোনা গেল)

ন্যাশনাল ফ্যাক্টরী—

(তুমুল হট্টগোল)

[মিঃ সেনের বাবা, মিঃ সেন, কবি, মিসেস্ সেন ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বেরিয়ে এলেন খিলেনের পথ ধরে। পেছনে পেছনে এল মঙ্গল মিস্ত্রী আর কিছু শ্রমিক। ভেতরে তুমুল হট্টগোল চলেছে। পণ্ডিত লাফিয়ে ওঠে ডায়াসে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে থাকে। ডায়াসের ওপর তখনও কিছু নিম্নপদস্থ বাবু কর্মচারীরা বসে থাকেন]

পণ্ডিত। ভাঁইয়ো ঃ বহুৎ আপশোষ কি বাত ইয়ে হ্যায় কি···শুনিয়ে ভাইয়েঁা···(ভীষণ চিৎকার। লাঠিসোঁটা উঁচিয়ে কারা যেন পণ্ডিতকে আক্রমণ করতে যায়, দেখা যায়। ঢিল মারছে কারা যেন পণ্ডিতকে। পণ্ডিত হাত তুলে সেগুলো রুখছে আর চেঁচাচ্ছে)

আরে বাবা এয়সা গোলমাল করনেসে কুছ শুনা নেহি জায়েগা।··· মোখালিফ পার্টি কি তরফসে সব কুছ বোলা গিয়া, আব হামারি তরফসে কুছ বোলনেকা মৌকা দো।···শুনিয়ে ভাইয়োঁ, মারপিট করনেসে কিসিকা ফায়দা নেহি হোগা···ভাইয়োঁ শুনিয়ে (হাত জোড় করে) ম্যয় হাত জোড় কর আপ লোগোঁসে আরজ করতাহুঁ ···বৈঠ যাইয়ে আপলোগ···ভাইয়োঁ শুনিয়ে···

[কয়েকজন মজুর ডায়াসের ওপর লাফিয়ে উঠে পণ্ডিতকে ঘিরে দাঁড়াল। গোলমাল তখনও চলছে]

[অন্ধকারে পটক্ষেপ]

৩য় দৃশ্য

মিঃ সেনের আপিস ঘর। মিঃ সেন অনুপস্থিত—চেয়ারটা শূন্য পড়ে আছে। Lunch থেকে এখনও ফিরে আসেননি। শুধু ম্যানেজার রেবতী ঘোষ ও মিঃ মুখার্জি সেন সাহেবের ঘরে বসে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করছেন।

মিঃ মুখার্জি। কী কাণ্ড বলুন।...এইবার দেখুন কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। হুঁঃ।

রেবতীবাবু। তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। শুনলেন কৈ আপনারা!

মিঃ মুখার্জি। কি শুনলেন কৈ, আমি বলিনি! বলিছি কি না বলুন আমি আপনাকে।...তা আপনি তখন একটা কথাও বললেন না, স্রেফ হুঁ দিয়ে গেলেন সাহেবের কথায়। এখন সামলান তাল, ম্যানেজার হয়েছেন!

রেবতীবাবু। কি, আমি এর ভেতরে নেই। সে বুঝবেন আপনি আর সাহেব।

মিঃ মুখার্জি। ওঃ, খুব যে বলে নিচ্ছেন আড়ালে! হাঙ্গামাটা বাধুক না একবার দেখি।...আরে মশাই হাজার হলেও যুগের হাওয়া গেছে পালটে; ঝট করে এখন একটা কাজ খেয়াল মাফিক করে ফেললেই কি আর হয়! আগে হতো, সে দেখিছি দাদামশাইর আমলে জমিদারীতে...এখন প্রতিপত্তি কতো ছোটলোকের!

রেবতীবাবু। কি বলব বলুন! ম্যানেজারী যা করছি তা তো জানতেই পারছি।

মিঃ মুখার্জি। কেন টাকা তো ভালই পাচ্ছেন!

রেবতীবাবু। হ্যাঁ, টাকা পাচ্ছি বটে, কিন্তু তাই বা কৈ! ছ-সাত শো টাকা কি আবার টাকা নাকি এই বাজারে। এক এই

কলকাতার সংসারের খরচ যোগাতেই আমার চার-পাঁচ শো টাকা বেরিয়ে যায়। তার ওপর আবার দেশের সংসার আছে, নিজের পকেট-খরচা বাবদও কিছু টাকার দরকার হয়...পোষায় কি করে বলুন?

মিঃ মুখার্জি। কেন, সাত শো টাকা তো আপনার এলাওয়েন্স টেলাওয়েন্স ধরে মাইনের মধ্যেই পড়ল। কিন্তু তার ওপর কমিশনটা যোগ করুন।

রেবতীবাবু। কি, whole sale-এর ওপর। সেটা পেলে তো চুকেই যেত ল্যাঠা। কিন্তু দিচ্ছে কে।

মিঃ মুখার্জি! কেন, এইবার হয়ে যাবে।

রেবতীবাবু। হ্যাঁ হচ্ছে! আজ না কাল করতে করতে হচ্ছে তো আজ এক বছর ধরে।...আর হলে আপনিও তো পাবেন।

মিঃ মুখার্জি। আশা তো রাখি। এখন...আচ্ছা দিচ্ছে না কেন বলুন তো এখনও।

রেবতীবাবু। হাড় কেপ্পন, দেখছেন কি। টাকা কি সহজে ছাড়তে চায়! দিতে একেবারে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর কলজে ফেটে যাচ্ছে।

মিঃ মুখার্জি। দেবে দেবে, এইবার দিয়ে দেবে। এই তো সেদিনও নানান্ কথা হচ্ছিল সাহেবের সঙ্গে...

রেবতীবাবু। তাই নাকি?

মিঃ মুখার্জি। হ্যাঁ, তা সে এ সব কথা না, ওদিকে খুব হুঁশিয়ার, হুঁঃ; কথা হচ্ছিল এমনিই সব ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে... মন্দ বলছিল না...বেশ বোধ আছে লোকটার মশাই!

রেবতীবাবু। তা আছে, এমনিতে যাই বলি না কেন, লোকটার... দেখিছি তো!

মিঃ মুখার্জি। আচ্ছা রেবতীবাবু!

রেবতীবাবু। উঁ।

মিঃ মুখার্জি। আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছিলাম…

রেবতীবাবু। কি?

মিঃ মুখার্জি। আচ্ছা সাহেবের পারিবারিক জীবনটা কি রকম! কথায়-বার্তায় বেশ মনে হল সেদিন যেন কোথায় একটা কাঁটার মত বিঁধে আছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।

রেবতীবাবু। কেন জানেন না…ওর স্ত্রী তো শুনি পাগল!

মিঃ মুখার্জি। পাগল! আপনি ঠিক জানেন?

রেবতীবাবু। ঠিক মানে…

মিঃ মুখার্জি। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা ঠিক নয়।

রেবতীবাবু। তা হলে আপনিও ধরেছেন ব্যাপারটা।

মিঃ মুখার্জি। না, ধরিছি মানে…এই তো সেদিনও দেখলুম মশাই বউটাকে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। বেশ ধীর স্থির, পাগল বলে তো ঘুণাক্ষরেও মনে হল না।

রেবতীবাবু। ঠিকই ধরেছেন। বউটি পাগল একেবারেই নয়, সাহেবই ওকে পাগল সাজিয়ে রেখেছে। ঐ যে কে এক সাবিত্রী দেবী আছেন না, কবিপত্নী…হচ্ পচ্ ব্যাপার মশাই সব বড়লোকের আর বলব কি! অমন সুন্দর বউ থাকতে…হুঁঃ

মিঃ মুখার্জি। কবি-বন্ধুটি খুব এক্‌সপ্লইট্ করছে, না?

রেবতীবাবু। এখন কে যে কাকে এক্‌সপ্লইট্ করছে বলা মুস্কিল। কবিই সাহেবকে ঠকাচ্ছে, না সাহেবই কবির মাথায় হাত বুলোচ্ছে……any way ব্যাপারটা খুব unholy লাগে আমার কাছে।

(নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। তারপর গেলেন কোথায় সাহেব ?

মিঃ মুখার্জি। একটু বেরিয়েছেন। হয় তো লাঞ্চ সেরে আসবেন।

রেবতীবাবু। তা গিয়েছেনও তো অনেকক্ষণ হল।

নকড়ি। অনেকক্ষণ! কতক্ষণ, আধ ঘণ্টা ?

মিঃ মুখার্জি। হ্যাঁ তা হবে, আধ ঘণ্টার বেশীই হবে।

নকড়ি। অ, তা হলে এক্ষুনি এসে পড়বেন।

রেবতীবাবু। হ্যাঁ, এই এলেন বলে আর কি। তা তাড়া কিসের এত, বসো না।

নকড়ি। না তাড়া মানে—আপনি না তাড়ালেই বসি।

রেবতীবাবু। বসো বসো। তোমায় তাড়াবো আমি! কোম্পানীর লক্ষ্মী পেঁচা হয়ে বসে আছ তুমি···নাও সিগারেট খাও।

(কেশ খুলে ধরেন)

[মিঃ সেনের প্রবেশ। সকলে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়]

মিঃ সেন। বসুন বসুন।···তারপর নকড়ি।

(সকলের আসন গ্রহণ)

নকড়ি। ওদের সব নিয়ে এসেছি।

মিঃ সেন। উঁ, হুঁ—শুনছি সব, বসো।

(সিগারেট ধরায়)

মিঃ মুখার্জি। (রেবতীবাবুকে) আমি আসছি। (নকড়িকে) আপনি একটু শুনবেন।

নকড়ি। আমাকে বলছেন! অ—

[মিঃ মুখার্জি ও নকড়ির প্রস্থান]

মিঃ সেন। রেবতীবাবু, আপনি নিশ্চয়ই যাচ্ছেন না এক্ষুনি।

রেবতীবাবু। না।

মিঃ সেন। একটু বসে যান kindly.

মিঃ সেন। এখন yesterday-র কথা বলছি আমি; কালকে after the announcement আমরা তো চলে গেলুম···তারপর কারখানায় শুনলুম গণ্ডগোল হয়েছিল। আপনি খবর রাখেন!

রেবতীবাবু। আমিও অবিশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিছলাম, তবে ব্যাপারটা খানিকটা জানি।

মিঃ সেন। কি সেটা বলুন আমায়! এ যে দেখছি যাই করো কিছুতেই নিস্তার পাবার যো নেই। বেটাচ্ছেলেদের কৃতজ্ঞতা বলে কি কোন বোধ নেই, দু মাসের bonus declare করলুম! হুঁ, ব্যাপারটা কি শুনি।

রেবতীবাবু। ব্যাপার মানে পণ্ডিতদের যে একটা পাল্‌টা দল আছে, সে তো আপনি জানেনই। এখন ওদের ইচ্ছে ছিল যে বোনাস বাদেও, ···কিছু দিন আগে ওরা যে কতকগুলো দাবী-দাওয়া করেছিল না···

মিঃ সেন। দাবী-দাওয়া দেখুন আমি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি এবারে। হ্যাঁ, তারপর···

রেবতীবাবু। তা ভেবেছিল যে এই সঙ্গে তার কিছুটা অন্তত বুঝে নেয়। কিন্তু মঙ্গল মিস্ত্রীর দল নাকি সে কথায় রাজী হয়নি··· এই আর কি গণ্ডগোল। ওরা বলে ধর্মঘট করতে হবে, আর এরা বলে তা হয় না। শেষ পর্যন্ত শুনলুম বেশীর ভাগ মজুরই ধর্মঘটের পক্ষপাতী নয় বলে আপাতত ধর্মঘটের ব্যাপারটা ইউনিয়ন নাকি বাতিল করেছে! এই···তা হাঙ্গামা যা হয়েছে এইটুকুই।

মিঃ সেন। না শুনলুম লাঠি-সোঁটা চলেছে।

রেবতীবাবু। লাঠি হয়তো এনেছিল কেউ কেউ, কিন্তু খুন-জখম তো

জানি কেউই হয়নি। আর বেটাদের কথা বলবার ধরনটাই এই রকম যেন সব সময় যুদ্ধ্ করছে মনে হয়। সাম্য ভাব তো কখনই দেখলুম না।

মিঃ সেন। তা হলে ধর্মঘটের ব্যাপারটা যে ইউনিয়ন বাতিল করছে, এটা পাকা খবর তো?

রেবতীবাবু। আমি তো যতদূর জানি পাকা খবর বলেই জানি, এখন···আজকে অবিশ্যি আরও খবর পাব।

মিঃ সেন। যা হোক নিজেদের সুবুদ্ধিতে যদি বাতিল করে তবেই ভাল। নইলে ধর্মঘটের হুমকি কিন্তু আমি কিছুতেই সহ্য করব না এবার, এ আমি বলে দিচ্ছি। আপনি দেখুন ব্যাপারটা কি! Any sort of action which hampers the cause of the company must be ruthlessly dealt with. Of course, unnecessary provocation যেন কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া না হয়। মুখুজ্জ্যেকে এ বিষয়ে আপনি একটু সাবধান করে দেবেন। Threatening always must be the means to an end—এটা ভুললে চলবে না। যান, আপনি দেখুন।

(নকড়ির প্রবেশ)

নকড়ি। ওদের সব নিয়ে এয়েছি, ভেতরে আসবে?

মিঃ সেন। হ্যাঁ ভেতরেই আসতে বলো, আর মুখুজ্জ্যেকে এখানে আসতে বারণ করে দাও। They may be somewhat prejudiced by his presence. ভাবতে পারে আবার হয়তো মারবে ধরবে। রেবতীবাবু একটু বসে যান।

[নকড়ির প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ ; সঙ্গে আট দশ জন ময়লা কাপড়ে মাথা ঢাকা ত্রস্ত মজুর]

নকড়ি। এই যে, আও ভিতর আও। উধার যাকে ঠারো। বাবু তুমসে

বাত-চিত করেগা।...যাও, উধার যাকে বৈঠ, হুঁ, যাও উধার, একদম উধার...

জনৈক শ্রমিক। হাঁ বাবা।

মিঃ সেন। তুমহারা সর্দার কোন্ হ্যায় ?

নকড়ি। বোলো, পুছতা হ্যায়। বাত করো।

জনৈক বৃদ্ধ শ্রমিক। সর্দার তো কোই নেহি হ্যায় সরকার। হাম লোগ তো এসেহি...

মিঃ সেন। তুমহারা নাম কেয়া হ্যায়।

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী !

মিঃ সেন। নাম কেয়া হ্যায় তুমহারা ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হামারা নাম রামখেলন।

মিঃ সেন। রামখেলন।

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ।

মিঃ সেন। ঘর কাঁহা ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী দারভাঙ্গা।

মিঃ সেন। দারভাঙ্গা জিলা, কাঁহা ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী চিকড়িঘাট।

মিঃ সেন। চিকড়িঘাট, নয়া সড়কসে কেত্নি দূর ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী পাঁচিশ মাইল।

মিঃ সেন। পাঁচিশ মাইল।

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ।

মিঃ সেন। নয়া সড়কসে পশ্চিম তরফ ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ পশ্চিম তরফ, (সঙ্গীদের প্রতি) সরকার তো সব জান্তেহি হ্যায়। (ক্ষীণ হেসে সায় দেয় সব)

মিঃ সেন। ঔর, ইন লোগোঁকা…

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী সরকার কোই কো জিলা দারভাঙ্গা, ঔর কোই কো ছাপরা জিলা—

মিঃ সেন। সব বিহার কা আদমী হ্যায় ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী সরকার বিহার।

মিঃ সেন। উঁ…আচ্ছা আব তুমহারা কেয়া কাম করনেকা মতলব হ্যায় ইয়া নেহি ?

বৃদ্ধ শ্রমিক ও আর দু-একজন। আপহিঁ কা কৃপা হ্যায় জী সরকার।

মিঃ সেন। কৃপা হো তো কাম করোগে তো ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ সরকার, কামকে লিয়ে হাম সব তো তৈয়ার হ্যায়, লেকিন…

মিঃ সেন। লেকিন কেয়া, হাম তুম লোগোঁকো ফির কাম দেগা। খিলানেওয়ালা তো চাহাতা মগর ছিনলেনেওয়ালাকে সাথ তো অলগ ব্যবহার করনা পড়তা হ্যায়। ঠিক হ্যায় তো ?

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী হাঁ সরকার, ঠিকই বাত হ্যায়।

সমস্বরে। ঘাট হো রাজাজী, হামলোগ ঔর কভি কুছ নেই বোলেগা।

মিঃ সেন। তুম কম্বল মাঙ্গরাহা, বালটি মাঙ্গরাহা, বাত্তি মাঙ্গরাহা—উ তো হাম সব মান লিয়া। মান লিয়া কেঁও কি ইয়ে চীজ নেই মিলনেসে তো কামকা বহুৎ অসুইস্তা হোতা হ্যায়। ব্যস, উ মান্ লিয়া তো ফিন তুম নয়া দাবী পেশ কর দিয়া—কেঁও কি মজুরী বঢ়ানা চাহিয়ে। ইয়ে কেয়া বেইমান নেমকহারামকো কাম নেহি হ্যায় ? ঔর ইস্ লিয়ে তুম লোগ বিলকুল মজদুরোঁকো বোলতে রহে কি কোম্পানীকা কাম ছোড় দেও—ইয়ে কেয়া ইমানদারী হ্যায় ?

সমস্বরে। কসুর মাফ কিজিয়ে সরকার।

মিঃ সেন। কেত্নি দফে হাম তুম সর্দার লোগোঁকো বোলা হ্যায় কেয়া ইয়ে অর্ডার ঠিক ঠিক supply করোগে তো কোম্পানীসে লেবারকো বহুৎ বকশিশ্ মিল যায়েগা। ব্যস্ শুনাই পড়তা নেহি। উ যব মিলেগা তব মিলেগা, মগর মজুরী বঢ়ানেকে লিয়ে যো দাবী পেশ কিয়া হ্যায় আবভি উ মান লেও তুম,—মতলব ইয়ে থা কি নেহি ?

সমস্বরে। কসুর মাফ কিজিয়ে সরকার, ঔর কব্ ভি এইসা না হোগা। গোড় লাগতাঁহু মেরে রাজা।

মিঃ সেন। আব দেখো, মন ঠিক কর লেও। হামরে ইঁহা কাম করো তো করো, ঔর নেই তো দুসরি জাগা পর কাম দেখো।...

বৃদ্ধ শ্রমিক। নেহি ও তো ঠিক বাত হ্যায় জী সরকার। হামকো কুছভি কাম দিজিয়ে কৃপা করকে। উ তো করনাই হোগা,—ঔর দুসরি জাগাপর হামকো কোন্ কাম দেগা সরকার।

মিঃ সেন। দেখো গোলমালওয়ালা আদমী হাম নেহি হ্যায়। মগর হল্লামচানেওয়ালেকে সাথ হামারা কভি নেহি আপোষ হো সকতা।

বৃদ্ধ শ্রমিক। জী সরকার।

মিঃ সেন। তো যাও, শান্ত হোকে আপনা আপনা কাম করো। সব কুছ্ আচ্ছা হো যায়েগা...(নকড়িকে দেখিয়ে) ইয়ে বাবুকো সাথ যাও, সব কুছ বন্দবস্ত্ কর দেগা।

নকড়ি। মন ঠিক করকে কাম করেগা, আঁ। ইয়ে সরকার, ইন্ সরকারকি কৃপাসে কমসে কম লাখো আদমীয়োঁকো রোজ ভর পেট খানা মিলতা হ্যায়, ঔর তুম লোগ, কেয়া বোলেগা বাবা তুম তো সব বুদ্ধু আদমী হ্যায়,...তো চলো, চলো !

[সকলে গড্ডালিকা প্রবাহে প্রস্থান করে]

মিঃ সেন। (রেবতীবাবুকে লক্ষ্য করে) বেটারা একেবারে বেপরোয়া

ভাবে ভূত। এদের আবার ইউনিয়ন, এদের আবার দাবী··· silly ideas.

(হঠাৎ নেপথ্যে ভীষণ গণ্ডগোল শোনা যায়)

(খানিকক্ষণ কান তারিয়ে শুনে) খুব একটা গণ্ডগোল চলছে বলে মনে হচ্ছে না রেবতীবাবু ?

রেবতীবাবু। হ্যাঁ, ব্যাপার কি ? (উঠে দাঁড়ান। মিঃ সেনও জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান) কারখানার বাইরে হল্লা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

(মুখুজ্জ্যের প্রবেশ)

মিঃ সেন। What's the trouble, মুখুজ্জ্যে ?

মিঃ মুখার্জি। কি, আপনি এখন বেরুচ্ছেন নাকি ?

মিঃ সেন। হ্যাঁ কেন ?

মিঃ মুখার্জি। একটু বসে যান, গণ্ডগোলটা থামুক।

মিঃ সেন। গণ্ডগোল থামবে ? কেন কি, ব্যাপার কি ?

মিঃ মুখার্জি। নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছে বেটারা। মঙ্গল মিস্ত্রীর যেমন সব ব্যাপারেই আগ বাড়িয়ে গিয়ে কথা বলা অভ্যেস —দিয়েছে আচ্ছা করে মার।

রেবতীবাবু। কে, মারলো কারা, পণ্ডিতের দল নাকি ?

মিঃ মুখার্জি। আরে না মশাই, ওর নিজের দলের লোকেরাই ধরে পিটে দিয়েছে। অত খবরদারী সইবে কেন ? আরে দল সামলাবি তা কি ঐ করে সামলাতে হয় নাকি—ও বেটা নিজের দলের লোকগুলোকে ধরে পিটবে, মারবে, গালাগালি দেবে, চাকরি বাতিল করবার হুমকি দেখাবে—অতটা কখনও সহ্য করে।

মিঃ সেন। রেবতীবাবু, এই মাত্তর আমি বলছিলাম না যে unnecessary provocationএর ফল বড্ড খারাপ হবে। হুঁ, আচ্ছা

মঙ্গল মিস্ত্রীর এতটা সাহস আসে কোত্থেকে—সাধারণ মজুরদের ওপর এই রকম হামলা করতে তো কেউই তাকে বলেনি! আসল কথা হচ্ছে you want to wash your hands clean of these bothering responsibilities and hope to get it done by some other hand like Mangal Mistry's. And why—you ought to have interfered in such matters. Jobটা কি আপনার, বলুন!

মিঃ মুখার্জি। যা বলছেন তাই করছি।

মিঃ সেন। ও যা বলছি তাই করছো! But I ask you why don't you know your own job. যা বলছেন তাই করছি। —ধন্য হয়ে গেলুম আর কি! নিজের কোন initiative নেই। দেখছেন চারদিক থেকে কারখানায় এখন নানা রকম হাঙ্গামা হচ্ছে...But you,—you are always waiting for orders to come...You have no right to spoil your soul. At least I did not teach you this lesson. This very unfortunate Mukherjee, very unfortunate.

[মিঃ সেনের প্রস্থান]

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ দৃশ্যসজ্জা। চায়ের দোকান—বেঞ্চের ওপর ভিড়টা এখনও ঠিক জমেনি, তবে চায়ের দোকানের ভেতরে লোক ঘুর-ঘুর করছে দেখা যাচ্ছে। একখানা ভাঙা বেঞ্চে চিৎপাত হয়ে শুয়ে কে যেন মিঠে সুরে কাওয়ালী ভাঁজছে। শ্রমের অবসাদ ঝিমিয়ে প'ড়েছে সুরের রেশ ধরে। চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চে বুধাই ও দু-চারজন মজুর—বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে।

বুধাই। (চায়ের দোকানের ভেতরের লোকদের কথার প্রত্যুত্তরে বুধাই ঝামটা মেরে বলে ওঠে) কে বলেছে কে তোকে শুয়েছিল? শুয়েছিল! শালা আমার চোখের সামনে ঘটল আর আমি জানি না! বাজে বাত্‌ বলছিস্‌ কেন!···কে, সাত জুতোর বাড়ি খাব যদি শালা মিথ্যে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাব।

(চায়ের দোকানের ভেতরে একটু হল্লা হচ্ছে। কে যেন ভেতর থেকে উত্তর করে)

জনৈক শ্রমিক। (নেপথ্য থেকে) খাবি!

বুধাই। আলবৎ খাব।···জানে না শোনে না, বাজে রোয়াবী ছাড়ছে।·· এ বাবা, জানো মাইরী এমন হারামীর বাচ্ছা শালা।··· (দোকানীকে) এ বাবা, বলছে কাজ ছেড়ে দিয়ে গা জুড়োবার আর জায়গা পেলে না! কারখানা কি আরাম করবার জায়গা···এই বলতে না বলতে মেরেছে শালা ঠোক্কর। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই বেটাকে মেশিনে চাপিয়ে—সিককাবাব হয়ে বেরিয়ে আসুক।··· দেখছিস্‌ আঙুলে পট্টি জড়িয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে আর চেঁচাচ্ছে···শেষ

কালে ঠোক্কর মেরেও যখন গায়ের জ্বালা গেল না তখন দিলে শালা ছেঁটে, লাও।...নাঃ, আবার বাধালে গোলমাল বুঝলে! এ বাবা, এবার শালা এস্পার কি ওস্পার—জানলে!

(চার পাঁচ জন লোকের একটা জটলা গড়িয়ে আসে বেঞ্চিটার দিকে)

নগিন। কি চেঁচাচ্ছিস্ রে?

বুধাই। কেমন দিয়েছে আজ!

নগিন। কে?

বুধাই। শুনিসনি।

নগিন। কি, বংশীর ব্যাপার তো? হুঁ, আরে ও তো বাসি খবর, এ বেলার খবর জানো!

বুধাই। এ বেলার আবার খবর কি রে?

গিট্টু। আরে খবরই তো এ বেলাকার। হপ্তা নিতে যাস্নি!

বুধাই। না।

গিট্টু। তো কাল গিয়ে দেখবি।

বুধাই। আরে বল না শালা।

নগিন। দু শিফ্টে ক ঘণ্টা কাজ করেছিলি গেল হপ্তা?

বুধাই। কেন, সবাই যা করেছিল।

নগিন। মরেছো...তিন দিনের মাইনে শালা বিলকুল কেটে নিয়েছে মাইরী, ম্যানেজার বললে কি না বাইশ ঘণ্টা পুরো কাজ হয়নি।

বুধাই। তারপর?

নগিন। তারপর কেউ হপ্তা নেয়নি, সব চলে এয়েছে রাগ করে। রাত্তিরের শিফ্টে কাজ ছিল যাদের—তাদেরও ঐ অবস্থা...শালা মাইনে নিতে গিয়ে হাঁ হয়ে গেছে সব।

গিট্টু। শালা ছাঁটাই করবার আগে এই সব পাঁয়তারা কষছে

ম্যানেজার।…আর এমন ত্যাঁদোড় মাইরী যে কোনদিন শালা কারখানায় ঢুকে পর হাজ্‌রের খাতায় নাম তুলতে দেবে না—বলে কি না যাও না কাজে যাও—পুরো দু শিফ্‌ট কাজ করে এসো—খাতায় নাম তুলো. এই রকম বেইমানী।

বুধাই। তা পিয়ারীর দল হাঁ হয়ে কি কাজে গেল শেষমেশ দেখলি!

নগিন। কি জানি, গিট্টু জানে হয়তো, গিট্টু।…হ্যাঁ রে পিয়ারীর দল কি কাজে যাবে বললে নাকি রে রাত্তির বেলা?

গিট্টু। কি জানি, বসে তো পড়ল সব দেখলাম। বোধ হয় যাবে না কাজে।…পণ্ডিত তো রয়ে গেল দেখলাম।

(ওস্‌মানের প্রবেশ)

কে এল রে, পণ্ডিত না কি?

নগিন। ওস্‌মান শালা আসছে।

গিট্টু। ওস্‌মান এসেছে তো ডাক, ওর কাছ থেকে টাটকা খবর পাওয়া যাবে।

নগিন। ওস্‌মান, এই ওস্‌মান, শালা কালা না কি রে মাইরী, এই ওসমান!

ওস্‌মান। কি বে!

নগিন। কারখানা থেকে ফিরছিস্‌?

ওস্‌মান। হাঁ…কেন?

নগিন। পিয়ারীরা কি বসেই আছে না শেষমেশ কাজে গেছে, খবর রাখিস্‌?

ওস্‌মান। ফিটার মিস্ত্রীর ডিপার্টে তালা বন্ধ করে দিয়েছে, জানিস না?

নগিন। না।…একদম সটাসট্‌ তালাচাবি? তারপর…

ওস্‌মান। তারপর শুধু সঙ্গে একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে এই বলে যে ডিপার্ট আজ থেকে বন্ধ থাকল।

নগিন। ব্যস, শালা কেন বন্ধ, কিসের বন্ধ, কত দিনের জন্যে বন্ধ—এ সব কথা কিছু নেই ?

ওস্‌মান। কৈফিয়ৎ আর দেবে না, হুঁঃ। শুধু ঐটুকু—আজ থেকে ডিপার্ট বন্ধ রইল।

গিট্টু। শালা বিলকুল হারামী মাইরী।

বুধাই। যা শালা, যেটুকু বাকি ছিল তাও হয়ে গেল। (হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে) ই—ন—কিলাব।

[চায়ের দোকানের ভেতর থেকে সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—জিন্দাবাদ]

(সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের নেতৃত্বে আরও অনেক মজুর এসে জমায়েত হয়)

ঈশ্বর। ব্যাপারটা কি, এখন কেন বোনাস দেয় না কোম্পানী! এখন কেন মুখের কথাটা পর্যন্ত বলে না যে, যা হোক বাবা মানিয়ে গুছিয়ে কাজ কর, সময় আসলেই তোমাদের দাবী-দাওয়াগুলো বিবেচনা করা হবে। কেন? না—তা হলে তো আমরা ধর্মঘট এখন নাও করতে পারি, কিংবা দু দিন পরে করতে পারি। কিন্তু তাতে করে হয় এই যে মালিক ছাঁটাই-এর ছুতো পায় না, না বলে না কয়ে ঝটাপট কতকগুলো ডিপার্ট বন্ধ করে দিতে পারে না—এই হয় মালিকের অসুবিধা। অবিশ্যি ছাঁটাই মালিক করছেই,—একটা কোন ছুতো ধরেই লাফ বলে দিচ্ছে কাল থেকে আর তুমি কাজে এস না। কিন্তু তেমন একটা বড় ছুতো না পেলে বেশী মজুরকে একসঙ্গে জবাব দিতেও কোম্পানী দুনোমনা করছে। কিন্তু ধর্মঘট করলে কোম্পানীর আর কোন খুচরো ছুতোর দরকার হয় না, পাঁচ-সাতশো মজুর এই মওকায় মালিক অনায়াসে ছেঁটে ফেলতে পারে। তাই আজ দেখি

মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের মুখে পর্যন্ত ধর্মঘটের কথা। এতদিন ধর্মঘট যারা বান্‌চাল করেছে আজ তারাই মজুরদের মধ্যে ধর্মঘট করো ধর্মঘট করো বলে উস্কানি দিচ্ছে। এটা ভেবে দেখা দরকার।

ওস্‌মান। কিন্তু পণ্ডিতজী ধর্মঘট ছাড়া এখন উপায়ই বা কি?

বুধাই। হাতিয়ার তো বাবা ঐ একই হ্যায়।

ঈশ্বর। ও তো ঠিক কথা। ধর্মঘটই করতে হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এবারে যেন আমাদের মধ্যে কোন ভাগাভাগি না হয়! হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। মজদুর-মজদুর। দু হাজার মজুরের এবার দু হাজার মজুরকেই ধর্মঘট করতে হবে। কিছু মজুর ছাঁটাই করে কিছু মজুর দরকার মত রেখে দিয়ে কারখানা চালু রাথার যে প্ল্যান কোম্পানী করছে—এই প্ল্যান বান্‌চাল করতে হবে। তবেই মালিকের কারসাজি বরবাদ হয়ে যাবে—ধর্মঘট করে কিছু ফয়দা ভি মজুরের হতে পারে—ছাঁটাই বন্ধ হবে।

(ধ্বনি ওঠে—ঠিক বাত, ঠিক কথা, সাচ হ্যায়)

এখন তহবিল। টাকা চাই, চাল চাই, ডাল চাই—মজুর ইউনিয়নের স্ট্রাইক্ ফণ্ড খুব জোরদার করে তুলতে হবে। কারণ বিশ দিন কি পঁচিশ দিন কি এক মাস কি দু-মাস এই ধর্মঘট চালাতে হবে তার কোন ঠিক নেই।

ওস্‌মান। এখানে আমার একটা কথা আছে।

ঈশ্বর। বল।

ওস্‌মান। কথাটা এই যে, এখনও আমি আমাদের লোকের মুখে এই কথাটা শুনতে পাই যে, ইউনিয়নে ভিড়ে খামখা ধর্মঘট করে কি হবে। আগে মাইনে বাড়ুক তারপর ইউনিয়নে যোগ দেব—ইউনিয়নের কথা শুনবো। এটা কিন্তু খুব ভুল কথা—ভুল কথা এই জন্যে যে, বাইরে

থেকে শুধু ইউনিয়ন মাইনে বাড়িয়ে দিক বললেই মাইনে বাড়তে পারে না। মাইনে বাড়াতে হলে, মজুরদের ওপর মালিকের খুশিমত হামলা বন্ধ করতে হলে, ইউনিয়নকে জোরদার করে তুলতে হবে। ইউনিয়ন তো বাইরের একটা জিনিস নয়!—নিজেদের জান-প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মজুররাই মিলে-মিশে এটা করেছে। ইউনিয়ন বলতে মজুরদেরই একটা জোট বোঝায়—মজুর আছে তো ইউনিয়ন আছে মজুর নেই তো ইউনিয়নও নেই। সেই জন্যে ইউনিয়ন অমুক করে দিক্ তবে ইউনিয়নের কথা শুনবো—এটা কোন কথা হতে পারে না। আমার কথা এই যে, ধর্মঘট করবার আগে যেন সকলেই এই কথাটা ভাল করে বুঝে নেয়। এখন ইউনিয়নকে দাও, দিলে তো পাবার আশা করতে পারো—দু হাতে দিয়ে স্ট্রাইক ফণ্ড এখন জোরদার করে তোল—নিজেদের ন্যায্য দাবীর কথা বুঝিয়ে বলে পাবলিকের কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে নাও—সাচ্চা কাজে সাচ্চা মানুষেব মন পাও, যে হাঁ এদের দাবী ঠিক—ভাল কাজের জন্যে এরা লড়ছে—তবেই ধর্মঘট করে জিত হবে—মাইনে বাড়বে। এখন দিয়ে যাও—দু হাত ভরে দিয়ে যাও—ইউনিয়নকে বাঁচাও, দেখবে ইউনিয়নও তোমাদের বাঁচাবে।

(স্লোগান) ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

মজদুরোঁকা দাবী কায়েম করো।

(এই সময় বাঁ দিকের উইং দিয়ে চায়ের দোকানের ধার ঘেঁষে কয়েকজন শ্রমিক চাদর ধরে স্ট্রাইক ফণ্ড সংগ্রহ করতে থাকে এবং গান করতে করতে এগিয়ে আসে)

ইয়ে ঝাণ্ডা তুঝ্‌সে কহতা হ্যায়,

দিনরাত জুলুম কেঁও সহতা হ্যায়

থামোস সদা কেঁও রহতা হ্যায়,
উঠ হোসমে আবেদার হো যা।

(যে যার সাধ্যমত টাকা পয়সা দিয়ে দেয় খুশি হয়ে)

(পটক্ষেপ)

২য় দৃশ্য

মিঃ সেনের আপিস-ঘর। পরনে লঙস্, হাতকাটা গেঞ্জি, বাঁ কপালে সরু দু ফালি প্লাস্টার গুণ-চিহ্নের মত করে আঁটা। মিঃ সেন রেবতীবাবু ও মিঃ মুখার্জির সঙ্গে মুখে কথা কইছেন, আর হাতে কাজ করছেন।

মিঃ সেন। অত কথা বলতে হবে না, অত কথা বলতে হয় না। কাজের রীতি বোঝেন না আপনারা তার···প্ল্যান একটা ঠিক করে নিয়ে চটাপট অর্ডারগুলো সব dispose of করে দিন। এত unsteady হলে হয়!···হেড আপিসে বসে আপনারাই যদি এই রকম bungling করেন তো আর সব ব্রাঞ্চ আপিসগুলোর কাজ চলে কি করে বলুন তো? জানি time is bad, market is dull, still you have got to rise to the occasion না কি বলুন না?

রেবতীবাবু। না সে তো বটেই।

মিঃ সেন। তো তবে! আর এ সব ব্যাপারে কোন রকম delicacy করবেন না। Company-র মধ্যে hanger-on দেখলেই straight-way chuck them out, এর ভেতরে আর কোন কথা নেই।

মিঃ মুখার্জি। Hanger-on আবার কি ধরনের সব, কয়লার ঘাটতির জন্যে মেশিন বন্ধ হল তো এক-একজন দশ-পনেরো দিন ধরে বসে আছে।

মিঃ সেন। হুঁ তা sack করতে হবে! বসিয়ে বসিয়ে কোম্পানী থাম্‌কা হপ্তা গুণতে পারবে না।

রেবতীবাবু। না তারা বলে যে কয়লা নেই তার আমরা কি করবো—মেশিন চালু রাখার সরঞ্জাম যোগাবে তো কোম্পানী।

মিঃ সেন। Oh ho, no argument please, এখানে কয়লা কে যোগাবে আর না যোগাবে সে কথাই উঠছে না। কী বলছেন আপনি? এই সব কথা কইতে গিয়েই তো মুস্কিল বাধান আপনারা। দরকার কি এত কথায়···সোজাসুজি কয়লা নেই, মেশিন বন্ধ, সুতরাং কাজও বন্ধ—no job, ব্যস finish···আপনি কি ভাবছেন কয়লা না থাকার ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বললেই হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবেন আপনি!···হুঁঃ, তা কি হয়, না হয়েছে কখনও—silly idea.

রেবতীবাবু। না, আমিও তাই বলছি—তারা বল্‌লেই বা আমরা শুনবো কেন!

মিঃ সেন। না, 'বল্‌লেই বা শুনবো কেন' না, আমি বলছি যে তাদের সেটুকু বলার opportunityই বা আপনি দেবেন কেন; বুঝতে পারলেন না?

রেবতীবাবু। হুঁ, বুঝিছি।

মিঃ সেন। Postwar timeএ accommodate যখন আপনি তাদের করতেই পারছেন না, get that, so no talk, straight action—dismiss...মুখুজ্জ্যে বুঝতে পারলে আমার পয়েণ্টটা···

মিঃ মুখার্জি। আমি তো এই কথাই বলে এসেছি বারবার। তা আপনি আবার মাঝে unnecessary provocation দেওয়া হচ্ছে বলে একদিন খুব চটাচটি করলেন, তারপর থেকে আমি আর···

মিঃ সেন। ও-সব ব্যাপারে এক রকম মাথাই ঘামাই না, কেমন ?

মিঃ মুখার্জি। না, মাথা ঘামাই না নয়, করি সব, তবে করবার আগে ব্যাপারগুলোর সম্বন্ধে আমি হয় আপনি নয় রেবতীবাবুর কাছে একবার refer করি।

মিঃ সেন। তা সে তুমি করো বেশ করো, সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিতে ঝট্ করে একটা কাজ করবার আগে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভালই। তাতে risk-ও কম ; কিন্তু তাই বলে নিজের initiative-টার এই রকম গলা টিপে হত্যা করবার কি কোন মানে হয়! দেখ মুখুজ্জ্যে, don't be sentimental—শুনবে না, বুঝতে চেষ্টা করবে না, মাঝখান থেকে সামান্য একটা ব্যাপারে চট্ করে react করে গেলে। আমি জানি, দেখ মুখুজ্জ্যে, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা কোরো না, পারবে না এই বলে দিচ্ছি।···যেদিন তোমায় ঐ কথা বলেছি আমি ঠিক তার পরদিন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে hide and seek play করতে আরম্ভ করেছ—আমি এদিক দিয়ে ঢুকি তো তুমি ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও, আবার আমি ওদিক দিয়ে ঢুকি তো তুমি এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও—না ডেকে পাঠালে দেখাটি করবার পর্যন্ত তোমার সময় হয় না! বল ঠিক বলিছি কি না! তোমার অভিমান—আমি তোমায় শুধু সতর্ক করে দিয়েছিলুম যে মজুরদের যেন কোন মতেই unnecessary provocation দেওয়া না হয়। এখন তুমিই যে সেই provocateur এমন কথাও আমি বলিনি।.যা হোক তখন বলিছিলাম কেন? যোলো লাখ

টাকা contract-এর খাঁড়া তখন তোমার মাথার ওপর ঝুলছে! মজুরদের তখন তোমায় ঠাণ্ডা রাখতেই হবে যে করে হোক। কিন্তু আজ!...আজকের অবস্থা ঠিক তার উল্টো। অবিশ্যি তাই বলে আমি এ কথা বলছি না যে মুখুজ্জ্যে এইবার তুমি ধরে ধরে সব মজুর ঠেঙাও। শুধু জিনিসটা একবার বুঝে দেখ। আজ এই পড়তির বাজারে এত লোক তুমি কারখানায় কখনই পুষতে পারো না। কোথাকার রেভিন্যু আজ কোথায় নেমে গেছে। বললেই তো আর হল না, পারবে কি করে কোম্পানী! এই তো আবার দেখছি আমায় ইল্লি দিল্লী করতে হবে। নইলে কোম্পানীই টিকবে না।...সুতরাং আজকের দিনে তাদের provoke করেছে post-war crisis—সুতরাং willy nilly তোমায় ছেঁটে ফেলতেই হবে। আগেকার scale-এ কোম্পানীর ঠাট তুমি তো আর কিছুতেই বজায় রাখতে পারো না। সুতরাং এখন, অবিশ্যি provoke করতে আমি বলছি না। এখন যদি কোন কারণে কারখানায় ধর্মঘট হয় তো হোক, safely ছেঁটে ফেলতে পারা যাবে।

নেপথ্যে—

মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো!

আট ঘণ্টা টাইম কায়েম করো!

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

মিঃ সেন। ইউনিয়নের লোকেরা বুঝি?

রেবতীবাবু। হ্যাঁ।

মিঃ সেন। বেটাদের বড্ড তেল হয়েছে। সকাল নেই দুপুর নেই রাত দিন চিল্লাচিল্লি আর গলাবাজী...দাঁড়ান না, আর দুটো দিন যেতে দিন!

আবার মন্বন্তর আসছে না। শালারা কটা মজুর আর চাষীর প্রাণ বাঁচাতে পারে দেখে নেবেন।

মিঃ মুখার্জি। রক্তবীজের জাত শালারা মরেও মরে না।

রেবতীবাবু। যা বলেছেন, একেবারে ছারপোকার গুষ্টি!—ঐ যে আমাদের শাস্ত্রে আছে না, এক ফোঁটা অসুরের রক্ত মাটিতে পড়ল আর অমনি সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ অসুর উঠে দাঁড়াল! তা এদের দেখি···

(নকড়ির প্রবেশ)

(গলাখাঁকারি দিয়ে) এই যে আছেন দেখছি। (ব্যস্তভাবে চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়)

রেবতীবাবু। বলতে বলতে এসে পড়েছে।

মিঃ মুখার্জি। অনেক দিন বাঁচবে।

নকড়ি। তাই কামনা করুন, তাই কামনা করুন। মরতে আমার দারুণ ভয়। সে একেবারে···এই যে মাঝে মাঝে লোক মরে শব দেখি এদিকে ওদিকে, আমার একেবারে·· কি বলছেন!

মিঃ সেন। তারপর আমার সে লোকের কি করলে নকড়ি?

নকড়ি। লোকের!···কি আবার করবো, নিয়ে এইছি একেবারে সঙ্গে কবজা করে।

মিঃ সেন। এনেছ, তো কই সে লোক কই?

নকড়ি। বাইরে বসিয়ে রেখে এইছি, ডাকবো বলছেন?

মিঃ সেন। আচ্ছা দাঁড়াও···রেবতীবাবু কি বলেন, মুখুজ্জ্যে কথা বলে দেখবে না কি এখনই!

নকড়ি। হ্যাঁ সে দেখুন আপনারা বিবেচনা করে। আমার লোক আনার কথা···

মিঃ মুখার্জি। লোক আনার কথা এনে ফেলেছি, কেমন? ও করলে চলবে না, regular দায়িত্ব নিতে হবে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, সে তুমি লোক এনে দিলেই যে তোমার দায়িত্ব চুকে গেল…

নকড়ি। আহা কি আশ্চর্য আমি কি বলিছি সে কথা?

মিঃ সেন। তো বল সে কথা। শেষকালে যে বলবে পেলুম না মজুর…

নকড়ি। তা সে গ্যারাণ্টি তো আমিই রইলুম, বলছিই তো।

মিঃ সেন। হ্যাঁ।…তা হলে এখানেই ডেকে পাঠানো যাক, কি বল মুখুজ্জ্যে!

রেবতীবাবু। আপনার কথা বলবার দরকার হবে কি? বলছিলাম…

মিঃ সেন। না, personally লোকটিকে আমি একটুখানি দেখতে চাই…আসুক না!

রেবতীবাবু। তা আসুক, আসুক…

মিঃ সেন। কথা-বার্তা যা in details-এ বলবার সে আপনি আর মুখুজ্জ্যেই বলবেন তাকে আলাদাভাবে, নকড়িও থাকবে সেখানে… আমি শুধু এখন দু চারটে কথা বলেই…

রেবতীবাবু। তা বেশ তো ডাকুন না!

মিঃ সেন। উঁ, তাহলে নিয়ে এসো নকড়ি তোমার লোককে একবার ··

নকড়ি। হ্যাঁ, দু-চারটে কথা বলেই দেখুন না।…বেশ নাম করা ঠিকাদার, কমসে কম বিশ-ত্রিশ হাজার জন-মজুরের ওপর তো রেখেছে একতিয়ার!…চাড্ডিখানি কথা হল না!

মিঃ সেন। বেশ বেশ ডাকো ডাকো!

নকড়ি। উঁ…হুঁ

[নকড়ির প্রস্থান]

মিঃ সেন। Deadlock আমি কিছুতেই হতে দেব না কারখানায়। শেষকালে যে ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে আমার কারখানার কাজ বন্ধ করবে সে আমি হতে দেব না, কিছুতেই না।

মিঃ মুখার্জি। আর হলেও তো সে আপনার সমস্ত মজুর বসে যাচ্ছে না। মঙ্গল মিস্ত্রীর দল তো রয়েছে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ রয়েছে, কিন্তু এই তো সে দিন তুমি আমায় বললে যে মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের লোকেরাই না কি শেষকালে মঙ্গল মিস্ত্রীকে ধরে ঠেঙ্গিয়েছে!

মিঃ মুখার্জি। ঠেঙ্গালেও দল তো যা হয় একটা আছে তার!

রেবতীবাবু। না সে থাকলেও মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের ওপর entirely নির্ভর করা চলে না।

মিঃ সেন। কি বলেন, চলে কি?

রেবতীবাবু। না সে আমার তো ঠিক মনে হয় না।

মিঃ মুখার্জি। Entirely নির্ভর করবেন কেন, সে কে বলছে? আমি বলছি কিছুটা তো আন্দাজ···

রেবতীবাবু। হ্যাঁ, তা চলতে পারে, সে পারা যায়।

মিঃ মুখার্জি। তো সেই কথাই বলছি।···রেবতীবাবু আপনি একটু বসুন, আমি দেখি···মঙ্গল মিস্ত্রীটা এখনও এল না!···

রেবতীবাবু। উঠছেন, আপনি থাকলে ভাল হত না?

মিঃ মুখার্জি। কথা তো আমি বলিছিই···আর···

রেবতীবাবু। আচ্ছা দেখুন আপনি তাহলে ওদিকে···

মিঃ সেন। হ্যাঁ তাই যাও, তাই যাও...

(মুখুজ্জ্যের প্রস্থান। নকড়ির প্রবেশ, সঙ্গে ঠিকাদার। ধুতি শার্ট-পরা বাবু গোছের লোক। কথা বলে ভাঙা-বাংলায়)

নকড়ি। এস, ভেতরে চলে এস। খোলাখুলিভাবে কথা কয়ে নাও একবার সাহেবের সঙ্গে।...ঐ যে বসে আছেন...

ঠিকাদার। (হেসে) প্রণাম!

মিঃ সেন! বসুন।

রেবতীবাবু। বসুন আপনি ওখানে বসুন!

নকড়ি। হ্যাঁ মুখোমুখি একবার মোকাবিলা একটা হয়ে গেলে তুমিও নিশ্চিন্দি, আমাদেরও ঝামেলা খানিকটা কম হয়।

ঠিকাদার। সে তো ঠিকই বলিয়েছেন।

মিঃ সেন। মোটামুটি আপনি তো সবই শুনেছেন! এখন দরকার হলে লোক ঠিকমত আমায় দিতে পারবেন তো?

ঠিকাদার। হাঁ সে আপনি যখনই বলিয়ে দেবেন তখনই লোক আসিয়ে যাবে। এ কথা তো আমি বলিয়েই দিছি; ইয়ার ভিতর আর...

মিঃ সেন। মোটামুটিভাবে machineগুলো handle করবার মত অন্তত কিছু লোক আমার হয়তো দরকার হবে।

ঠিকাদার। সে ভি পাবেন, মেকানিক তো আছে অনেক, আর এ মেশিনে কাজ করিয়েছে এমন লোকও আমার হাতে আছে।

রেবতীবাবু। অবিশ্যি সবগুলো machine আমরা চালাব না। নেহাৎ যে কটা না হলে নয় তা-ই চলবে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ সব কটা চালু হবে না।

ঠিকাদার। সে আপনারা এখন যে রকম বলেন। চারটা মেশিন চালু করেন তো চার চার ষোল, ছু শিফ্টে পড়বে গিয়ে আপনার তা হলে বত্রিশজন...গড়পড়তা এই চল্লিশজন মেকানিক হলেই আপনার কাজ চলিয়ে যাবে।

মিঃ সেন। এখন আমরা একটা শিফ্টেই কাজ চালাব।

ঠিকাদার। বেশ তো তাই হবে, ঐ ষোল জনা হলেই কাজ চলিয়ে যাবে।

মিঃ সেন। এই গেল আপনার মেশিনম্যান, আর এমনি মজুর লোক!

ঠিকাদার। মজুর লোকের সম্বন্ধে কোন হরজা হবে না। সে ঠিক হইয়ে যাবে।...একটা শিফ্‌ট তো চালাবেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ একটা শিফ্‌ট।

ঠিকাদার। তো ঠিক আছে। কোন গোলমাল হবে না।.. এখন কথা হইছে যে আমার লোকের উপর যেন কোন হামলা না হয়—এইটা আপনাকে একটু দেখতে হবে। ব্যেপার হইছে যে এবার সব জায়গাতেই গণ্ডগোলটা একটু বেশী রকম হইছে, অনেক জাগা মারিয়েও দিছে আমার লোকরে...

মিঃ সেন। না না, এখানে সে ভয় নেই। হামলা-টামলার ভয় করবেন না। বড় সাহেবকে আমি বলেও রেখেছি ব্যাপারটা। দরকার হলে ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে; চাই কি এমন তেমন হলে ফৌজের সাহায্যও আমি পাব। সে আশ্বাসও পেইছি।

ঠিকাদার। বেশ বেশ ভাল! না আমিও বলিয়ে রাখলাম আপনার কাছে; মানে অনেক জাগা আবার কোন কিছুর যোগাড় থাকে না, কাজের সময় নানান্ গোলমাল হয়। তা সে আপনার এখানে সে রকম অসুবিধা কিছু হবে না বলিয়েই আমার মনে হইছে...তো ব্যস, আর কিছু না এই কথাই থাকল!

মিঃ সেন। হ্যাঁ এই কথা, আর যদি কিছু বলবার থাকে তো আপনি এঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন দরকার হলেই। আর নকড়ি রইল। ওঁর সঙ্গেও আপনি কথাবার্তা বলতে পাবেন।... আসল কথা, আমার কারখানা আপনাকে চালু রাখতে হবে।

ঠিকাদার। সে আমি রাখিয়ে দেবো, কিছু ভাববেন না।

মিঃ সেন। ব্যস, তা হলেই হল।

ঠিকাদার। আচ্ছা, এখন তা হলে আমি উঠিয়ে পড়ি।

মিঃ সেন। আচ্ছা, আসুন তা হলে।

নকড়ি। আজকেই তো আবার আপনাকে রওনা হতে হবে।

ঠিকাদার। হ্যাঁ, মানে এখন যাব পানিহাটি, সেখানে দু দিন থাকিয়ে কটক রওনা হব।

নকড়ি। কটক রওনা হবেন? অ…আজকে যাচ্ছেন পানিহাটি! তা বেশ, এদিকে কথাবার্তাও আমাদের পাকাপাকি হয়ে থাকল।

ঠিকাদার। হ্যাঁ, আর ও তো হইয়েই ছিল উয়ার জন্যে আর কি। তবে দেখাটা করিয়ে গেলাম একবার বাবুর সঙ্গে.. আচ্ছা তো নমস্তে, নমস্তে।

মিঃ সেন। নমস্তে।

রেবতীবাবু। নমস্তে। নমস্তে।

নকড়ি। আমিও চললুম তাহলে।

মিঃ সেন। চললে!

নকড়ি। আর…

মিঃ সেন। আচ্ছা এস।

[নকড়ি ও ঠিকাদারের প্রস্থান]

(মিঃ মুখার্জির প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জি। মঙ্গল মিস্ত্রী সঙ্গে দেখা হল।

মিঃ সেন। হু, কি বলে!

মিঃ মুখার্জি। এখনও এল না এখনও এল না করছিলাম না, তা সে বেটা দেখি ঠিক এয়েছে। এসে চুপটি করে সিঁড়ির ওপর

গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমি তো দেখেই বুঝিছি, ব্যাপার সুবিধে নয়।

মিঃ সেন। কি রকম ?

রেবতীবাবু। একেবারে দলছাড়া…

মিঃ মুখার্জি। আমরা যে রকম আন্দাজ করেছিলাম আর কি… কিছু লোক ভেঙে চলে গেছে পণ্ডিতের দলে।

মিঃ সেন। সে তো এক রকম জানাই ছিল। ও মার যে দিন খেয়েছে সেই দিনই আমি বুঝিছি। যা হোক…

মিঃ মুখার্জি। এই তো ব্যাপার, এখন…

মিঃ সেন। কুছ পরোয়া নেই, অত ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা যা সে তো আমরা এদিকে মোটামুটি করেই ফেলেছি। তুমি বরং নকড়িকে আর একবার খবর করো।

(নেপথ্যে ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। শোনা যায়—মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো, আট ঘণ্টা টাইম কায়েম করো, পুরা রেশনিং চালু করো, ইত্যাদি)

মিঃ সেন। আবার গণ্ডগোল কিসের ?

রেবতীবাবু। পণ্ডিতের দল বলেই মনে হচ্ছে।

মিঃ সেন। পণ্ডিতের দল ! কারখানার ভেতর ওদের ঢুকতে দিলে কে ?

মিঃ মুখার্জি। ঠিক ভেতরে ঢোকেনি, এখনও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ সেন। কারখানার ভেতরে যেন ওদের কোন মতেই ঢুকতে না দেওয়া হয়। তুমি যাও দারোয়ান আর শান্ত্রীদের গেট আগলাতে বল। রেবতীবাবু আপনি দেখুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কারখানার ভেতরে কোন রকম হাঙ্গামা আমি কোন মতেই বরদাস্ত করবো না, কিছুতেই না।

[রেবতীবাবু ও মুখুজ্যের প্রস্থান]

(মিঃ সেন ব্যস্তসমস্তভাবে টেলিফোনটা মুখের কাছে তুলে নিয়েই কি একটা নম্বর বলে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ আবার কি মনে করে রিসিভারটা চেপে ধরে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন)

Hullo, give me Regent 53390, Yes Regent 53390...
(হঠাৎ রিসিভারটা চেপে ধরে) Perhaps not yet, not yet, O.K. Let me see.

(চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে—ইন্‌কিলাব, জিন্দাবাদ। মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো। আট ঘণ্টা টাইম চালু করো, পুরা রেশনিং দেনে হোগা)

মিঃ সেন। দেনে হোগা! What an idea!

(মিঃ মুখার্জির প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জি। ওরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

মিঃ সেন। ওরা, কারা ওরা যে আমায় ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে? কে ওদের ফ্যাক্টরী-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকতে permission দিলে!... Cheek.

মিঃ মুখার্জি। ফ্যাক্টরী-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ওরা বাধা দেবার আগেই ঢুকে পড়েছিল; আর তা ছাড়া...

মিঃ সেন। রেবতীবাবু গেলেন কোথায়?

মিঃ মুখার্জি। রেবতীবাবু ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন।

মিঃ সেন। বেশ তো তাঁকেই কোম্পানীর পক্ষ থেকে কথা বলতে বল।

মিঃ মুখার্জি। সে কি করে সম্ভব হয়! তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কি সব বক্তব্য আছে...

মিঃ সেন। বেশ, নিয়ে এস। তবে দু-তিন জনের বেশী লোককে যেন ঢুকতে দিও না ভেতরে।

মিঃ মুখার্জি। না ঐ দু-তিন জনাই দেখা করবে ; পণ্ডিত আছে আর জনা তিনেক ইউনিয়নের লোক।

মিঃ সেন। পণ্ডিতও আছে নাকি? উঁ!...বেশ ডাকো।

[মিঃ মুখার্জির প্রস্থান]

দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষে এসেছি এতদিন...

(বাইরে ভীষণ হট্টগোল। রেবতীবাবু, মুখুজ্জো ও জন কয়েক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রবেশ। পেছনে ঈশ্বর পণ্ডিত ও কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধি। সকলের শেষে মহাবীর শাস্ত্রী ও গজাননের প্রবেশ)

রেবতীবাবু। আপনাদের ভেতরে কথা বলবেন কে?

ঈশ্বর। কথা—আমি বলতে পারি।

মিঃ সেন। বলতে পারি না, যে পারে সে এগিয়ে আসুক।

(ঈশ্বর পণ্ডিত এগিয়ে যায়)

কি বলতে চাও?

ঈশ্বর। বলবার বিষয়বস্তু যা তা এই চিঠির ভেতরেই পরিষ্কার করে বলা আছে। মৌখিক শুধু এই কথাটাই শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমার আপনার কাছে বলবার আছে, অবশ্যি এ বিষয়েও যথারীতি উল্লেখ করা হয়েছে চিঠির মধ্যে—তবু বলছি যে ছাঁটাই যদি বন্ধ হয় তা হলে আমরা এখনও আগেকার মত কাজ করতে রাজী আছি। আর—

মিঃ সেন। যাকগে সে চিঠিতে যখন mention করাই আছে তখন এ কথা আর নতুন করে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। আর ছাঁটাই বন্ধ হলে কাজ আরম্ভ করবো—এটা কোন শর্ত হতে পারে না।... আর কিছু বক্তব্য আছে।...(চিঠি দেখে) মাত্তর চল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সদুত্তর চাওয়া হয়েছে, উত্তরটা সৎ না-ও হতে পারে। কারণ এই সামান্য সময়ের মধ্যে ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মিটিং 'কল' করা এক রকম অসম্ভব।

ঈশ্বর। দু দিনে চব্বিশ চব্বিশ আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সাত-আট শো মজুর আর কত ঘণ্টা উপোস করে থাকলে আপনার ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মিটিং হতে পারে ?

মিঃ সেন। না খেয়ে আমি থাকতে বলিনি।

ঈশ্বর। হ্যাঁ, বলেননি কিন্তু ঘটিয়েছেন।

মিঃ সেন। আমি তর্ক করতে চাই না।...আর কোন বক্তব্য আছে ?

ঈশ্বর। না !

মিঃ সেন। তোমরা যেতে পারো।

(শ্রমিক-প্রতিনিধি দল গমনোদ্যত)

(নেপথ্যে—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো ইত্যাদি।

(শ্রমিক প্রতিনিধি দল চলে গেলে একটু পরে গজানন ও মহাবীর বাদে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আলো কমে আসে)

বুড়ো দরোয়ান গজানন হেলতে দুলতে একটা টুলের ওপর গিয়ে বসে খইনি বানায় থাবড়ে থাবড়ে ; আর মহাবীর এধার ওধার ঘুরে বেড়াতে থাকে।

গজানন। এ মহাবীর, মহাবীর !

(মহাবীর ঠাট্টাচ্ছলে এসে কুচকাওয়াজের ভঙ্গীতে সেলাম করে দাঁড়ায়।)

আঁ, আব্ ঠিক হ্যায়। মুঝে এইসি আশা রাখনি চাহিয়ে। সাচ নেহি ! ম্যয় তো এ কারখানাকা সব সে বড়া জমাদার হুঁ—মুঝে এইসি সরম করনা চাহিয়ে, ঠিক নেহি !

(মহাবীর ঠাট্টাচ্ছলে আবার সেলাম দেয়)

(গজানন হাসে) সাচ বোলা কি নেহি বোল ! হে হে (হাসে)।

(মহাবীর ফের সেলাম দেয়)

আর কেয়া তু দিল্লাগি করতা হ্যায় মেরে সাথ। উঃ, হাম বুঢ্ঢা আদমী, কারখানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, মেরে সাথ দিল্লাগি, আঁঃ।

মহাবীর। নেহি তুম তো মেরে মালিক হো।

গজানন। তব—সেলাম দো।

(মহাবীর সেলাম দেয়)

গজানন। হে হে, আব তো ঠিক হ্যায়, খেয়াল রাখনা, হ্যাম্ এ কারখানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, আঁ; হে হে—তো লেঃ, খইনি খা লে। কারখানাকা সবসে বড়া জমাদারকা খইনি লে লে।

মহাবীর। হাম তো নেহি খাতে। আচ্ছা নেহি খইনি।

গজানন। কেয়া তু বড়া জমাদারকা খইনি খারাপ কহতা হ্যায় রে বুড়বাক !

মহাবীর। তু বুড়বাক

গজানন। কেয়া তু বড়া জমাদারকে খারাপ বাত বোলতা হ্যায়। তেরি নোকরি খতম হো যায়েগি।

মহাবীর। কৌন খতম করেগা। বুঢ্ঢা গজানন হোগি !

গজানন। তব ! হাম কারখানাকা সবসে বড়া জমাদার হ্যায়, হামকো তু মানতা নেহি রে পাগলা। আঁঃ! (খইনি খায়) তো যা, হাম তুমকো মাঙ্গতা নেহি, ভাগ হিঁয়াসে। তেরি নোকরি খতম হো গয়ি ! যা ভাগ।

মহাবীর। তব রে বুঢ্ঢা !

(মহাবীর বুড়ো গজাননের পেটের ওপর সঙ্গীন তুলে ধরে)

গজানন। এই এই হে হে—আরে মর যায়েগা রে পাগলা, দেখ্‌লে দেখ্‌লে। গির পড়েগা। হে হে। ছোড় দে। তব রে, (জুতো তুলে ছুঁড়ে মারতে যায়। মহাবীর সরে যায়) হে হে, দেখ লিয়া রে তু সবসে বড়া জমাদারকো হিম্মত।

মহাবীর আবার সঙ্গীন নিয়ে তেড়ে যেতেই গজানন বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে মহাবীরের কান টেনে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করে।

আব কেয়া, হে হে···বড়া জমাদারকা সাথ তু দিল্লাগি কররহাথা ? এ্যাঃ !

(মহাবীর পড়ে ছটফট্ করে হাসে)

মহাবীর। নেহি নেহি হাম সেলাম তুঙ্গা রে বুঢ্ঢা, ছোড় দে ছোড় দে, ই—ই—ই !

(গড়িয়ে সরে যায়)

হঠাৎ কেউ আসছে মনে করে মহাবীর সচকিত হয়ে গজাননের হাত থেকে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে সান্ত্রীর ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।

গজানন। কেয়া কোন বা ?

মহাবীর। নেহি কোই নেহি।

গজানন। কেয়া জানে কোন হো।...মহাবীর, মহাবীর, দেখলে, আজ রাতমে বহুৎ হুঁশিয়ারিসে টহল দেগা, আঁ, বহুৎ চোর ঔর ডাকু রাতমে ইধর উধর ঘুমতা হ্যায় শুনা হ্যায়। কেঁও কি কারখানাকা অন্দরমে··· বহুৎ হুঁশিয়ারিসে টহল দেগা, সমঝা।

মহাবীর। কেয়া উ ডাকু হ্যায় সব ?

গজানন। তো ঔর কোন হো বা ! ডাকু নেই তো কেয়া সরকার সব কোই কো এস্তাই খারাপ কঁহতে হ্যায় ? এঁঃ।

মহাবীর। হাম শুনা কেয়া উ লোক তো সব মজতুর হ্যায়।

গজানন। হাঁ তো একই বাত হ্যায়। ডাকু কঁহেতে হ্যায় উস্কো।

মহাবীর। ভাগ। ডাকু নেহি।

গজানন। তো কেয়া এস্তাই···

মহাবীর। কুছ্ ভি খারাপ কাম কিয়া হ্যায়, কেয়া জানে !

গজানন। খারাপ কাম! খারাপ কাম কিস্কো বোলা যাতা রে? কোম্পানী যেতনা তলব দেতা উসমে তো ভর-পেট খানা মিলতাই নেহি, বাল-বাচ্চা সব ভুখা মরতা হ্যায়, ঔর ইস লিয়ে তো উলোক সব মজুরি বঢ়ানেকা বাত বোলা। ইয়ে কেয়া খারাপ কামকা বাত হ্যায়?

মহাবীর। নেহি খারাপ কাম ইয়ে ক্যায়সে হোগা!

গজানন। তো তব তু বোলা উ খারাপ কাম কিয়া হ্যায়?

মহাবীর। কোন! হাম নেই, বুঢ্ঢা তু বোলা, ডাকু কোন বোলা হ্যায় আগাড়ি?

গজানন। হাঁ রে হাঁ মান লেতা। হাম বোলা হ্যায়। লেকিন দেখ্‌লে, মালুম করলে আব তু সব কোই কা ঢং—ডাকু কিস্কো বোলা যাতা হ্যায়—মালুম করলে।

মহাবীর। কেয়া জানে বাবা।

গজানন। আঁ, তো ইস লিয়ে হাম বোলতে রহে হ্যায় কি ইয়াদ্ করলে সব। কেয়া বাবা নয়া সনসার কা ঢং।

(সুর করে) ছুনিয়া রঙ্গমে রঙ্গিলি বাবা, দেখলে নয়া ঢং।

মহাবীর। হে হে হে হে, বুঢ্ঢাকা গানা হোতাহি নেহি, হে হে—

গজানন। হাসনে লাগা তু! কেয়া বোলেগা বাবা তুমকো—শালা বিলকুল ঘোড়া হো গিয়া রে তু পাগলা;—বিলকুল ঘোড়া হো গিয়া। ছুখ দরদ সব নাশ হো গিয়া তেরা।

মহাবীর। (ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে) হে-স্-হেস্—স্-স্।

গজানন। যা ভাগ, তেরা কাম্ তু করলে, দে টহল দে, রাতভর টহল দে—ডাণ্ডা ঔর বন্দুক ঔর চাবুক ঔর জীন্‌কা পিয়ার ছুহা—ই সব লেকে ভররাত থট্ থট্ থট্ থট্ টহল দে!

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

মিঃ সেনের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। দিল্লী যাবার প্রাক্কালে একটা ভোজসভার আয়োজন করেছেন মিঃ সেন। বন্ধু-বান্ধব ও বহু সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে কবি, সাবিত্রী দেবী ও সুচিত্রা দেবীও উপস্থিত আছেন। কিন্তু সবার মুখেই কেমন যেন একটা hush hush ভাব—অন্তরের উচ্ছ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে যেন কিছুতেই ফেটে পড়তে পারছে না। সকলকেই চা পানে আপ্যায়িত করা হচ্ছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সকলেই সংযতভাবে চুটকি রসিকতা আর টুকিটাকি মন্তব্যের ভেতর দিয়ে আনন্দবাসর উদ্‌যাপন করছেন।

জনৈক সাহেবী পোশাক-পরা বন্ধু। You could have easily postponed the function Mr. Sen: কেউ তাতে কিচ্ছু মনে করতো না, বরং gladly accept করতো।

জনৈক স্থূলাঙ্গিনী। সত্যি মনটা এমন খারাপ লাগছে মিঃ সেন।

মিঃ সেন। না মানে postpone অবিশ্যি করা যেত, কিন্তু আমি তো থাকতে পাচ্ছি না কিনা! আমাকে যেতেই হচ্ছে।···আর সময়ই বা পেলাম কোথায়···accident-এর ব্যাপার।

স্থূলাঙ্গিনী ভুরু তুলে ঘাড় নেড়ে সায় দেন

(সরকারের প্রবেশ)

মিঃ সেন। Hullo, so late, তোমার জন্যে সব বসে বসে একেবারে··· এস এস। Introduce করে দি তোমাকে সবার সঙ্গে।

মিঃ সরকার। Wait my dear friend, wait, দাঁড়াও আগে মুখগুলো সব দেখে নিই ভাল করে।···(কৌতুহলী দৃষ্টিতে চারদিক

দেখে) I see—মিঃ শর্মাও দেখি একেবারে শর্মিণীকে নিয়ে সমুপস্থিত। (কাকে যেন প্রত্যাভিবাদন জানাল হাত তুলে) O.K,... no perhaps I need no introduction here Mr. Sen. শুধু Barrister Mr. Shome-এর পাশে মোটা মত ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না।

মিঃ সেন। কে, Mr. False colour—bulky one !

মিঃ সরকার। Yes, Yes.

মিঃ সেন। Oh, he is one of the Burra-sahebs of my firm. A mine expert.

সরকার। I see—mine-expert. What a mine !

মিঃ সেন। He says that he has been much reduced now-a-days because of the rationing.

সরকার। (চোখ বড় বড় করে লম্বা শিস টেনে ওঠে) God bless him.

মিঃ সেন। বস।

সরকার। হ্যাঁ বসি, তারপর বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর অত খড় বিছিয়ে রেখেছ কেন হে ! ব্যাপার কি !

মিঃ সেন। To be or not to be has been the question with Rai Bahadur since yester night. Running very high pressure.

সরকার: এখন কেমন আছেন ?

মিঃ সেন। Not good.

সরকার। উঁ···so everything is dull.

মিঃ সেন। Yes, everybody is putting up a very bad

show. You can see even Mr. Tomato pulling up a long face and is very much concerned about his old revered friend.

সরকার। Of course.

মিঃ সেন। মুস্কিল,...এদিকে আমার তো চলে যেতেই হচ্ছে।

সরকার। কোথায়?

মিঃ সেন। দিল্লী।

সরকার। ও সেই যে বলছিলে, right right—কিন্তু...

(কয়েকজন প্রস্থান করবার উদ্যোগ করে এগিয়ে আসেন)

মিঃ কাপুর। (হ্যাণ্ডসেক্ করে) Many thanks Mr. Sen, you must be very much disturbed to-day.

মিঃ সেন। Oh no. Thank you. Couldn't entertain you properly.

মিঃ কাপুর। No that's all right, don't worry.

মিসেস্ কাপুর। Hullo, (সেনের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করল)

মিঃ কাপুর। (সরকারকে) Hullo.

সরকার। Hullo. (হ্যাণ্ডসেক করল)

মিঃ কাপুর। (সরকারকে) How do you do?

সরকার। So so, (কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে)

(মিসেস্ কাপুর সরকারের সঙ্গেও হাস্যমুখে হ্যাণ্ডসেক করলেন)

মিঃ কাপুর। Good night Mr. Sircar.

মিঃ সেন। Good night.

মিসেস্ কাপুর। Good night everybody.

সরকার। Good night. Good night.

[মিঃ ও মিসেস কাপুরের প্রস্থান]

মিঃ সেন। (সরকারকে) দাঁড়াও পালিও না যেন। কথা আছে।

সরকার। That's all right. You just look to your guests.

(সিগারেট ধরিয়ে কবির পাশে গিয়ে বসল)

(মিঃ সেন অন্যান্য অভ্যাগতদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সকলে যথাসম্ভব সংযতভাবে নিঃশব্দে হেসে দু-চারটে কথা বলে নৈশ অভিবাদন জানিয়ে কেটে পড়তে লাগলেন। রইলেন সাবিত্রী দেবী, কবি, মিঃ সরকার ও সুচিত্রা দেবী। সরকার ও কবি বসে বসে খুব মদ খেতে লাগল)

কবি। বাপস্! What a rowdyism! হাঁপিয়ে গেছি একেবারে।

সরকার। Rowdyism, বল কি হে! দিন দিন তুমি যেন কেমন lifeless হয়ে পড়ছ কবি। কেমন যেন সব সময়ই একটা কোণ মেরে বসতে চেষ্টা করো, আগেকার মত জোর দিয়ে হাসতে পারো না—these are bad signs undoubtedly. You must not allow yourself to be so very cautious and calculative like, whom should I name—যাকগে আর বদনাম কিনতে চাই না বলে—আসল কথা মানায় না যা তা তুমি করবে কেন!…তুমি হাসো, আবৃত্তি করো, গান গাও—যা তোমাকে মানায়। কি একটা...খাও, সিগারেট খাও। জোরে জোরে কটা টান মেরে বেশ খানিকটা ধোঁয়া বার করো দেখি।

কবি। খুব যে মেজাজ দেখছি আজ, ব্যাপার কি?

সরকার। ব্যাপার নতুন কিছুই নয় ভাই। The world is old and round, and I am ever a square peg trying to fit myself in it.

কবি। আগেকার সুরের সঙ্গে এটা তো ঠিক harmonise করছে না, কি রকম যেন একটু আফসোসের মত শোনালো।

সরকার। ভুল করলে, একটু discordant তো শোনাবেই—square peg যে···বুঝতে পারলে না!

কবি। না, ঠিক ধরতে···

সরকার। All right, European theory of Harmonyটা আমি একদিন তোমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেবোখন। Harmony-র মত জিনিস আছে পৃথিবীতে!

কবি। বেশ আছো।

সরকার। Always, always, উপায় কি বল? কারণ আমি যদি নিজেকে বেশ না থাকাই, তা হলে···আরে কদর যা দিলে জগৎ তা তো আমি জানি।

কবি। কি রকম, you seem to be very interesting gradually মিঃ সরকার।

সরকার। কেন, অন্যায় কিছু বলিছি!

কবি। আরে না না, তারপর শুনি দেখি কি রকম কদর দিলে জগৎ··· You go on.

সরকার। কি কদর!

কবি। কেন।

সরকার। যাকগে ছেড়ে দাও ভাই, বলিছিই তো—square peg.

কবি। আবার কি হল!

সরকার। কিছু না।

কবি। সে কি।

সরকার। ছেড়ে দাও না ভাই, ও আমার ব্যাপার আমাতেই থাক।

কবি। তো থাক...

(এতক্ষণ ধরে বিদায় সম্বর্ধনা সেরে সুচিত্রা দেবীর সঙ্গে কি যেন কথা বলছিলেন একান্তে মিঃ সেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন)

মিঃ সেন। থাক্ থাক্ আর থাক্। আরে থাকতে কি আমিই বারণ করিছি। খালি থাক্, দেখ don't get on my nerves সুচিত্রা।

সরকার। (হন্তদন্তভাবে) আরে কি হল, কি থাক্, সবাই থাক্ থাক্ করছে (মিঃ সেনকে) কি হে থাকবেটা কি!

মিঃ সেন। আশ্চর্য!

কবি। কি হল, সুচিত্রা দেবী ? কোথায় কে থাকবে ?

মিঃ সেন। থাকবে আমার গুষ্টির পিণ্ডি আর মাথা!

(সুচিত্রা হাসি চাপতে চেষ্টা করে)

যাওয়া...আমার যাওয়া, দিল্লী যাওয়া। আমার দিল্লী যাওয়া থাক্। পঞ্চাশ বার ধরে কানের কাছে কেবল ঐ এক কথা আওড়াচ্ছে আজ সকালবেলা থেকে। আরে যেতে কি আমারই খুব ভাল লাগছে!

সরকার। তাই বল, আমি ভাবলাম বলি—

সুচিত্রা। কি বলছেন আপনি ? যেতে বলছেন ?

সরকার। কে ?

সুচিত্রা। আপনি ?

সরকার। কক্ষনো না। আমি যেতেও বলছি না থাকতেও বলছি না। আরে আমার কি বক্তব্য থাকতে পারে এর মধ্যে। আমি একটা square peg—কি বল কবি ?

[সুচিত্রার প্রস্থান]

কবি। Excuse me please.

মিঃ সেন। আর খেও না কবি। করছ কি!

কবি। করছ কি! আরে আমিও তো তাই বলি, করলুম কি। প্রশ্নটা তো আমারই আছে; এখন উত্তরটি দাও দিকিন্—করলুম কি, বুঝি!

মিঃ সেন। করলে যা তা ভালই করলে।

কবি। হ্যাঁ, তা ঠেকাতে চেষ্টা করিনি, এটা বলা যায়।···কিন্তু তাই বা করবো কেন! লাভ! জোর করে, জুলুম করে—I hate the process.

মিঃ সেন। Stop him Sircar. Don't allow him to take more pegs.

কবি। কেন মিঃ সেন, wine তো আর wife নয়—one feels better when it gets on one's nerves. দাও আর একটু দাও square peg.

মিঃ সেন। No no.

কবি। বেশ দিও না, চাই না। না দিলে চাইব কেন। অমন লাখ টাকার সম্পত্তিই ছেড়ে দিলাম দিলে না বলে তার···বেশ দিও না, কেড়ে আমি নেবো না···

(পাশের একটা সোফায় শুয়ে পড়ে)

(সুচিত্রার প্রবেশ)

সুচিত্রা। ঘুমোচ্ছেন।

মিঃ সেন। ঘুমোচ্ছেন!

সুচিত্রা (সরকারকে দেখে হেসে) আপনি এসেছেন অনেকক্ষণ তা জানি, কিন্তু দেখুন না, এই সাত-তালে কথা বলবারই ফুরসত পাচ্ছি না।

সরকার। No that's all right, that's all right. এই স্বীকৃতিটাই যথেষ্ট ; অনেকে আবার দেখেও দেখে না কি না !

সুচিত্রা। কি জানি···

সরকার। No, how can you know that সুচিত্রা দেবী—you are made of different stuff···আর না জানলেনই বা, কিছু ক্ষতি হবে না।

সুচিত্রা। না ক্ষতি মানে, জানলে পরে তাল রেখে চলবার একটু সুবিধে হয় আর কি !

সরকার। হ্যাঁ তা হয় বটে, কিন্তু আপনার তাতে প্রয়োজন নেই।··· কিছু লোক এই জানাজানির বাইরে থাকা ভাল—একেবারে তফাৎ—একটু relieving হয়। আমাদের মত লোক অন্তত তাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে শান্তি পেতে পারে।

সুচিত্রা। খুব সম্মান দিচ্ছেন কিন্তু আমায় মিঃ সরকার।

সরকার। No, this is due to you—ন্যায়ত ধর্মত প্রাপ্য। আমি বাড়িয়ে অন্তত আপনার নামে বলতে যাবো না।

সুচিত্রা। আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন মিঃ সরকার, কথায় বার্তায়···

সরকার। মনে হচ্ছে ?

সুচিত্রা। হ্যাঁ, কেন আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিক তেমনটিই আছেন ?

সরকার। মুস্কিল বলা আমার পক্ষে···এখন দূর থেকে নিজেকে দেখি এক আয়নায়, তাতে করে পরিবর্তন তেমন একটা কিছু ঘটেছে বলে তো মনে করিনি, অবিশ্যি সেটা বাহ্যিক। আর ভেতরের হের-ফের-এর কথা যদি বলেন তো তার

খবর শুনি দেবাঃ ন জানন্তি, আমি তো···সুতরাং ঠিক বলতে পারলাম না।

সুচিত্রা। বেশ তো কথা বলেন আপনি।

[সরকার ও মিঃ সেন একসঙ্গেই যেন কি একটা কথা বলতে চান)

সরকার। হ্যাঁ তা···

মিঃ সেন। ভেতরে···

সরকার। শুনুন, মিঃ সেন যেন কি বলতে চাইছেন।

মিঃ সেন। No no. You finish first.

সরকার। কি বলছিলাম···সুতো ছিঁড়ে গেছে, আর হবে না।

মিঃ সেন। (হেসে) সুতো ছেঁড়া-ছিঁড়ির আবার কি ঘটল! (সুচিত্রাকে) যা হোক, বলছিলাম ভেতরে কেমন দেখলে ?

সুচিত্রা। কাকে ! বাবাকে ! বললুম না ঘুমুচ্ছেন !

মিঃ সেন। ও···কিন্তু দেখ আমায় কিন্তু যেতেই হচ্ছে সুচিত্রা, উপায় নেই।

সুচিত্রা। দেখ।

মিঃ সেন। Competition-এর বাজার, বোঝ না ! War market তো নয় যে মোটামুটি একটা fair tender পাঠালেই contract পাওয়া যাবে। এখন যেতে হবে, ধরাধরি করতে হবে, বেশ মোটা রকমের ভেট দিতে হবে, বহু ঝামেলা—পরে গেলে আর সে chance-ও থাকবে না।

সুচিত্রা। বোঝ, আমার আপত্তি কি ! তুমি ছেলে হয়ে যদি যেতে পার এই সময়ে, আর বউ হয়ে সেটা কি আমি সইতেই পারবো না···ভাল বোঝ যাও। তবে আমি যাচ্ছি না।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

মিঃ সেন। তোমায় যেতে হবে না, সে আমি ঠিক করে ফেলেছি। বসুন সাবিত্রী দেবী।...আমি সাবিত্রী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সুচিত্রা। কে ?

মিঃ সেন। সাবিত্রী দেবী।

সুচিত্রা। তাই না কি ! তা বেশ তো।

সরকার। তাই ভাল, একজন থেকে যান।

মিঃ সেন। হ্যাঁ তো ঐ থাকবে, যেটুকু প্রয়োজন বাবার তা তো ওকে দিয়েই হয়। আমার সঙ্গে এমনিতেই তো দেখা হয় ন-মাস ছ-মাস অন্তর...ঘটনাচক্রে !

সুচিত্রা। চক্রটা ঘোরেও আবার অদ্ভুতভাবে কি না ! ইচ্ছে করলে তুমি কি আর দেখা করতে পারো না। আসলে you don't feel it.

মিঃ সেন। যাকৃগে, সে feel করি কি না করি সে আমি বুঝবো, You need not instruct me that.

সুচিত্রা। আমি তো কিছু বলছি না।

মিঃ সেন। হ্যাঁ।

সরকার। No it is natural Mr. Sen that she will deviate sentimentally কিন্তু তাই বলে you can't...

মিঃ সেন। আহা কি বলিছি কি আমি !

সরকার। No you shouldn't, shouldn't. After all she is a woman.

সাবিত্রী। না ভাবনা সত্যি অমন হয় মিঃ সেন আপনি বোঝেন না ! মেয়েদের মন...

মিঃ সেন। আহা সেই জন্যেই তো আমি ওকে রেখে যাচ্ছি, নইলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার তো কথা ছিল; বুঝি না কেমন!

সাবিত্রী। না তাই বলছি।

সরকার। হ্যাঁ তাই যাও, তাই যাও। তুমি নিজেই, না কাকে যেন সঙ্গে নেবে বললে, ব্যস···নিয়ে কেটে পড়। এ সব business-এর ব্যাপার—কত রকম emergency হয়—সব কথা খুলে বলবারই বা তোমার দরকার কি! Rai Bahadurএর অসুখ, তুমি জান। That he is running high blood pressure, —a fact. এ সব সত্ত্বেও যদি মনে করো যে না তোমার একবার দিল্লী যাওয়া দরকার, তাহলে যাবে—অবশ্যই যাবে। এর ভেতর আর তো কোন কথা ওঠে না।

সাবিত্রী। হ্যাঁ সেই জন্যেই তো···

সরকার। আপনাকে না, বলুন মিঃ সেন ঠিক বলছি কি না!

মিঃ সেন। No, you are right, আরে সেই কারণেই তো অনেক করে বলে কয়ে সাবিত্রী দেবীকে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী করিয়েছি। এখন···বোঝো তো সবাই সেখানে আসবে···

সরকার। আরে বুঝি বুঝি।···তা বেশ তো, সাবিত্রী দেবী যখন সঙ্গে যাচ্ছেন,···

সাবিত্রী। সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম তা আপনি আর শুনলেন কৈ।

সরকার। কেন; এই তো শুনলাম। যাচ্ছেন, ভাল তো। ঘুরে আসুন দিল্লী।···গিয়েছেন এর আগে?

সাবিত্রী। ছোট বেলায় একবার গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে।

সরকার। ও, তা বেশ তো আবার না হয় একবার ঘুরে আসুন।···আর

সুচিত্রা দেবী সেখানে ঠিক তাল রেখে চলতেও পারবেন না। Societyতে মেলামেশা করার তো আর ওঁর তেমন অভ্যাস নেই কোন দিন! গেলে বরং উনি হয়তো বিব্রতই বোধ করবেন।... গোল গোল রাস্তা...গোল গোল বাড়ী, গোল হয়ে নাচতে হবে...সে এক অদ্ভুত গোল-মেলে ব্যাপার। আমার তো মনে হয় সুচিত্রা দেবী সে আবহাওয়া সহ্য করতেই পারবেন না।

মিঃ সেন। তা যা বলেছ। এমনিতেই সুচিত্রা যা shy আর stiff!

সরকার। না সে তুমি তাই বলে অভিযোগ করতে পারো না মিঃ সেন। সুচিত্রা দেবী shy-ই হোন্ আর stiff-ই হোন, if she can't help you in securing contract from Delhi—আমি তো কিছু খারাপ দেখিনে। বরং এতে help করতে পারবেন তোমায় সাবিত্রী দেবী, and she will do it very neatly I believe.

সাবিত্রী দেবী। How do you talk Mr. Sircar!

সরকার। কেন অন্যায় কিছু বললাম নাকি! Really I don't think Suchitra can help him in this matter.

সাবিত্রী দেবী। May be, doesn't matter—কিন্তু আমার নামে যে আপনি বলছেন, সাবিত্রী দেবী will help you and that she will do it very neatly—explain? What's your idea?

সরকার। Oh that's not my concern—Mr. Sen will explain that to you.

সাবিত্রী। Explain that to you—don't be silly Mr. Sircar.

সরকার। (কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে) Well···

সাবিত্রী। I know, I know. Stop it now···Mr. Sen...

মিঃ সেন। Oh don't be shouting madam, you know Rai Bahadur is seriously ill.

সাবিত্রী। I will leave this house at once.

(ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়)

মিঃ সেন। (বাধা দেয়) No no, I can't let you go now. Already আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন madam, and I have arranged it accordingly,...(নরম গলায়) You can't lay me down.

(দাঁত চেপে ভুরু তুলে নিঃশব্দে'হাসল সরকার শেষটায়)

সাবিত্রী। No enough, enough of it, চলে আমাকে যেতেই হবে—এক্ষুনি—এই মুহূর্তে।

মিঃ সেন। আমি—আপনাকে—যেতে—দিতে—পারি—না। I won't.

সাবিত্রী। You won't !

মিঃ সেন। No.

সাবিত্রী। দেবেন না আপনি আমাকে যেতে ?

মিঃ সেন। না।

সাবিত্রী। (ছুটে গিয়ে আবার সোফায় বসল) Well then get into a contract for contract's sake. Come write and sign. You can't cheat me both ways. Come, write and sign, you coward.

মিঃ সেন। (ছুটে আসে) Yes, for how much, how much

money you want, how much···come out you dirty witch.

সাবিত্রী। Fifty thousand.

মিঃ সেন। How much ?

সাবিত্রী। Fifty thousand.

মিঃ সেন। O. K. fifty thousand. (লিখে) fifty thousand,

কবি। Fifty thousand ! Fifty thousand does not fetch you even fifteen gallons of wine, pooh,···চাইলে তো অত কম করে চাইলে কেন সাবিত্রী।

সাবিত্রী। You shut up blinking idiot. (সেনকে) Now you sign that.

মিঃ সেন। Yes I will sign.

কবি। বললুম, কথাটা শুনলে না, বেশ শুনো না। শুনতে ইচ্ছে না হয়, শুনো না। জোর করে আমি তোমায় শোনাতে যাবো না। কক্ষনো না। I hate the process, জোর করে আমি তোমায়···

[প্রস্থান]

সাবিত্রী। Sign that Mr. Sen.

(হঠাৎ সুচিত্রা ছুটে গিয়ে সেন সাহেবের হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে)

সুচিত্রা। সব কিছুরই একটা সীমা আছে !

মিঃ সেন। সুচিত্রা ! তুমি এখান থেকে···

সুচিত্রা। চুপ করো তুমি। কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না !

সাবিত্রী। মিঃ সেন, আমি আশা করি আপনি contract sign করবেন।

সুচিত্রা। না,—যেতে হয় আমি যাবো দিল্লী, I will travel even to hell with my husband ; but with this vile crooked wretch of a woman…ওঃ, চলে এস তুমি !

(সুচিত্রা স্বামীর হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রস্থান করে)

সাবিত্রী। মিঃ সেন !…coward…coward (থুথু ছিটোয়) coward.

মিঃ সরকার। (হঠাৎ সাবিত্রীর পক্ষ নিয়ে) Coward, away with the contract. Coward…away with the contract, coward.

সাবিত্রী। (কেঁদে ফেলে) Cheat কোথাকার !…আমার একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়লে।

মিঃ সরকার। (পেছন থেকে পিঠে হাত বুলিয়ে) চুপ করুন, চুপ করুন সাবিত্রী দেবী। জগৎটাই এই রকম ungrateful, ছি, চুপ করুন।

সাবিত্রী। কে !

মিঃ সরকার। আমি…son of a man—if your sweet remembrance does not fail. I will help you সাবিত্রী দেবী, I will help you.

সাবিত্রী। (আর্তস্বরে) মিঃ সরকার…ও হো মিঃ সরকার, do please help me if you be so kind, help me.

মিঃ সরকার। কিচ্ছু ভাববেন না সাবিত্রী দেবী, শান্ত হোন।

সাবিত্রী। এতটুকু শান্তি নেই, আর আমি শান্ত হবো…আমার মনে যে কী জ্বালা মিঃ সরকার !

মিঃ সরকার। চুপ করুন। চলুন আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সাবিত্রী। তাই চলুন মিঃ সরকার। মানুষের সমাজ, মানুষের সংসার

থেকে আমাকে দূরে, অনেক দূরে নিয়ে চলুন। অনেক দূরে নিয়ে চলুন।

[দূরত্বটা বোঝাবার জন্য কয়েকটা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে স্টেজের সমস্ত আলোটা একটা ফোকাসে গুটিয়ে নিয়ে মিঃ সরকার ও সাবিত্রীর যাবার পথে অফ করলে কেমন হয়!]

(অন্ধকারে পটক্ষেপ)

২য় দৃশ্য

মিঃ সেনের ভেতর-বাড়ীর ড্রয়িং-রুম। হাল-ফ্যাশানের আসবাবপত্রগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে সারা ঘরখানার মধ্যে। সুচিত্রা যে একজন আর্টিস্ট, এই ঘরখানার ভেতর ঢুকলে টের পাওয়া যায়। সত্যি সত্যিই সুচিত্রা ছবি আঁকে। ড্রয়িং-রুমের এক কোণে রং তুলি ফ্রেম ছবি ইত্যাদি নিয়ে সুচিত্রা বেশ একটা ছোট-খাটো ছিম্‌ছাম স্টুডিও তৈরী করে নিয়েছে। সুচিত্রার হাতে আঁকা ছবির নমুনাগুলো দৃষ্টিটাকে যেন অনিবার্যভাবে সশ্রদ্ধ করে তোলে। সম্প্রতি একখানা পোর্ট্রেটে হাত দিয়েছে সুচিত্রা—ছবিখানা স্বয়ং মিঃ সেনের। পর্দা সরে যেতেই দেখা যায় সুচিত্রা নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে। আর মিঃ সেন ড্রয়িং-রুমের অন্য কোণে একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে কি একখানা বই পড়ছে। সন্ধ্যেটা বোধ হয় সবে মাত্র পার হয়ে গিয়েছে। মিঃ সেনের পরনে দামী একটা সাদা সিল্কের পায়জামা আর পাতলা একটা গাউন। সুচিত্রা খুব সতর্কভাবে তুলি চালাচ্ছে। ছবিটার মাথার দিকটা যদিও বা একটু বোঝা যাচ্ছে, তবু মুখটুখগুলো একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। সুচিত্রার কিন্তু ক্লান্তি নেই। সতর্কভাবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে শুধু তুলি বুলিয়ে যাচ্ছে; আর মিঃ সেন তন্ময় হয়ে একখানা বই পড়ছেন। দুজনেই আপন আপন কাজে এত অদ্ভুতভাবে ব্যস্ত যে দেখলে মনে হয় ওদের দুজনের মধ্যে এতটুকু আলাপ-পরিচয় নেই।

মিঃ সেন। (হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে) সব কিছুরই একটা limit আছে।···মেয়েদের অভিমানটুকু ভাল লাগে ঠিক ততক্ষণই, যতক্ষণ সেটা অভিমানের মাত্রা পেরিয়ে ঔদ্ধত্যে গিয়ে না পৌছয়।

(সুচিত্রার তুলি মন্থর হয়ে আসে)

সুচিত্রা। পুরুষের লাম্পট্যকে পৌরুষ বলে স্বীকার করে না নিলেই মেয়েরা হয় উদ্ধত। এ যুক্তি তোমার নতুন নয়। অভিমানটুকু ভাল লাগে, আশ্চর্য।

(জোর জোর আঁচড় টানে তুলি দিয়ে সুচিত্রা)

মিঃ সেন। ওঃ, তুমি আশ্চর্য হলে কি আর অমনি পুরুষের সমস্ত পৌরুষ লাম্পট্য হয়ে গেল।

সুচিত্রা। আমি জানি, কথা তবু তুমি বলবেই।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, এইবার কাঁদো। ঐ একটি অস্ত্রই তো আছে।···

সুচিত্রা। চুপ কর তুমি।···আমি আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

(খস খস করে কয়েকটা আঁচড়ে অদ্ভুত চরিত্র ফুটে ওঠে ক্যানভাসের ওপর— মিঃ সেনের চরিত্রের একটা কার্টুন)

মিঃ সেন। তোমার মর্যাদা কেউ দিতে পারবে না। কেউ না। মনের মধ্যে পুষে রেখেছো একটা দুঃখবাদের পাহাড়...

সুচিত্রা। তুমি আবার এ-হেন দানব যে সেই পাহাড়ও আজ তোমাকে আর মানুষের চোখের আড়ালে রাখতে পারছে না। সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে আজ তুমি তাকে ছাপিয়ে উঠে গেছ।...মর্যাদা দেবে তুমি! সে আশা আমার বহু দিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

(ক্যানভাসের ওপর মিঃ সেন যেন সত্যিই দৈত্যাকারে ফুটে ওঠে কালো রেখায়)

মিঃ সেন। চুরমার হয়েছে একটা স্ত্রীলোকের কামনা-বাসনার স্বার্থের

টিবি।—স্বর্ণ-সৌধও না বা কোন একটা মহৎ গৌরবেরও কিছু না। সুতরাং অনুশোচনা করবার মত এমন কিছুই ঘটেনি।

সুচিত্রা। (তুলিব যথেচ্ছ আঁচড়ে ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়) অনুশোচনা আসবে তোমাব! আমি কি পাগল হয়ে গেছি যে সেই আশা করবো।

মিঃ সেন। সেই তো তোমার জ্বালা। সেই জ্বালাতেই তো তুমি জিভ দিয়ে বিষ ছিটোচ্ছো। আবার বড বড় কথা বলছো কি!

সুচিত্রা। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

মিঃ সেন। কথা বলতে চাই না। সামান্য স্বার্থের মহত্তর ব্যাখ্যা অমন সকলেই দেয়। আমার কারখানার প্রত্যেকটা মজুর পর্যন্ত আজ ঐ এক কথাই বলে।

সুচিত্রা। তাদের প্রত্যেকে আজ তোমার চাইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ধারণা কি তোমার তাদের সম্বন্ধে!

মিঃ সেন। বাঃ চমৎকার! আর কি চাই। তো যাও এবাব হাত মেলাও গে।

সুচিত্রা। মেলাবই তো।

মিঃ সেন। Shut up! Shut up!

সুচিত্রা। চেঁচিয়ে তুমি আর আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। (ছবিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়) You can't terrorise me that way. তুমি জানবে আমি সাবিত্রী নই।

মিঃ সেন। তুমি কি করতে চাও?

সুচিত্রা। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই।

মিঃ সেন। সুচিত্রা!

সুচিত্রা। সরে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। ভীরু কাপুরুষ

কোথাকার! সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না!

মিঃ সেন। সহ্যের সীমা আছে সুচিত্রা!

সুচিত্রা। আমারও।···তোমার এক পা তুমি তুলে দিয়েছ কারখানার মজুরদের বুকের ওপর—সেটা বাইরে, আর এক পা তুমি তুলে দিয়েছ আমার বুকে—সহ্যের সীমা তুমি বহু আগেই অতিক্রম করে গেছ। মানুষের ক্ষমা অনেক, তাই আজও তারা তোমায় নির্বিবাদে সহ্য করে যাচ্ছে।

মিঃ সেন। তুমি চুপ করবে কি না আমি জানতে চাই।

সুচিত্রা। (কেঁদে ফেলে) চুপ করবে! আগুন জ্বালিয়েছে কে? কে আজ তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে আমার সমস্ত জীবন?

মিঃ সেন। রাত হয়েছে। মিথ্যে চেঁচিয়ে সতীপনার জাঁক দেখিও না। কলঙ্ক বই গৌরব কিছু বাড়বে না তোমার তাতে করে।

সুচিত্রা। রাজ্যের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে অগৌরবের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাচ্ছো? জানুক না লোকে। এসে দেখুক। আমি প্রমাণ করে দেবো তুমি কত ছোট, কত হীন; সামান্য স্বার্থের খাতিরে তুমি কতখানি নীচে নেমে যেতে পারো।···কলঙ্কের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাচ্ছো?

মিঃ সেন। চুপ করিয়ে দিতে আমি তবে বাধ্য হলুম। (লাফিয়ে উঠে দেওয়ালে ঝুলন্ত চাবুকটা পেড়ে আনে)

সুচিত্রা। কলঙ্ক! তোমার চরিত্র গড়তে গিয়ে আজ পৃথিবীর সবটুকু কলঙ্ক ফুরিয়ে গেছে। সামান্য একটা কীট-পতঙ্গও আজ তোমার চাইতে বেশী সুস্থ।

(কবির প্রবেশ)

(উদ্যত চাবুকখানা কবি ত্রস্তে ধরে ফেলে)

কবি। কি হচ্ছে কি মিঃ সেন!

মিঃ সেন। কে, তুমি কেন!

কবি। হ্যাঁ আমি, চাবুক ছেড়ে দাও।

মিঃ সেন। কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

কবি। কেউ বলেনি আমি নিজেই এসেছি।

মিঃ সেন। Leave the room at once, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

কবি। No no. You know I hate the process, কেন থামকা চলে যেতে বলছো।

মিঃ সেন। চাবুক ছেড়ে দাও কবি। (ধ্বস্তাধ্বস্তি)

কবি। না, চাবুক ছেড়ে দিলে তুমি মারবে স্থচিত্রাকে।

মিঃ সেন। কবি, I warn you for the last time.

কবি। চাবুক আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না মিঃ সেন।...তুমি আমার হাত থেকে সাবিত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছো—আমি প্রতিবাদ করিনি। প্রতিবাদ করিনি—ভেবেছি, সাবিত্রীই যদি—যাক সে কথা। আর আমাকে—আমাকে তুমি প্রলুব্ধ করেছো। বহুভাবে প্রলুব্ধ করেছো—টাকা দিয়ে, মদ দিয়ে...। বক্তব্য আমার ছিল কিন্তু বলতে পারিনি। সে আমার দুর্ভাগ্য।

মিঃ সেন। তুমি চাবুক ছেড়ে দাও কবি।

কবি। না, তারপর তুমি জান আমি কবিতা লিখি। জনসাধারণ আমাকে কবি বলে জানে। তুমি তার পূর্ণ স্থযোগ নিয়ে বিভ্রান্ত করেছো তোমার কারখানার মজুরদের। সত্যি কি করেছি আর না করেছি আমি—ভাবতে পারি না। I have done things

which I can't think to-day and so I brood and bleed. Now a wretch, I have nothing left to exchange but the soul. (অবস্থা বুঝে সুচিত্রা আগে থেকেই ড্রয়ারটা খুলে রিভলবারটা বার করে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে)

মিঃ সেন। (হঠাৎ চাবুক ছেড়ে দিয়ে) Well then save your soul. (ছুটে গিয়ে ড্রয়ার হাতড়ায়) আমার রিভলবার কই ?

কবি। That can't even pierce the soul Mr. Sen, calm down, please calm down.

মিঃ সেন। (কবিকে) Shut up you scoundrel ! (সুচিত্রাকে) আমার রিভলবারটা কোথায় রেখেছো ?

সুচিত্রা। জানি না।

মিঃ সেন। কোথায় আমার রিভলবার ?

সুচিত্রা। আমার কাছে আছে।…(টিপয়ের ওপর রেখে দিল) নিতে পারো।

মিঃ সেন। নিতে পারো ! মহত্বের carbuncle সব। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। (কবিকে) You leave my house at once.

(সুচিত্রা গুমরে গুমরে কাঁদছে)

কবি। চলে যেতে বলছ ?

মিঃ সেন। Yes, at once. Renegade কোথাকার ! (রিভলবারটা হাতে নিল) Get out.

কবি। (দূর থেকে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্ণিশ করার ভঙ্গীতে সুচিত্রাকে অভিবাদন জানালো) "I bow down, not to you but to the suffering humanity in your person."

মিঃ সেন। (কবিকে) Get out I say.

(মিঃ সেন উন্মত্তপ্রায় হযে উঠলেন। মানুষের আস্ফালন দানবীয় ঔদ্ধত্যে হিংস্র হয়ে উঠল। ··সশ্রদ্ধ মনে সুচিত্রার প্রতি বন্ধুর মনোস্কামনা জানিয়ে কবি এবার চকিতে ঘুরে দাঁড়াল মিঃ সেনের দিকে। মি. সেন-এর প্রতি কবির এখন করুণা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। প্রশান্ত মুখে কবি মিঃ সেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখটা কঠিন হয়ে জমে গেল)

মিঃ সেন। I say get out······করুণা, করুণা করছো।···কবি !!!

(রিভলবাবটা তুলে ঘোড়া টিপলো বাববার। গুলি না থাকায় ব্যর্থ হল প্রচেষ্টা।··· কবি হাসতে হাসতে বেরিযে যায়। মিঃ সেন উন্মত্তের মত রিভলবারটা খুলে কবিকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপতে লাগল)

[কবির প্রস্থান]

মিঃ সেন। This is betrayal...(সুচিত্রাকে) তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সুচিত্রা শুনলো কি শুনলো না ঠিক বোঝা গেল না। চূড়ান্ত কোন একটা কিছু করবাব পূর্ব মুহূর্তে সে যেন ডুবে যাচ্ছে নিজের চিন্তার মধ্যে। হঠাৎ স্নাযুতে লাগলো টংকার। সুচিত্রা নিজের রিভলবারটা মিঃ সেনেব দিকে তুলে ধরলো। ক্ষীণ একটু হাসি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ফসফবাসের মত জ্বলে উঠে যেন মিলিয়ে গেল চকিতে। তারপর রিভলবারের নলটা নিজের কপালে চেপে ধরে ঘোড়া টিপে দিল অবিচলিতভাবে সুচিত্রা।...লুটিয়ে পড়ল বরদেহ ধুলোয।

মরো।

[মিঃ সেন হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গেল]

(পটক্ষেপ)

ষষ্ঠ অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

কারখানা। ওপরে নীচে কাটা টিনের পাল্লার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফুলকি উড়ছে আগুনের, আর সশব্দে বেজে চলেছে যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রা—ঘট্ ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট্—ঘট্ ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট্, ঘট্ ঘট্টাং ঘটাং ঘট্। একটা শিফ্‌টেই কারখানার কাজ চালু রাখা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে মজুর ও মেকানিক যোগান দিয়েছে ঠিকাদার। মঞ্চের ডান দিকে লোহার গেটের সামনে জনা-চারেক সশস্ত্র শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। লিফ্‌টের ধার ঘেঁষে পাক দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির রেলিং-এর গায়ে একটা লাউড-স্পীকারের চোঙ্গা লাগানো রয়েছে। মালিক মিঃ সেনের গলা মাঝে মাঝে ফেটে পড়ছে স্পীকারের মারফৎ। বাঁ দিকে দুটো বিরাট লোহার গরাদওলা গেটের পাল্লার কাছে শত শত মজুর জমায়েৎ হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। করিডরের সামনে গজানন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। সিঁড়ির ওপরেও কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা যাচ্ছে। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ডান দিকের লোহার গেটটা সামনে পেছনে দুলে-দুলে উঠছে কড়া-পড়া পাঞ্জার চাপ খেয়ে।

গজানন। খোল দুঁ গেট! লেকিন ইয়ে ক্যায়সে করুঁ! নেমক্-হারামীকা কাম তো নেহি হোগা! লেকিন যো দেখতা হুঁ ওভি তো ঠিক নেহি হ্যায়। উচিত মাঙ্গোকে লিয়ে হামারেহি জাত-ভাই লড়রহে হৈঁ। উনকা ইসমে অন্যায় হি কেয়া হ্যায়।··· ইনকো তো কুছ কমি নেহি, দেঙ্গে কেঁও নেহি! যিন্ লোগোনে ইস্ বড়ে কারখানেকো চালু কিয়া হ্যায়, উনকো কেয়া ইস্ মুনাফেমে কোই অধিকার নেহি হ্যায়! ইত্নে আদমিয়োঁকি মাঙ্গ্ কেয়া ঝুট্ হ্যায়! ইনকো জিনেকা কেয়া অধিকার নেহি হ্যায়! কিন্তু···কিন্তু, মঁায় কেয়া করুঁ···কেয়া করুঁ তব মঁায়···

(সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—মিল গেট খোল দো। মজুদুরোঁকি দাবী কায়েম কর। সরমায়াদারকো জুলুম বন্ধ করো ইত্যাদি)

মিঃ সেন। (লাউড স্পীকার মারফৎ) আপনারা সব চলে যান। অনর্থক মিল গেটের কাছে ভীড় করবেন না। চলে যান আপনারা সব। অনর্থক গোলমাল করবেন না।

(জুতো আর ঢিলের বাড়ি লেগে সশব্দে নড়ে উঠলো স্পীকারের চোঙ্গাটা)

আপনারা ফিরে যান। কারখানায় হামলা করলে কোনই লাভ হবে না। ফিরে যান আপনারা। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই রকম গোলমাল চলতে থাকলে অবস্থা একদম আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তখন অনর্থক কতকগুলো প্রাণ বিপন্ন হবে। এখনও ফিরে যান। মিল গেটের কাছে হামলা করবেন না।

(ভীষণ গণ্ডগোলের মাঝখানে আরও কিছু ইঁট পাটকেল চোঙ্গার ওপর পড়তে থাকে। আক্রোশে কে যেন থুথু ছিটোতে থাকে চোঙ্গাটাকে লক্ষ্য করে)

মিল গেটের দরজার কাছে ভীড় করবেন না। আপনারা মিল-এলাকার বাইরে চলে যান। নইলে অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

ভাইয়ো, আপ লোগ সব লৌট যাইয়ে। কারখানে পর হামলা মত কিজিয়ে। লৌট যাইয়ে আপ লোগ। এইসা গোলমাল হোনেসে সামহালনা মুস্কিল হো জায়েগা। তব খামখা কৈ জানোকা নোকসান হোগা। আব্ ভি লৌট যাইয়ে। মিল গেট পর হামলা মত করিয়ে। লৌট যাইয়ে···

গজানন। কেয়া খোল দুঁ !! খোল দুঁ ফাটক !!!

(সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—মিল গেট খোল দো। মজদুরোঁকি দাবী কায়েম কর। বুড়ো গজানন হঠাৎ উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি থেকে সান্ত্রীগুলো

ছুটে বেরিয়ে যায় বাঁ দিকের উইংস দিয়ে। নীচের কারখানা থেকে কয়েকজন স্যুটপরা কর্মচারী দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে)

অনৈক কর্মচারী (হন্তদন্তভাবে) চলে আসুন আপনারা, ওখানে দাঁড়াবেন না। চলে আসুন !

(সিঁড়ি-পথে প্রস্থান)

স্পীকার। মিল গেট ছেড়ে দিন। আপনারা সব সরে যান। অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে অনর্থক কতকগুলো লোকের প্রাণ যাবে, আপনারা সরে যান মিল গেট থেকে।

(নেপথ্যে ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। সেন সাহেবকে চকিতে এক-নজর দোতলার সিঁড়ির মুখে দেখা যায়। কয়েকজন দারোয়ান দোতলা থেকে ছুটে নেমে যায় কারখানার ভেতরে। হট্টগোল চরমে ওঠে। একটু পরেই আহত গজাননকে ধরাধরি করে পণ্ডিত ও জনকয়েক শ্রমিক বাঁ দিকের উইংস দিয়ে বেগে এসে ঢুকলো। পেছনে পেছনে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে বহু মজুর স্টেজের ওপর দিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগল। হাতে তাদের আজ কঠিন আবেদনের পরোয়ানা।

(গজাননকে কেন্দ্র করে ঘিরে বসল পণ্ডিত ও আরও জনকয়েক মজুর)

গজানন। (চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে) পচ্চিশ বরষ—পচ্চিশ বরষ ম্যয়নে ইস্ কারখানেকি সেওয়া কি হ্যায়।···আয়াথা এক কিশোর হো কর···বচপন গয়া···জওয়ানী বিতি···ঔর আজ যা রাহাহুঁ বহুৎ বুঢ্ঢা হোকর। হিসাব করনে পর দিয়া হ্যায় তো বহুৎ; লেকিন মিলা কেয়া ! কেয়া মিলা !···পণ্ডিতজী, তুম তো বহুৎ ভালে আদমী হো; দুখিওঁকে লিয়ে তুম লড়াই করতে হো, তুম ইসকা বদলা লেনা— তুম ইসকা বদলা লেনা।

জবানবন্দী শেষ করে গজানন এলিয়ে পড়ে। চাদর ঢাকা মৃত-দেহটা তখন তুলে ধরে পণ্ডিত ও আর কয়েকজন মজুর হাতে হাতে। অনেক মজুর ইতিমধ্যেই শবাধারের পেছনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।···শবযাত্রা এগিয়ে চলে। কম্বুরেখায়িত সিঁড়ি পথ বেয়ে শ্রমিকদের আরোহণ-পর্ব কিন্তু তখনও থেমে যায়নি।

যবনিকা